Contents

পঞ্চদশ বর্ষ

সপ্তম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

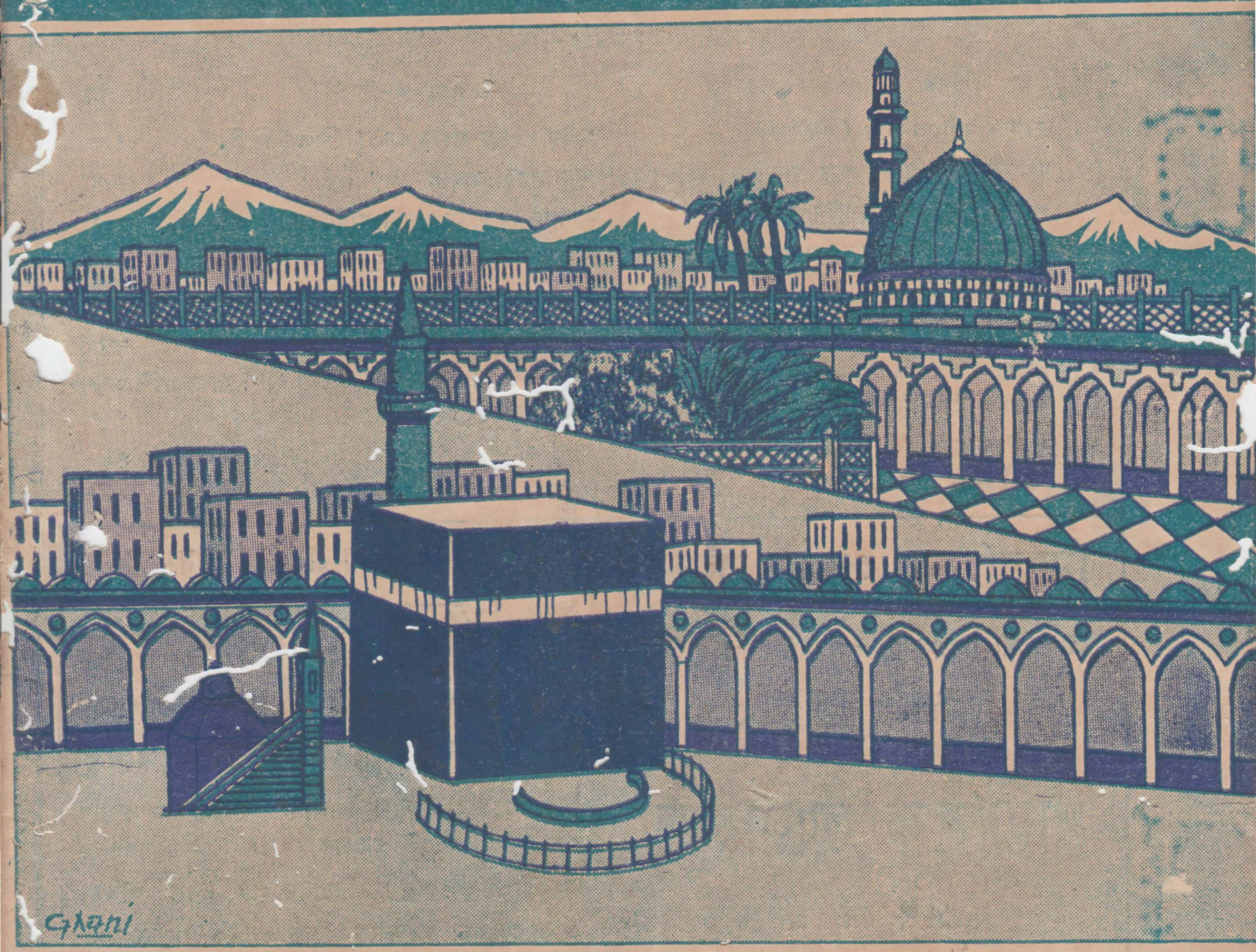

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি, এল, বিটি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬'৫০

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

পঞ্চদশ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

বৈশাখ—১৩৭৬ বাং | মে—১৯৬৯ ইং

সফর—১৩৮৯ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল, বি টি,	২৯৭
২।	মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ যুসুফ দেওবন্দী	৩০৫
৩।	আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসাইন দেহ্লভী	অধ্যাপক মোহাম্মদ হাসান আলী এম, এ, এম, এম	৩১২
৪।	আমপারার প্রাচীনতম বাংলা তরজমা	আকবর আলী, সংকলন : মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৩১৭
৫।	'জাল নাবী'	অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান	৩২৪
৬।	বিশ্ব মানবতার শ্রেষ্ঠ নমুনা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৩৩২
৭।	মুক্তির বার্তাবাহক বিশ্ব-নবী মোস্তফা (দঃ)	মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী	৩৩৬
৮।	মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী স্মরণে	মুহাম্মদ আবদুর রহমান	৩৪০
৯।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	৩৪২
১০।	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৩৪৫

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১২শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০ ষান্মাসিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৭শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিস্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট

তর্জুমানুল-হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পঞ্চদশ বর্ষ	বৈশাখ, ১৩৭৬ বংগাব্দ ; সফর, ১৩৮৮ হিঃ মে, ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ ;	৭ম সংখ্যা

শাইখ আবদুর রাহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سُوْرَةُ الْمُلْكِ—সূরাতুল্-মুল্ক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١٦) ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ

১৬। যিনি ঊর্ধ্ব জগতে রহিয়াছেন, তিনি যে তোমাদের সহ মাটি ধসাইয়া দিতে পারেন এবং তারপর মাটি তোমাদেরে উলট-পালট (করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত) করিতে পারে—এ সম্পর্কে কি তোমরা নির্ভয় হইয়াছ ?

১৬। مَنْ فِى السَّمَاءِ : **যিনি ঊর্ধ্ব জগতে রহিয়াছেন।** এই 'যিনি' বলিয়া যদি উহার তাৎপর্য আল্লাহ তা'আলা ধরা হয়, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলার সীমিত স্থানে অবস্থান মানিয়া লইতে হয় ; অথচ ইহা সুন্নী 'আকীদার সম্পূর্ণ বিরোধী। এই কারণে ইহার প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব প্রমাণিত হয় বলিয়া সুন্নী আলিম-গণ ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। ব্যাখ্যাগুলি এই, (এক) এই আয়াতে এবং ইহার পরবর্তী আয়াতটিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা মূলতঃ মাক্কার কাফিরদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয়। আর মাক্কার কাফিরদের

(١٧) أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

১৭। যিনি উর্ধ জগতে রহিয়াছেন তিনি যে তোমাদের প্রতি প্রস্তর-ঝটিকা প্রেরণ করিতে পারেন—এ সম্পর্কেও কি তোমরা নির্ভয় হইয়াছ ? অনন্তর আমার সতর্ককারী কেমন তাহা তোমরা শীঘ্রই জানিবে।

(١٨) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

১৮। আর ইহা নিশ্চিত যে, ইহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারা আমার সতর্কীকরণে অবিশ্বাস করিয়াছিল। ফলে তাহাদের অবিশ্বাসের প্রতি আমার প্রতিবাদ কেমন হইয়াছিল !

(١٩) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ

১৯। তাহারা কি তাহাদের উর্ধদেশে সারিবদ্ধভাবে পক্ষ বিস্তারকারী উড্ডীয়মান পক্ষী দলকে ডানা সঙ্কুচিত করিতে করিতে উড়িয়া

ধারণা এই ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা উর্ধ জগতে রহিয়াছেন। তাই তাহাদের ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ উক্তি করা হয়।

(দুই) এখানে عقاب বা قضاء বা امر উহ্য ধরা হইলে কোন প্রশ্ন উঠে না। অর্থাৎ মূলে ইহা من في السماء عقابه او امره او قضاؤه ছিল। অর্থ: যাঁহার শাস্তি, অথবা যাঁহার আদেশ, অথবা যাঁহার সিদ্ধান্ত উর্ধ জগতে প্রচলিত রহিয়াছে (তিনি কি এই মর্ত জগতে এই সব বিপদ ঘটাইতে পারেন না ?)

(তিন) من فى السماء এর তাৎপর্য 'আল্লাহ তা'আলা' না ধরিয়া 'শাস্তি প্রেরণের জন্য নিযুক্ত মালায়িকাও ধরা যাইতে পারে। আর এই তাৎপর্য ধরা হইলে কোনও প্রশ্ন উঠে না।

تمور : তোলপাড় করিবে ; উলট-পালট করিবে। ইহার তাৎপর্য এই যে, ভূমিকম্পযোগে মাটি ধসাইয়া মানুষকে ভূগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়। তারপর মাটির স্তরগুলি সমুদ্রের ঢেউয়ের মত তোলপাড় করিতে থাকে এবং মানুষ ক্রমাগত মাটির তলে চাপা পড়িতে থাকে।

১৭। حاصبا : (حصباء : 'পাথর-কাঁকর' হইতে গঠিত) পাথর-কাঁকর প্রবাহিতকারী অথবা কাঁকর পাথর বর্ষণকারী ঝড় তুফান অর্থাৎ প্রচণ্ড ঝড়।

نذير : মূলে ছিল نذيرى (আমার নাযীর)। মূল অনুবাদে ইহাকে اسم فاعل অর্থে ধরা হইয়াছে। ইহাকে مصدر অর্থেও গ্রহণ করা হয়। তখন অর্থ হইবে, 'আমার সতর্কীকরণ' فكيف كان نذير এর অর্থ দাঁড়ায় 'আমার সতর্কীকরণ কেমন হইয়া থাকে ? 'আমার সতর্কীকরণের স্বরূপ কি ?' অর্থাৎ আমি যে ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করি তাহা চরম সত্যরূপে প্রকাশ পায় ও বাস্তব রূপ ধারণ করে।

১৮। الذين من قبلهم : ইহাদের পূর্বে যাহারা ছিল। অর্থাৎ মাক্কার বর্তমান মুশরিকদের পূর্বে আরবে 'আদ, সামূদ প্রভৃতি যে সব জাতি ছিল।

نكير : (মূলে نكيرى) আমার অস্বীকৃতি, অসমর্থন বা প্রতিবাদ।

فكيف كان نكير : অর্থাৎ আমার সতর্কীকরণের প্রতি তাহাদের পূর্ববর্তী আরবদের অবিশ্বাস সম্পর্কে আমার প্রতিবাদ কেমন কঠোর শাস্তির আকার ধারণ করিয়া তাহাদের উপর আপতিত হইয়াছিল !

১৯। পূর্বের আয়াতে বলা হয় যে, পূর্ববর্তী আরবদের প্রতি আল্লাহ তা'আলাই শাস্তি প্রেরণ করেন এবং মাক্কার

صٰفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ۘ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ۭ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۢ بَصِيْرٌ ۔

(٢٠) اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ

যাইতে দেখে নাই? অসীম দয়াবান (আল্লাহ) ছাড়া অপর কেহ তাহাদিগকে শূন্যে ধরিয়া রাখে না। ইহা নিশ্চিত যে, তিনি প্রত্যেক ব্যাপার সম্যক প্রত্যক্ষকারী।

২০। অসীম দয়াবান রাহমান ছাড়া কে আছে তোমাদের এমন সৈন্য যাহারা তোমাদিগকে

মুশরিকদের প্রতিও শাস্তি প্রেরণে তিনি সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁহার এই অসীম ক্ষমতার একটি নিদর্শন তিনি এই আয়াতে বর্ণনা করেন।

صٰفّٰت ও يقبضن উভয়ই বাক্যবিন্যাসে حال হইয়াছে। অর্থ যথাক্রমে 'সারিবদ্ধভাবে' ও ডানা সঙ্কুচিত করিতে করিতে। প্রশ্ন উঠে উভয়ই যখন حال হইয়াছে তখন প্রথমটির পরিমাপে দ্বিতীয়টি قابضات আনা হয় নাই কেন? জওয়াবে বলা হয়, উড়িবার জন্য পক্ষ বিস্তার করা হইতেছে মূলতঃ প্রয়োজনীয় এবং এই কারণে উহা اسم فاعل যোগে ব্যক্ত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে উড়িতে থাকাকালে উহার গতি শক্তিশালী করিবার জন্য মাঝে মাঝে পাখা সঙ্কুচিত করিবার প্রয়োজন হয়। এই কারণে تجدد বা 'নূতন ভাবে করা' অর্থ বুঝাইবার জন্য উহাকে فعل مضارع যোগে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

ما يمسكهن الا الرحمن : 'অসীম দয়াবান' ছাড়া অপর কেহ তাহাদিগকে শূন্যে রাখে না। কুরআন মাজীদের অন্যত্র বলা হইয়াছে, ما يمسكهن الا الله : 'আল্লাহ' ছাড়া অপর কেহ তাহাদিগকে শূন্যে ধরিয়া রাখে না।—(সূরাহ আন্-নাহ্ল : ৭৯)। প্রশ্ন উঠে, একই ধরণের ব্যাপারে এক স্থানে 'আল্লাহ' এবং অপর স্থানে 'আর্-রাহ্মান' বলিবার কারণ কি? জওয়াবে ইমাম রাযী বলেন, সূরাহ আন্-নাহ্লে পাখীর শূন্যে অবস্থান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 'আল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়। পাখীর উক্ত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ন্ত্রণকারীর অসীম কুদ্রাতই প্রকাশ পায়। কাজেই সেখানে নিয়ন্ত্রণকারীকে 'আল্লাহ' যোগে প্রকাশ করা হয়। পক্ষান্তরে, এখানে পাখীর নিজ প্রয়োজন পূরণার্থে তাহার ডানা প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিয়া উড়িয়া যাওয়ার কথা বলা হয়। আর পাখীকে এই ভাবে উড়াইয়া লইয়া যাওয়ার মধ্যে পাখীর প্রতি তাহার সৃষ্টিকর্তার দয়া প্রকাশ পায়। এই কারণে এখানে 'আর্রাহমান' যোগে ঐ কথা প্রকাশ করা অধিকতর সঙ্গত হইয়াছে।

আকায়িদ সংক্রান্ত একটি মাস্আলাহ—এই আয়াতটি একটি সুন্নী আকীদার দালীলরূপে পেশ করা হয়। আকীদাটি এই, 'মানুষের ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত যাবতীয় কাজই আল্লাহের সৃজিত। মানুষ তাহার কোন কাজেরই সৃজনকারী নয়; সে উহার আহরণকারী বা 'কাসিব' মাত্র। দালীলটির বিশ্লেষণ এইরূপ : পাখীকুল স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে উড়িয়া যায়। কাজেই 'উড়িয়া যাওয়া' পাখীর একটি ইচ্ছাকৃত কাজ; অথচ উক্ত আয়াতেই বলা হয় যে, উহা আল্লাহ ছাড়া অপর কেহ সমাধা করে না। এখানে পাখীর কাজকে আল্লাহের সম্পাদিত বলা হয়। তাই, আমরা এই আকীদা রাখি যে, আল্লাহের যাবতীয় সৃষ্ট জীবসমূহের এমন কি মানুষেরও যাবতীয় কাজই আল্লাহের সৃজিত।

انه بكل شيء بصير : তিনি প্রত্যেক ব্যাপার সম্যক 'দর্শনকারী'। بصير শব্দের মূল অর্থ 'সম্যক দর্শনকারী'। কিন্তু এখানে كل شيء কর্মকারকটি ب অব্যয় যোগে ইহার সহিত যুক্ত হওয়ার কারণে ইহার অর্থ 'সম্যক অবহিত'ও হইতে পারে।

২০—২১। মাক্কার মুশরিকেরা প্রধানতঃ দুইটি

لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكفرون الا في غرور •

(٢١) امن هذا الذى يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور •

(٢٢) افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم •

(٢٣) قل هو الذى انشاكم وجعل

সাহায্য করিয়া থাকে ? কাফিরগণ বাস্তবিকই মারাত্মক আত্ম-প্রবঞ্চনার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে।

২১। তিনি (সেই অসীম দয়াবান) যদি তাঁহার রিযক-দান বন্ধ করিয়া বসেন তবে কে আছে এমন, যে তোমাদিগকে রিয্ক দান করিবে ? বরং ঐ কাফিরগণ ধৃষ্টতা ও বিরাগের মধ্যে একগুঁয়ে হইয়া লিপ্ত রহিয়াছে।

২২। আচ্ছা, যে ব্যক্তি তাহার সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ও উঠিয়া উঠিয়া পথ চলিতে থাকে সেই ব্যক্তি কি অধিকতর সুপথপ্রাপ্ত অথবা ঐ ব্যক্তি অধিকতর সুপথপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি সোজা হইয়া সরল পথে চলিতে থাকে ?

২৩। (হে রাসূল,) বলিয়া দাও, তিনিই সেই জন, যে জন তোমাদিগকে উৎপাদন করিয়া-

শক্তির উপর ভরসা রাখিত। একটি ছিল তাহাদের নিজেদের ধনবল ও জনবলের মোহ এবং অপরটি ছিল তাহাদের দেব-দেবীর নিকট হইতে সাহায্য লাভের আশা। এই দুই শক্তির উপর ভরসা রাখার অসারতা ১৬ | ১৭ আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ আয়াত দুইটিতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিয়া অথবা প্রস্তর ঝড়ে আক্রান্ত করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারেন এবং তাহাদের ধন-জন বা দেব-দেবী কেহই তাহা রোধ করিতে পারে না। উহারই জের টানিয়া আনিয়া এই আয়াতে বলা হয় যে, তাহাদের ধনবল বা জনবল কিছুই তাহাদিগকে আল্লাহের শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারে না। আর পরবর্তী আয়াতটিতে বলা হয় যে, আল্লাহ যদি তাঁহার রিয্ক দান বন্ধ করিয়া দেন তাহা হইলে কেহই তাহাদিগকে কোনও রিয্ক দিতে পারে না। এমত অবস্থায় যে অসীম দয়াবান পক্ষীকুলকে তাহাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইবার জন্য আকাশে উড়িয়া যাইতে সাহায্য করেন একমাত্র সেই অসীম দয়াবানের উপর ভরসা রাখাই তাহাদের পক্ষে উচিত হইবে।

২২। এই আয়াতে মুশরিক ও মুমিনের একটি উপমা বর্ণনা করা হইয়াছে। মুশরিকের গতিবিধিকে বন্ধুর পথে অগ্রসর হওয়ার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, মুশরিক অগ্রসর হইতে গিয়া পদে পদে হোঁচট খাইয়া মুখ থুবড়িয়া পড়ে। তারপর, আবার উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করে। আবার পড়ে, আবার উঠে। এইভাবে চলিতে গিয়া সে কোন ক্রমেই মান্যিল মাক্সূদে পৌছিতে পারে না। পক্ষান্তরে মুমিন তাহার পথে সমান তালে সোজা হইয়া চলিতে চলিতে পরিণামে মান্যিল মাক্সূদে গিয়া উপনীত হয়।

২৩। قليلا ما تشكرون : তোমরা খুব কমই শুকরগুযারী করিয়া থাক। 'শুকর'

لكم السمع والابصار والافئدة قليلا

ما تشكرون ٠

(٢٤) قل هو الذى ذراكم فى

الارض واليه تحشرون ٠

ছেন এবং তোমাদের মঙ্গলার্থে তোমাদিগকে কান, চোখ ও অন্তঃকরণ দিয়াছেন। তোমরা খুব কমই ঐগুলির মর্যাদা রক্ষা করিয়া থাক।

২৪। বলিয়া দাও, তিনিই সেই জন, যে জন তোমাদিগকে পৃথিবীতে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহারই নিকটে তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া গিয়া সমবেত করা হইবে।

শব্দের মূল অর্থ 'যথার্থ ব্যবহার করা' এবং প্রচলিত অর্থ 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার'। কোন দান সম্পর্কে যথার্থ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঐ দানের যথাযথ মর্যাদা দানের মাধ্যমে প্রকাশ হইয়া থাকে। এই 'শুক্‌র' বা কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অভিব্যক্তি তিনভাবে হইয়া থাকে। (এক) জিহ্বা যোগে অর্থাৎ বাক্য দ্বারা দানকারীর প্রশংসা জ্ঞাপন দ্বারা। (দুই) অন্তরযোগে অর্থাৎ আন্তরিকভাবে দানকারীর ঋণ স্বীকার করিয়া তাঁহার অনুগত ও বাধ্য থাকা দ্বারা। (তিন) অঙ্গ প্রত্যঙ্গযোগে অর্থাৎ দানকারীর নির্দেশ যথাযোগ্যভাবে পালন দ্বারা। এই তিন প্রকার কার্য দ্বারা 'শুক্‌র' হইয়া থাকে।

পূর্বের আয়াতটিতে মুশরিকের ও মুমিনের গতিবিধির যে তারতম্য ও বিভিন্নতা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মূল কারণ এই আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কান দিয়াছেন যাহাতে সে জ্ঞানী বিচক্ষণ ব্যক্তিদের ও নাবী রাসূলদের উপদেশ শুনিয়া সেই অনুসারে কাজ করিতে থাকে; তাহাকে চোখ দিয়াছেন যাহাতে সে আল্লাহের অসীম কুদরাতের প্রকাশ ও অভিব্যক্তি অবলোকন করিয়া আল্লাহের মহিমা প্রচারে মশগুল হয় এবং তাহাকে অন্তর দিয়াছেন যাহাতে সে উহা দ্বারা ন্যায় ও অন্যায়ের বিচার করিয়া ন্যায়নীতি অবলম্বন করিয়া চলে। অনন্তর মুমিন তাহার কান, চোখ ও অন্তরকে যথাযথভাবে কাজে লাগাইয়া নিজ লক্ষ্যে উপনীত হইতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে মুশরিক ও কাফির তাহাদের ঐ শক্তিগুলির অপব্যবহার করিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিফল মনোরথ হয়। ইহাই আল্লাহ তা-'আলা অপর একটি আয়াতে এইভাবে বলিয়াছেন—"তাহাদের অন্তর আছে, কিন্তু উহা দ্বারা ন্যায় ও সত্য উপলব্ধি করে না; তাহাদের চোখ আছে কিন্তু উহা দ্বারা যথার্থ নিদর্শনসমূহ অবলোকন করে না এবং তাহাদের কানও আছে, কিন্তু উহা দ্বারা ন্যায় কথা শোনে না। তাহারা চতুষ্পদ পশুর মত—বরং তাহারা উহা হইতেও নিকৃষ্টতর। —আল্ আ'রাফ: ১৭৯।

২৪। এই সূরার দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষা করিবার জন্য জীবন ও মৃত্যু সৃজন করেন। আর পরীক্ষার মানেই হইতেছে কৃতকার্যকে পুরস্কৃত করা ও অকৃতকার্যকে শাস্তি দেওয়া। তারপর ইহাও জানা কথা যে, মানুষকে পরীক্ষান্তে পুরস্কার ও শাস্তি দিবার জন্য পরীক্ষকের যথাযোগ্য ক্ষমতা থাকা অপরিহার্য। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তাঁহার অসীম ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন। অবশেষে প্রতিপাদ্য বিষয়টির স্বরূপ প্রমাণসহ তিনি এই আয়াতে বর্ণনা করেন। বলা হয় আল্লাহ তা'আলাই যেহেতু সকল মানুষকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া দিয়াছেন কাজেই তিনি সকলকে একত্রিতও করিতে পারেন। আর বাস্তবতঃ তিনি সকলকে এক সময়ে একত্রিত করিবেন। সেই সময় হইতেছে কিয়ামাত দিবস। ঐ দিবসে আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলকে পুরস্কৃত করিবেন এবং পাপীকে শাস্তি দিবেন।

(২৫) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰـذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۰

(২৬) قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْـرٌ مُّبِيْنٌ ۰

২৫। এবং তাহারা বলিবে, "এই প্রতিশ্রুতিটি ঘটিবে কবে ? তোমরা যদি সত্যবাদী হও (তবে উহার আগমন কাল বলিয়া দাও)"।

২৬। [হে রাসূল,] তাহাদিগকে বলিয়া দাও—"এই 'কবে'র জ্ঞান একমাত্র আল্লাহেরই নিকট রহিয়াছে। আর আমি তো একজন বর্ণনাকারী সতর্ককারী মাত্র।"

২৫। الوعد : প্রতিশ্রুতিটি পূর্বের আয়াতটিতে 'হাশ্‌র' এর উল্লেখ থাকায় প্রতিশ্রুতিটির তাৎপর্য 'কিয়ামাতের আগমণ' গ্রহণ করাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু ২৭ নং আয়াতে এই প্রতিশ্রুতিটির আগমনের উল্লেখ করিতে গিয়া অতীত কালবাচক ক্রিয়া (فعل ماضى) ব্যবহৃত হওয়ার কারণে প্রতিশ্রুতিটির তাৎপর্য 'কিয়ামাত' করা চলে না। ২৭ নং আয়াতে যাহা বলা হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ অর্থ এই 'অনন্তর তাহারা যখন উহা দেখিল তখন তাহাদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইল'। ফলে, এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় করিতে হইলে উহাদের কোন একটির প্রত্যক্ষ অর্থ ছাড়িয়া দিয়া পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। হয় কিয়ামাত তাৎপর্য বজায় রাখিয়া অতীত কালবাচক ক্রিয়াটির পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করিতে হয় অথবা অতীতবাচক ক্রিয়াটির প্রত্যক্ষ অর্থ বজায় রাখিয়া প্রতিশ্রুতিটির অপর কোন তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হয়। প্রথম ক্ষেত্রে অতীত কালবাচক ক্রিয়াটিকে ভবিষ্যত অর্থে গ্রহণ করা হয়। ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবে ঘটিতব্য বিষয়ের নিশ্চয়তার প্রতি ইঙ্গিত করিবার জন্য কুর্‌আন মাজীদে অতীত কালবাচক ক্রিয়ার বহুল প্রয়োগ পাওয়া যায়। কাজেই সেখানেও ভবিষ্যত কাল অর্থ গ্রহণ করা মোটেই অসঙ্গত হয় না। মূল অনুবাদে ঐ অর্থই করা হইল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিটির তাৎপর্য 'পার্থিব শাস্তি' ধরা হয়। ২৭ নং আয়াতের টীকায় এই অর্থ বিস্তারিতভাবে বলা হইবে।

উল্লিখিত কারণে يقولون র দুই অর্থ করা হয়। (এক) তাহারা বলিবে ও (দুই) তাহারা বলিয়া আসিতেছে।

ان كنتم صادقين ; তোমরা যদি সত্যবাদী হও। এখানে মুশরিকেরা 'তোমরা' বলিয়া নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে বুঝাইত।

মুশরিক কাফিরগণ এই কথা বলিয়া খাঁটি মুমিনদিগকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিত এবং দুর্বল-ঈমান মুমিনদিগকে ইসলাম হইতে বিমুখ করিবার প্রয়াস পাইত।

২৬। পূর্বের আয়াতে উল্লিখিত মুশরিকদের উক্তির কি জওাব দিতে হইবে তাহা আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাঁহার রাসূলকে জানাইয়া দেন। জওাবটি এইরূপ—হে রাসূল, তুমি তাহাদিগকে এই কথা বলো। "আমাকে নিশ্চিতভাবে জানানো হইয়াছে যে, কিয়ামত ও মুশরিকদের প্রতি আল্লাহের শাস্তি একদিন না একদিন আসিবেই আসিবে এবং লোককে সে সম্বন্ধে সতর্ক করিবার জন্য আমাকে আদেশ করা হইয়াছে। তাই আমি তোমাদিগকে সে সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু কিয়ামাত এবং ঐ শাস্তি কবে আসিবে তাহা আমাকে জানানো হয় নাই। ঐ নির্দিষ্ট কালের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই রাখেন। কাজেই আমি উহার নির্ধারিত সময় তোমাদিগকে জানাইতে অক্ষম।

২৭। অনন্তর তাহারা যখন উহা সন্নিকট দেখিবে তখন দুনয়াতে যাহারা কাফির থাকিল তাহাদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও বিকট হইবে এবং বলা হইবে, 'ইহাই সেই ব্যাপার যাহার অসম্ভাব্যতার দাবী তোমরা করিতে'।

২৮। [হে রাসূল,] তাহাদিগকে বলিয়া দাও, 'আল্লাহ যদি আমাকে ও আমার সঙ্গে যাহারা আছে তাহাদিগকে ধ্বংস করেন অথবা তিনি যদি আমাদের প্রতি দয়া করেন, তাহা হইলে বল তো এই উভয় অবস্থাতেই কাফিরদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইতে কে রক্ষা করিবে? কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।

২৯। [হে রাসূল,] তাহাদিগকে আরও বলিয়া দাও, 'সেই অসীম দয়াবানের প্রতি আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং একমাত্র তাঁহারই উপর আমরা ভরসা রাখিয়াছি। অনন্তর তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে, যে ব্যক্তি প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে সে ব্যক্তি কে বা কাহারা।

(٢٧) فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْئَتْ

وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِىْ

كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ •

(٢٨) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ

اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُّجِيْرُ

الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ •

(٢٩) قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ

وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِىْ

ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ •

২৭। وَقِيْلَ : এবং বলা হইবে। যাবানীয়া মালায়িকা অর্থাৎ জাহান্নামের প্রহরী মালায়িকা এই কথা তাহাদিগকে বলিবেন।

আর প্রতিশ্রুতিটির তাৎপর্য যদি 'আদ ও সামূদ জাতির প্রতি আপতিত পার্থিব শাস্তির ন্যায় কোন পার্থিব শাস্তি ধরা হয় তাহা হইলে এই আয়াতটির ব্যাখ্যা হইবে এই—

অনন্তর তাহাদের প্রতি যখন চরম দুর্ভিক্ষের শাস্তি আপতিত হইল এবং তাহারা ঐ শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন দুঃখে, কষ্টে, ক্ষোভে তাহাদের মুখ বিবর্ণ, বিরস ও মলিন হইয়া উঠিল। এবং তাহারা পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল, ইহাই সেই শাস্তি যাহার ফরমাইশ তোমরা বিদ্রূপভরে করিতে।

২৮—২৯। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম মাক্কার মুশরিক কাফিরদিগকে আল্লাহ তা'আলার শাস্তির ভয় দেখাইলে তাহাদের মধ্যে দুই প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। (এক) তাহারা সে সম্বন্ধে ব্যঙ্গবিদ্রূপে মশগুল হইত। (দুই) তাহারা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের মরণ কামনা করিত এবং বলিত, এই লোকটির মৃত্যু হইলেই এই সব আন্দোলন ও লম্ফ ঝম্ফ কোথায় শেষ হইয়া যাইবে! এই সূরার ২৫ নং আয়াতে তাহাদের প্রথম প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ এবং ২৬—২৭ নং আয়াত দুইটিতে ঐ প্রতিক্রিয়ার জওয়াব রহিয়াছে। তাহাদের দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ সূরাহ আল্‌-ত্বূর : ৩০ এ রহিয়াছে; আর উহার জওয়াব

৩০। [হে রাসূল,] তাহাদিগকে বলো — 'আচ্ছা তোমরা বল তো তোমাদের এই পানি যদি মাটির নীচে একেবারে তলাইয়া যায় তবে কে এমন আছে যে, সে তোমাদের নিকট প্রবাহিত দৃশ্যমান পানি আনিয়া সমুপস্থিত করিবে ?

(৩০) قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ ٠

দেওয়া হইয়াছে এই দুই আয়াতে। বলা হইয়াছে যে, মুশরিকেরা যেহেতু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের এবং তাঁহার সঙ্গীদের বিরোধী ও দুশমন কাজেই আল্লাহ্ যদি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের প্রতি এবং তাঁহার সঙ্গীদের প্রতি দয়া করেন তাহা হইলে তো মুশরিক কাফিরদের দুরবস্থা অবশ্যম্ভাবী। আর আল্লাহ যদি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকে ধ্বংস করেন তাহা হইলেও তো তাহাতে মুশরিকেরা নিজেদের কোন উপকারের আশা করিতে পারে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এবং তাঁহার সঙ্গীগণ অসীম দয়াবান আল্লাহের প্রতি ঈমান আনিয়া একমাত্র তাঁহারই উপর ভরসা রাখে বলিয়া তাহারা পরিণামে অসীম দয়াবানের দয়ায় তাঁহার শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশা রাখিতে পারে। কিন্তু মুশরিক কাফিরেরা যেহেতু অসীম দয়াবান আল্লাহের প্রতি ঈমান বা ভরসা কিছুই রাখে না কাজেই তাহারা কোন ক্রমেই আল্লাহের শাস্তি হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। অতএব তাহাদের নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের নির্দেশ মত চলা তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

৩। معين — معيون হইতে مفعول এর পরিমাপে اسم مفعول গঠিত হইয়াছে। তারপর عين শব্দটি যেহেতু 'চোখ' ও 'নদী' এই দুই অর্থে বহুল প্রচলিত কাজেই معين এর অর্থ দাঁড়ায় যথাক্রমে দৃশ্যমান ও প্রবাহিত।

সর্বশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার একটি দানের কথা মুশরিক কাফিরদিগকে স্মরণ করাইয়া তাঁহাদিগকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের নির্দেশিত পন্থা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান জানান। বলা হয়, তোমরা একবার তোমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় এই পানির প্রতি লক্ষ্য কর। আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের জন্য এই পানিকে মাটির উপরে প্রবাহিত করিয়াছেন। আবার তিনিই মাটির নীচে অনতিদূরে উহা জমা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি যদি এই পানিকে মাটির নীচে একেবারে তলাইয়া দেন তবে উহাকে মাটির উপরে প্রবাহিত করিবার ক্ষমতা কি কাহারও আছে? অথবা উহা মাটির অল্প নীচে আনিবার ক্ষমতাও কি কাহারও আছে? আল্লাহ ছাড়া অপর কাহারও তেমন কোন ক্ষমতা নাই। কাজেই ইসলামে দাখিল হওয়া ছাড়া তাহাদের দুন্য়াতে বাঁচিয়া থাকারও কোন উপায় নাই।

এই আয়াতের উক্তির অনুরূপ উক্তির জন্য সূরাহ আল্-ওাকি'আহ : ৬৮—৭০ আয়াত দেখুন।

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্‌-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবূ মুসুফ দেওবন্দী ॥

(৬৮—১৪) حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب، ليلبسها احياءكم، وكفنوا فيها موتاكم فانها من خيار ثيابكم •

(৬৯—১৫) حدثنا محمد بن بشار انبانا عبد الرحمن بن مهدي انا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن سمرة بن

(৬৮—১৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ্ ইব্‌নু সা'ঈদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান বিশ্‌র্ ইব্‌নুল্ মুফায্‌যাল, তিনি রিওায়াত করেন 'উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌নু 'উসমান ইব্‌নু খুসাইম হইতে, তিনি সা'ঈদ ইব্‌নু জুবাইর হইতে, তিনি ইব্‌নু 'আব্বাস হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "তোমরা কাপড়ের মধ্যে সাদা রংয়ের কাপড় ব্যবহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিও। তোমাদের জীবিতগণ যেন সাদা কাপড় পরিধান করে। আর তোমরা তোমাদের মৃতদিগকে সাদা কাপড়ে কাফন দাও। কেননা, উহ হইতেছে তোমাদের উত্তম কাপড়ের অন্তর্ভুক্ত।"

(৬৯—১৫) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্‌নু বাশ্‌শার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান 'আবদুর রাহমান ইব্‌নু মাহদীই, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান সুফ্‌য়ান, তিনি রিওায়াত করেন হাবীব ইব্‌নু আবী সাবিত হইতে, তিনি মাইমূন ইব্‌নু আবী শাবীব হইতে, তিনি সামুরাহ্

(৬৮—১৪) এই হাদীসটি গ্রন্থকার তাঁহার জামি' গ্রন্থে 'মুস্‌তাহাব্ব কাফন' অধ্যায়ে (তুহ্‌ফা : ২ | ১৩২ পৃষ্ঠায়) সন্নিবিষ্ট করেন। তাহা ছাড়া এই হাদীসটি সুনান আবূ দাউদ ২ | ২০৭ এবং ইব্‌নু মাজাহ ২৬৩ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

البياض : (مصدر) শুভ্রতা। এখানে ইহা الابيض : (صفة) 'শুভ্র' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তারপর নিয়ম এই যে, مصدر যখন صفة অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন উহা দ্বারা ঐ গুণের আতিশয্য অর্থ প্রকাশ পায়। কাজেই ইহার অর্থ হইবে 'ধপধপে সাদা'।

جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اِلْبَسُوا الْبَيَاضَ فَاِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ •

ইব্নু জুন্দুব হইতে, তিনি বলেন, রাসূলল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর ; কেননা, উহা সর্বাধিক পবিত্র ও সর্বাধিক রুচিসম্মত। আর তোমরা তোমাদের মৃতদিগকে সাদা কাপড়ের কাফন দিও।"

(৬৯—১৫) এই হাদীসটি সুনান নাসাঈ ২ | ২৯৭ পৃষ্ঠাতে এবং ইবনু মাজাহ ২৬৩ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মর্ম এবং ইহার পূর্বের হাদীসটির মর্ম প্রায় একই। এই হাদীস দুইটিতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম জীবিত মুসলিমদিগকে নিজেদের শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিতে এবং মৃত মুসলিমদিগকে শুভ্র বস্ত্রের কাফন পরাইতে নির্দেশ ও উৎসাহ দেন বলিয়া জীবিতদের পক্ষে শুভ্র বস্ত্র পরিধান করা এবং মৃতদিগকে শুভ্র বস্ত্রের কাফন পরান ইসলামী শরী'আতে 'সুন্নাত' বলিয়া গৃহীত হয়। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম নিজে শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন কি না সে সম্বন্ধে কোন হাদীস গ্রন্থকার বর্ণনা করেন নাই। যাহা হউক এ সম্পর্কে হাদীস সাহীহ বুখারীতে ও সাহীহ মুসলিমে পাওয়া যায়। হাদীসটি এই,

সাহাবী আবূ যাররু রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন : আমি একদা নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের নিকট যাই। ঐ সময়ে তাঁহার পরিধানে শুভ্র বস্ত্র ছিল।—সাহীহ বুখারী : ৮৬৭ এবং সাহীহ মুসলিম : ১। ৬৬ পৃষ্ঠা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের কাফন—উম্মুল্-মুমিনীন হযরত 'আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহুআলায়হি অসাল্লামকে য়ামানের সাহূল নামক স্থানে প্রস্তুত তিন খণ্ড সুতী শুভ্র বস্ত্রের কাফন পরানো হইয়াছিল।—সাহীহ বুখারী : ১৬৯, ১৮৬ ; এবং সাহীহ মুসলিম ১ | ৩০৫—৬ পৃষ্ঠা।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আলিমদের মত এই, (এক) মাস্জিদে বিশেষতঃ সলাতুল্ জুমু'আতে গমনকালে এবং তিলাওত, যিকর প্রভৃতি যে সব মাজলিসে রাহমাতের মালায়িকার আগমন আশা করা যায় সেই সব মাজলিসে শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া যাওয়া উত্তম হইবে। কিন্তু ঈদ উপলক্ষে যেহেতু উত্তম সাজ সজ্জা ও আল্লাহর নি'মাতের বাহ্যিক প্রকাশনও অন্যতম লক্ষ্য থাকে কাজেই উভয় ঈদেই মূল্যবান পোষাক পরিধান করাই বাঞ্ছনীয় হইবে।

(দুই) তারপর উল্লিখিত হাদীসের কারণে এবং মৃত মুসলিমের সলাতুল্ জানাযাহ ও দাফনে মালায়িকা উপস্থিত থাকেন বলিয়া মৃত মুসলিমকে সাদা কাফনে সমাহিত করাই বাঞ্ছনীয় হইবে।

কাফন সম্বন্ধে ইমাম নাওয়াওী বলেন, সাদা সুতী কাপড়ের কাফন পরানো ব্যাপারে আলিমগণ একমত ; ইহাতে কেহই অন্যমত করেন নাই। তারপর, রঙিন কাপড়ের কাফন দেওয়া সকলেই মাক্রূহ বলেন। রেশমী বস্ত্রের কাফন সম্পর্কে তাঁহারা বলেন যে, উহা পুরুষকে পরানো হারাম হইবে, এবং স্ত্রীলোককে পরানো মাক্রূহ হইবে।—সাহীহ মুসলিম ভাষ্য : ৩০৫ পৃষ্ঠা।

(٧٠—١٦) حدثنا احمد بن منيع انبأنا يحيى بن زكرياء بن ابى زائدة انا ابي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر اسود •

(٧١—١٧) حدثنا يوسف بن عيسى انا وكيع انا يونس بن ابى اسحق عن ابيه عن الشعبى عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن ابيه ان النبى صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين •

(৭০—১৬) আমাদিগকে হাদীস শোনান আহমাদ ইবনু মানী', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান য়াহয়া ইবনু যাকারীয়্যা ইবনু আবূ যায়িদাহ্, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আমার পিতা, তিনি রিওায়াত করেন মুস'আব ইবনু শায়বাহ হইতে, তিনি সাফীয়াহ্ বিনতু শায়বাহ হইতে, তিনি হযরত 'আয়িশাহ হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম একদা সকালে বাড়ী হইতে বাহির হন ; ঐ সময় তাঁহার পরিধানে কাল-ছাগচুলের একটি চাদর ছিল।

(৭১—১৭) আমাদিগকে হাদীস শোনান য়ুসুফ ইবনু 'ঈসা, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান অকী', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান য়ূনুস ইবনু আবী ইসহাক, তিনি রিওায়াত করেন তাঁহার পিতা হইতে তিনি অশ্ শা'বী হইতে, তিনি 'উরওাহ ইবনুল্-মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে তিনি বলেন, নিশ্চয় নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এমন একটি রূমী জুব্বাহ পরিধান করেন যাহার আস্তিন দুইটি অপ্রশস্ত ছিল।

(৭০—১৬) এই হাদীসটি সুনান আবূ দাউদ ঃ ২।২০৩ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

زكرياء : যাকারীয়্যা—এই শব্দটির শেষে আলিফের পরে একটি হামযাসহ লিখা এবং উচ্চারণ করাও যায়, আবার হাম্‌যা ছাড়াও লিখা ও পড়া যায়।

ابوزائدة : আবু যায়িদাহ্—উপনাম ; তাঁহার নাম হুবাইরাহ্ (هبيرة)

مرط : রেশম, পশম, ছাগ চুল অথবা তুলার সুতার তৈয়ারী যে কোন থান কাপড় লুঙ্গিরূপে পরিধান করা হইলে তাহাকেই 'মিরত্' বলা হয়। এই হাদীসে বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ছাগ চুলের কম্বল লুঙ্গিরূপে পরিধান করিয়াছিলেন।

من شعر اسود : । মূল অনুবাদে اسود শব্দটিকে شعر এর বিশেষণ ধরিয়া 'দাল' অক্ষরে যাবার দেওয়া হইয়াছে। অন্য পাঠ,—اسود কে مس ط এর বিশেষণ ধরা যাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে 'দাল' অক্ষরে পেশ হইবে এবং অর্থ হইবে 'কাল মিরত, চুলের তৈয়ারী'।

(৭১—১৭) এই হাদীসটি গ্রন্থকার তাঁহার জামি' গ্রন্থে (তুহফা : ৩।৩৪ পৃষ্ঠায়) ইমাম বুখারী তাঁহার সাহীহ গ্রন্থে (৮৬৩ পৃষ্ঠায়) এবং ইমাম মুসলিম তাঁহার সাহীহ গ্রন্থে (১।১৩৩ পৃষ্ঠায়) বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইমাম ইব্নু মাজাহ তাঁহার সুনান গ্রন্থে (২৬৩ পৃষ্ঠায়) এই মর্মে একটি হাদীস 'উবাদাহ ইব্নুস্ সামিত' রাযিয়াল্লাহু আন্হু হইতে রিওায়াত করিয়াছেন।

الشعبي : আশ্-শা'বী (শীনে যাবারসহ)। তাঁহার নাম 'আমির; পিতার নাম শারাহীল (عامر بن شراحيل)। একজন বিখ্যাত ফাকীহ তাবি'ঈ ছিলেন। তিনি প্রায় পাঁচ শত সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। হিজরী ১০৩ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি হামাদান গোত্রের শা'ব নামক শাখার লোক ছিলেন বলিয়া 'আশ্-শা'বী' নামে পরিচিত হন।

এই বানানে আর একজন মুহাদ্দিস হইতেছেন আশ্-শু'বী (শীনে পেশসহ)। তাঁহার নাম মু'আবিয়াহ, পিতার নাম হাফস্ (معاوية بن حفص)। তাঁহার দাদার নাম শু'ব ছিল বলিয়া তিনি আশ্-শু'বী নামে পরিচিত হন (ফীরূযাবাদী : কামূস অভিধান)। তৃতীয় একজন মুহাদ্দিস আশ্-শি'বী (শীনে যেরসহ) নামে পরিচিত। তাঁহার নাম 'আবদুল্লাহ; পিতার নাম আল্-মুযাফ্ফার (عبد الله بن المظفر) (ঐ কামূস)।

جبة : জুব্বাহ্। ইহা কামীস প্রভৃতি উর্ধবাস সমূহের সবের উপরে পরিধান করা হয়। অর্থাৎ ইহা সকল উর্ধবাসের বহির্বাসবিশেষ। ইহা অনেকটা আচকানের মত। এই পোষাকের বিশেষত্ব এই যে, ইহা দুই স্তর কাপড় দ্বারা প্রস্তুত হইত। আস্তরের কাপড়টি সর্বদাই সুতী হইত। আর বাহিরের কাপড়টি সুতী অথবা পশমী উভয়ই হইত। তবে বাহিরের কাপড়টিও যদি সুতী হইত তাহা হইলে উভয় বস্ত্রের মাঝে তুলা পুরিয়া দিয়া সেলাই করা হইত। আর বাহিরের কাপড়টি পশমী হইলে মাঝে তুলা ভর্তি করা হইত না।

جبة روميّة : রূমী জুব্বাহ্। কিন্তু সাহীহ বুখারী ও সাহীহ মুসলিমের রিওায়াতে শামী জুব্বাহ্ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই দুইটি উক্তি পরস্পর বিরোধী নয়। কারণ সেকালের শাম প্রদেশটি তৎকালীন রোম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজেই শামে প্রস্তুত কোন বস্তুকে শামী ও রূমী উভয়ই বলা চলিত।

এই রূমী বা শামী জুব্বাহ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম প্রবাসে তাবূক যুদ্ধকালে পরিধান করেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। দেখুন সাহীহ বুখারী ৮৬২—৩ পৃষ্ঠা।

এই জব্বাহ পশমী কাপড়ের ছিল।—সাহীহ মুসলিম : ১।১৩৪, সহীহ বুখারী : তার্জুমাতুল্ বাব পৃষ্ঠা ৮৬৩ ও সুনান ইব্নু মাজাহ : ২৬৩।

এই অধ্যায়ে যে হাদীসগুলি বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম নিম্ন প্রকার কাপড় জামা পরিধান করিতেন।

নিম্নবাস—নিম্নবাস হিসাবে তিনি বিভিন্ন প্রকার কাপড় লুঙ্গি করিয়া পরিধান করেন। উহা এই, (ক) উত্তম তুলার মসৃন সুতা দিয়া য়ামানে প্রস্তুত অত্যন্ত কোমল লাল ডোরাকাটা অথবা (খ) সবুজ ডোরাকাটা লুঙ্গি, (গ) সাদা রংয়ের সুতী থান কাপড়ের লুঙ্গি, (ঘ) যাফ্রানে রঙানো সুতী থান কাপর পুরাতন হইয়া রং উঠিয়া যাওয়া লুঙ্গি এবং (ঙ) ছাগচুলের কাল কম্বলের লুঙ্গি।

উর্ধবাস—সেলাই-বিহীন—(ক) উত্তম তুলার মসৃন সুতা দিয়া য়ামানে প্রস্তুত অত্যন্ত কোমল লাল ডোরাকাটা অথবা (খ) সবুজ ডোরাকাটা চাদর, (গ) সাদা রংয়ের সুতী থান কাপড়ের চাদর, (ঘ) যাফ্‌রানে রঙানো সুতী থান কাপড় পুরাতন হইয়া রং উঠা চাদর এবং (ঙ) নক্‌শাতোলা (কিতরী) চাদর।

ঐ—সেলাই করা পোষাক—(ক) কব্জি পর্যন্ত আস্তিনযুক্ত কামীস ও (খ) রূমী জুব্বাহ্‌।

উল্লিখিত পোষাকগুলি ছাড়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আর যে সব কাপড় পরিধান করেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায় তা'হা নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

নিম্নবাস—খসখসে মোটা লুঙ্গি (সাহীহ বুখারী: ৪৩৭ ও ৮৬৫; সাহীহ মুসলিম: ২—১৯৩—৪; আবু দাউদ: ২। ২০৪)।

উর্ধবাস—সেলাই বিহীন—(ক) কিসা' মুলাব্বাদ বা ঠাস-বুনট দোসূতী চাদর (ঐ)

(খ) **মিরৃত মুরাহ্‌হাল** বা উটের পিঠের খাটুলির নক্‌শা ছাপানো চাদর—(সাহীহ মুসলিম: ২—১৯৪)।

(গ) **খামীসাহ** বা লম্বা চওড়া সমান মোটা পশমী চাদর যাহাতে ফুল-পাতার নক্‌শা তোলা থাকে—ছাপানো নয়।—(সাহীহ বুখারী: ৫৪; ১০৪, ৮৬৫)।

(ঘ) **আম্‌বাজানীয়াহ** বা লম্বা-চওড়া সমান মোটা পশমী চাদর নক্‌শা ছাড়া।—ঐ

সিলাই করা উর্ধবাস—যাবতীয় উর্ধবাসের উপরে জুব্বাহ্‌ পরিধান করা ছাড়া আরও দুই প্রকার ছাঁটের লম্বা জামা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম পরিধান করেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐগুলি হইতেছে কাবা' ও ফার্‌রুজ (قباء ' فروج)। এই জামাগুলি অনেকট লম্বা কোটের মত হইত, উহার আস্তিনের ঘের ও কোমর সঙ্কীর্ণ হইত এবং পশ্চাদ্ভাগে কোমরের নীচে ফাড়া থাকিত। (সাহীহ বুখারী: ৮৬৩)।

ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম কয়েক জোড়া মোযা পরিধান করেন। এই অধ্যায়ে যে দুই জোড়া মোযার উল্লেখ রহিয়াছে তাহা ছাড়া খায়বার যুদ্ধে তিনি চারি জোড়া মোযা পাইয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন। মোযা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের একটি মু'জিযার কথা ইমাম তাব্‌রানী তাঁহার আল্‌ আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেন। ঘটনাটি এই, ইব্‌নু আব্বাস রাঃ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম প্রকৃতির প্রয়োজন শেষ করিয়া আসিয়া উযূ করেন। তারপর একটি মোযা পরিয়াছেন এমন সময় একটি সবুজ পাখী আসিয়া অপর মোযাটি লইয়া উড়িয়া যায়। তারপর সে ঐ মোযাটি মাটিতে নিক্ষেপ করিলে উহা হইতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ একটি সাপ বাহির হইয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, 'ইহা আমার প্রতি আল্লাহের মর্যাদা দানের একটি ব্যাপার; ইহা করিয়া আল্লাহ আমার সম্মান বৃদ্ধি করিলেন। তারপর তিনি এই দু'আ করেন,

হে আল্লাহ আমি তোমার আশ্রয় লইতেছি যাহা কিছু তাহার পেটের ভরে চলে তাহার অনিষ্ট হইতে, যাহা কিছু দুই পায়ের উপরে চলে তাহার অনিষ্ট হইতে এবং যাহা কিছু চারি পায়ের উপরে চলে তাহার অনিষ্ট হইতে।

আবু উমামাহ রাঃ-এর রিওয়ায়াতে আছে, নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম আরও বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহের প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তাহার উভয় মোযাকে না ঝাড়িয়া পরিধান না করে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي عَيْشِ† رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[নবম অধ্যায়]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের জীবন-যাপন সম্পর্কে হাদীস সমূহ

(৭২—১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ فَتَمَخَّطَ فِيْ اَحَدِهِمَا فَقَالَ بَخٍ بَخٍ يَتَمَخَّطُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فِي الْكَتَّانِ

(৭২—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ ইব্‌নু সা'ঈদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান হাম্মাদ ইব্‌নু যাইদ, তিনি রিওয়ায়াত করেন আইয়ুব হইতে, তিনি মুহাম্মাদ ইব্‌নু সীরীন হইতে, তিনি বলেন একদা আমরা আবূ হুরাইরার নিকটে ছিলাম। সেই সময় তাঁহার পরিধানে গিরিমাটি দ্বারা রঙানো কাত্তান সূতার প্রস্তুত দুই খণ্ড কাপড় অর্থাৎ লুঙ্গি ও চাদর ছিল। উহার একটি দিয়া তিনি তাঁহার নাকের শ্লেষ্মা মুছিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, "বাঃ, বাঃ, আবূ হুরাইরা কাত্তান কাপড়ে নাকের

† فِي عَيْشِ—জীবন যাপন সম্পর্কিত। এই সংকলনের মধ্যে এই একই নামে দুইটি অধ্যায় পাওয়া যায়। একটি হইতেছে এই নবম অধ্যায় এবং অপরটি হইতেছে দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে রহিয়াছে দুইটি হাদীস এবং ঐ অধ্যায়ে রহিয়াছে নয়টি হাদীস। সংকলনখানির যে নুসখা বা প্রতিলিপি আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে তাহার অবস্থা এই। কিন্তু অপর কোন কোন প্রতিলিপিতে এখানে এই অধ্যায়টি নাই। বরং দ্বিতীয় স্থলের অধ্যায়টিতেই এই উভয় অধ্যায়ের হাদীসগুলি একত্র বর্ণিত হইতে দেখা যায়—প্রথমে এই দুইটি হাদীস এবং তাহার পরে ঐ নয়টি হাদীস। কাজেই, এই নবম অধ্যায়টি সম্পর্কে দুইটি প্রশ্ন উঠে। প্রথম প্রশ্ন এই যে, একই নামে দুই স্থানে দুইটি অধ্যায় লিখিবার কারণ কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, 'পোষাক' অধ্যায় এবং 'মোযা' অধ্যায়ের মাঝে 'জীবনযাপন' অধ্যায় সন্নিবেশ করা কি খাপছাড়া হয় নাই? প্রথম প্রশ্নের জওয়াবে অর্থাৎ একই নামে দুইটি অধ্যায়ের সঙ্গতি সম্পর্কে কেহ কেহ এই কৈফিয়ত দেন যে, এই অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের জীবনযাত্রার ধারা তথা অভাবঅনটনের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, আর পরবর্তী অধ্যায়টিতে তাঁহার আহার্য দ্রব্যাদির কথা বলা হইয়াছে। যাহা হউক, একই নামে স্বতন্ত্র ভাবে দুইটি অধ্যায় সন্নিবেশের সঙ্গতি সম্পর্কে এই কৈফিয়তটি বিশেষ সন্তোষজনক না হইলেও মোটামুটি ভাবে কৈফিয়তটি চলে; কিন্তু এখানে এই অধ্যায়ের সন্নিবেশ সম্পর্কিত প্রশ্নটি থাকিয়া যায়। কারণ, এই কথা বলা মোটেই অসঙ্গত হয় না যে, পোষাক, মোযা, জুতা, পাগড়ী, বিছানা বালিশ অধ্যায়গুলির পরের এবং আহারের রীতি-পদ্ধতি অধ্যায়ের পূর্বের স্থানটিই এই অধ্যায়ের যথাযোগ্য স্থান বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক। যাহা হউক, আমাদের মনে হয়, ইমাম তিরমিযী হইতে গৃহীত হাদীসগুলি তাঁহার কোন শিষ্য সাজাইবার সময় কোন একটি ফলিও ওলটপালট করিয়া ফেলেন এবং সেই প্রতিলিপিটি আমাদের হস্তগত হয়।

(৭২—১) كَتَّان: কাত্তান। তুলার সহিত শন অথবা পশম মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে যে [illegible] প্রস্তুত

لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي يُرَى أَنَّ

بِي جُنُونًا وَمَا بِي جُنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا الْجُوعُ ٭

শ্লেষ্ম মুছে! অথচ এক সময়ে আমি নিজেকে দেখিয়াছি যে নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের মিম্বার ও 'আয়িশার উঠানের মাঝে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতাম। অনন্তর আগমনকারী আমার নিকট আগমন করিত এবং আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হইয়াছি ভাবিয়া আমার ঘাড়ে তাহার পা রাখিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা আমার মৃগী রোগ ছিল না। ঐ অজ্ঞান অবস্থার কারণ 'ক্ষুধা' ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

হয় তাহাকে কাত্তান সুতা এবং ঐ সূতা হইতে প্রস্তুত কাপড়কে কাত্তানের কাপড় বলা হয়। সাধারণ সূতী বস্ত্রের তুলনায় কাত্তানের প্রস্তুত বস্ত্র অধিকতর মূল্যবান। 'কামূস' অভিধান গ্রন্থে কাত্তান সম্বন্ধে বলা হয় যে, কাত্তানের প্রস্তুত বস্ত্র শীত-গ্রীষ্ম সকল ঋতুতে সমভাবে আরামদায়ক হয়। ঘামে উহা শরীরের সহিত লাগিয়া যায় না।

بَخٍ بَخٍ : বাখ্, বাখ্! উল্লাসসূচক অব্যয়। ইহা আরও কয়েক ভাবে উচ্চারিত হয়। যথা, বাখি বাখি, বিখিন্ বিখিন্ ও বুখ্খুন্ বুখ্খুন্।

لَأَخِرُّ......مَغْشِيًّا عَلَيَّ : মিম্বার ও আয়িশার উঠানের মাঝে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতাম।

এই অংশটি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের ঘরে খাদ্যের অপর্যাপ্ততার দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। কেননা তাঁহার ঘরে কোন খাদ্যদ্রব্য থাকিলে তিনি উহা আবু হুরায়রাকে নিশ্চয় খাওয়াইতেন এবং তাঁহার দুয়ারে তাঁহারই চোখের সামনে আবু হুরায়রাকে ক্ষুধার চোটে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইত না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের ঘরে কোন কোন দিন মোটেই কোন খাদ্য থাকিত না।

فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي : সে আমার ঘাড়ে তাহার পা রাখিত। অর্থাৎ ঘাড়ে পা রাখিয়া চাপ দিত। 'ঘাড়ে চাপ দেওয়া' মৃগীরোগের একটি টোট্কা চিকিৎসা। বস্তুতঃ কেহ মৃগীরোগে আক্রান্ত হইলে তাহার ঘাড়ে যদি চাপ দেওয়া হয় তাহা হইলে মৃগীর অজ্ঞানতা সাময়িকভাবে সারিয়া যায়। বর্তমান চিকিৎসা শাস্ত্রেও এই ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। হেরম্ব চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা গ্রন্থে মৃগী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, "আক্রমণকালে স্কন্ধ ধমনীর উপর চাপ দেওয়া সঙ্গত।"

অধ্যাপক মোহাম্মদ হাসান আলী এম, এ, এম, এম.

আল্লামা সৈয়দ নযীর হুসাইন দেহ্‌লভী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দৈনিক রুটিন (Routine)

রাত্রে মাত্র ৪ ঘণ্টা ঘুমাতেন। ঐ ঘুমের সময় ব্যতীত দিনরাত কোন সময়ই তিনি বিনা উযুতে থাকতেন না। রাত ২ টার সময় তিনি ঘুম থেকে উঠতেন। রাত ৩॥ টা পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামাযে মশগুল থাকতেন। তারপর মাসজিদে যেতেন। সেখানেও যিক্‌র তাস্‌বীহ তাহলীলে নিমগ্ন থাকতেন। কখনও করুণ সুরে কবিতা আবৃত্তি করতেন। তারপর ফজরের নামায শেষ ক'রে কুর্‌আন কারীমের দার্‌স দিতেন। তারপর, বেলা ১১টা পর্যন্ত হাদীস পড়াতেন। বেলা ১১টার সময় মাসজিদ থেকে বাড়ী ফিরতেন এবং বেলা ১ টার সময় আবার মাস'জিদে ফিরে আসতেন। বেলা ১টা থেকে মাগরিব পর্যন্ত ৩ অক্তের নামায এবং ছাত্রদেরকে দার্‌স দেওয়া ছাড়া তিনি আর কিছুই করতেন না। মাগরিব বাদ অনেকক্ষণ ধরে তাসবীহ তিলাওত করতেন। তারপর ঘরে এসে আহারাদি সম্পন্ন করতেন। আহারাদির পর আবার মাস'জিদে গিয়ে ইশার নামায শেষ করতেন। নামাযের পর বাড়ী ফিরে শয্যাগ্রহণ করতেন। স্বাভাবিকভাবে তিনি এই সময় তালিকা অনুসরণ করতেন। তবে মাঝে মাঝে কোন কোন দিন 'আসরের নামাযের পর বেড়াতে বেরুতেন।

তাঁর জীবনের বহুবিধ ঘটনার মধ্যে দুটো ঘটনা

মাওলানা মুহাম্মদ বাদরুল্‌ হাসান শাহসওয়ানী সাহেব বর্ণনা করেন, আমি একদিন মিঞা সাহেবকে দাওয়াত করলাম। তিনি তশরীফ আনলেন। কিন্তু আহারের পূর্বেই তিনি অত্যন্ত অসুস্থতাবোধ করতে লাগলেন। এমন কি বমি হ'তে লাগল। সুতরাং তিনি আর আহার গ্রহণ করতে পারলেন না। কিন্তু তিনি বিদায় গ্রহণ করার পর আমার বাবুর্চির পেটে ভয়ানক বেদনা শুরু হয়ে গেল। অবস্থা এতই গুরুতর আকার ধারণ করল যে, সে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ল। তার নাম ছিল আবদুল গণী। সে রামপুরের অধিবাসী ছিল এবং মনে মনে মিঞা সাহেবের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ পোষণ করত। যখন তার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ল তখন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সে আমাকে অনুরোধ জানালো, আপনি মিঞা সাহেবকে বলুন তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন। এটা বেদনা নয়, এটা গযব। তারপর সে আমাকে তাহার ঐ বিদ্বেষের কথা জানাল। সে আরো বল্‌ল, "তাঁকে হারাম খাওয়াবার উদ্দেশ্যে সে বক্‌রীর গোশ্‌তের স্থলে শূকরের গোশ্‌ত পাক করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হারাম গোশ্‌ত উদরস্ত করা থেকে রক্ষা করেছেন। আর বাবুর্চির ঐ কুকর্মের জন্য এখন তার ওপর গযব নাযেল হয়েছে।"

অবশেষে আমি তাকে মিঞা সাহেবের নিকট নিয়ে গেলাম। সমস্ত অবস্থা বিবৃত করলাম। তিনি আল্লার শুক্‌রীয়া আদায় করলেন। আমি তাঁকে ক্ষমা করতে অনুরোধ করলাম। তিনি

দু'আ করলেন, "হে দু'আ কবুল করনে ওয়ালা, তোমার রাসূলের সঙ্গে কি লোকে এরূপ ব্যবহার করে নাই ? তাঁকে ধোকা দিয়েছে, তাঁর সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেছে। সুতরাং আমার ন্যায় অধমের সঙ্গে যদি সে দুর্ব্যবহার করেই থাকে তুমি তাকে ক্ষমা কর এবং হিদায়ত কর। তৎক্ষণাৎ বাবুর্চির পেটের ব্যথা নিরাময় হয়ে গেল। সে তখন তওবা করল এবং মিঞা সাহেবের হাতে বাই'আত করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। তারপর তার নাম রাখা হ'ল আবদুল্লাহ্। এরপর সে হিজরত ক'রে মাক্কা মু'আয্যামাহ্ চলে যায় এবং সেখানেই বাকী জীবন অতিবাহিত করে।

(২)

হাফিয মাওলানা ডেপুটী নাযীর আহমাদ সাহেব এল, এল, ডি, বলেন, মিঞা সাহেব হজ্ব থেকে ফিরে এসে যখন দিল্লী স্টেশনে পৌঁছেন তখন তাঁর অভ্যর্থনার জন্য এমন ভীড় হয় যে, দিল্লী স্টেশনে ইতিপূর্বে আর কোন দিন এরূপ ভীড় হ'তে দেখা যায় নি। তাঁর সঙ্গে মুসাফাহাহ ও তাঁর হস্ত চুম্বনের আকাঙ্খায় অসংখ্য ভক্তের দল প্রাণ পণে ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে। মিঞা সাহেবের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী একজন লোকও ঐভাবে এগিয়ে আসে এবং হস্ত মুবারাক চুম্বন করার অজুহাতে তাঁর আঙ্গুলে কামড় মারে। আঙ্গুলটি কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর ঐ হাত চাদরের ভিতরে এমনভাবে লুকিয়ে ফেললেন যে, ব্যাপারটি কেউ বুঝতে পারল না। যখন মাসজিদে পৌঁছলেন এবং পানি দিয়ে আঙ্গুলটা ধুয়ে ফেললেন তখন সকলেই তাঁর হাত টাকার রহস্য জানতে পারল। দুষ্কৃতের নাম প্রকাশ করার জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করা হল। কিন্তু তিনি চিনতে পেরেও তা গোপন করে গেলেন।

পার্থিব সম্পদে ঔদাসীন্য

প্রায় ৮০ বৎসরকাল তিনি দিল্লীতে অবস্থান করেন। কিন্তু নিজের জন্য বা সন্তানাদির জন্য একটি বাড়ীও প্রস্তুত করেন নাই। ভাড়াটীয়া বাড়ীতেই জীবন অতিবাহিত করেন আর তাহাও নিতান্তই সাধারণ ধরণের হত। ভূপালের বেগম নওয়াব সিকান্দার মারহুমাহ একদা মুন্সী জামালুদ্দীন মারহুমের সঙ্গে দিল্লী আগমন করেন এবং মিঞা সাহেবকে তাঁর রাজ্যের প্রধান কাযীর পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। মিঞা সাহেব সারাসরি উহা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, আমি তো সেখানে কাযিল্-কুযাতের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে আমীরানা ঠাসে বসে থাকব কিন্তু এই সকল গরীব ছাত্রের দল যারা চাটাইয়ে বসে পড়াশুনা করে থাকে তারা আমাকে কোথায় খুঁজে পাবে ?

দৈনিক কার্যকলাপের সময় তালিকা

'দৈনিক রুটিন' শীর্ষক পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ফজরের নমাযের পর কিছুক্ষণ তিনি মাসজিদে বসে কুরআনের দারস দিতেন। তাঁর পার্শ্ববর্তী মহল্লাগুলির লোক এবং বহু বিদেশী মহল্লার তালিবুল ইলম উক্ত দারসে যোগদান করতঃ তারপর বেলা ১১টা পর্যন্ত তিনি সহীহ আল-বুখারীর দারস দিতেন এবং অন্যূন ৬০ | ৭০ জন ছাত্র ঐ দারসে শরীক হত। এরপর তিনি গৃহে ফিরে গিয়ে ঘণ্টা দেড় ঘণ্টার মধ্যেই আহারাদি শেষ করে মাসজিদে ফিরে আসতেন। তারপর যুহরের নামাযের জন্য প্রস্তুত হতেন। নামাযে নিয়মিত ভাবে তাঁর পুত্র মওলানা শরীফ হুসাইন সাহেব

ইমামত করতেন। হঠাৎ কোন দিন তাঁর আসতে বিলম্ব হ'লে মিঞা সাহেব স্বয়ং নামায পড়াতেন। যুহরের পর হিদায়াহ কিতাবের দারস দিতেন। এরপর কোন কোন দিন কয়েক মিনিটের জন্য বাড়ী যেতেন। আবার 'আসরের পর পড়াতে বসতেন। এই সময়ে মাগরিব পর্যন্ত তিনি সহীহ মুসলিমের দারস দিতেন। মাগরিবের পর প্রায়ই তিনি ঘরে বসে ফাতওয়ার জওয়াব লিখতেন। দৈনিক তাঁকে প্রায় ৫ থেকে ২০ খানা ফাতওয়ার জওয়াব লিখতে হত। কোন কোন দিন আবার মাগরিব থেকে 'ইশা পর্যন্ত হাদীসের দারস দিতেই থাকতেন। রাত্রি এক তৃতীয়াংশের পর তিনি আবার মাসজিদে যেতেন এবং 'ইশার নামায শেষ করে ঘরে ফিরতেন। চার ঘণ্টাকাল বিশ্রাম গ্রহণের পর শেষ রাত্রিতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। ঐ নামাযেই রাত্রি ভোর করে দিতেন। আবার কোন কোন রাত্রিতে ঐ সময়ে বসে কঠিন কঠিন ফতওয়া সমূহের জওয়াব লিখতেন। অসুস্থ হ'লে তিনি পাল্‌কী চ'ড়ে মাসজিদে যেতেন।

শেষ বয়সে তাঁর প্রায়ই হাপানীর আক্রমণ হ'ত। কিন্তু ছাত্রদেরে পড়ানোই তাঁর সকল অসুখের চিকিৎসা ছিল। তিনি তাঁর আসন গ্রহণ করেই ছাত্রদেরে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে ইশারা করতেন এবং অতি কষ্টে বসে থাকলেও সবক পড়াতে আরম্ভ করলে কিছুক্ষণ হাদীস শুনবার পর চাঙ্গা হয়ে উঠতেন। তখন এমন ওজস্বিনী ও জোরালো ভাষায় তকরীর আরম্ভ করতেন যে, শেষের দিকে কেউ যোগদান করলে বুঝতেও পারতেন না যে কিছুক্ষণ পূর্বেই মিঞা সাহেবের অবস্থা কিরূপ সঙ্কটাপন্ন ছিল।

জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা,

হাদীস, তাফসীর ও ফিকহের দারস প্রদান ও ফতওয়ার জওয়াবাদি লেখার ভিতর দিয়েই তাঁর দিন রাত কেটে যেত। সুতরাং হাদীয়া গ্রহণ ছাড়া তাঁর জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই হাদীয়ার সাহায্যেই তাঁর মাদ্‌রাসার ছাত্রদেরও ব্যবস্থা হত।

তাঁর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু

যুহুর খান নামক এক বুযর্গ মীরাঠ অথবা মীরাঠের পার্শ্ববর্তী কোন স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি হিজরত করে মাক্কা মুআয্‌যামায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। হজ্জের আহকাম ও আরকান আদায় করতে গিয়ে মিঞা সাহেব যখন মাক্কা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থলে চলতেছিলেন সেই সময় মিঞা সাহেবকে দেখা মাত্র যুহুর খান ছুটে আসেন এবং মিঞা সাহেবের আরবে অবস্থান কালে এক দিনের জন্যও যুহুর খাঁ তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। তাঁর শত্রুরা তাঁর প্রাণ সংহার করার জন্য যেহেতু সর্বদা প্রস্তুত থাকত, যুহুর খান মাক্কা ও মদীনা উভয় স্থানেই প্রত্যেক নামাযে তাঁর দক্ষিণে, হাজী সুলায়মান তাঁর বামে এবং মওলানা তালাত্তুফ হুসাইন ঠিক তাঁর পেছনে দাঁড়াতেন। রাস্তায় চলাফেরার সময়ও তাঁরা এই ভাবে চলতেন। এখানেই শেষ নয়। যুহুর খান মাক্কা মু'আয্‌যামায় তাঁর পরিবারবর্গ ফেলে রেখে মিঞা সাহেবের সঙ্গে দিল্লী পর্যন্ত আসেন। কিছু দিন দিল্লীতে অবস্থানের পর আবার আরবে ফিরে যান। মিঞা সাহেবের জীবদ্দশাতেই তিনি মাক্কা মু'আয্‌যামাতে ইন্তিকাল করেন।

ইন্তিকাল

জীবনের শেষ ১০ বছর তিনি হাঁটুর ব্যাথায় ভুগছিলেন। ঐ সময় তিনি লাঠি ব্যবহার করতেন। মৃত্যুর ৯ | ১০ মাস পূর্ব থেকে তাঁর অসুখের প্রকোপ বাড়তে থাকে এবং তিনি শয্যাগত হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে তাঁর জামাতা মীর শাজাহান আলী সাহেবের বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তাঁর এক মাত্র পুত্র মওলানা শরীফ হুসাইন তাঁর জীবিত কালেই মারা যান। কন্যাও তাঁর একজন মাত্র ছিল। মীর শাজাহান আলী সাহেবের সঙ্গে ঐ মেয়ের বিবাহ দিয়েছিলেন। পৌত্র-পৌত্রী এবং নাতী ও নাতনীদেরকে কোন দিন সঙ্গী ছাড়া করেন নাই। নাতীর নাম ছিল বদরুল ইসলাম। সে মারা গেলে মিঞা সাহেব মর্মান্তিক বেদনা অনুভব করেন। কেননা, সে নানাকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকত না। কন্যা ও নাতী-নাতনীদের প্রতি তাঁর মৃত্যুকালীন উপদেশ ছিল, "আমার মৃত্যুর পর তোমরা সবর করবে, কান্নাকাটি করিও না এবং আমার জন্য হামেশা এই দো'আ করবে।

اللهم اغفرلـه وارحمـه

মাওলানা তালাত্তুক হুসাইন বলেন, একদিন শাইখকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "আপনাকে কোথায় দাফন করা হবে? জনাব শাহ আবদুল আযীয সাহেবের পার্শ্বে আপনার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।" উত্তরে তিনি এই টুকু বললেন, "মৃত্যুর পর তুমি স্বহস্তে আমাকে সুন্নাত মুতাবিক গোসল দিবে। তারপর কাফন পরিয়ে সলাতুল জানাযার জন্য তৈয়ার করে দিবে।" ১০ই রজব সোমবার ১৩২০ হিজরী, মুতাবিক ১৩ই অক্টোবর ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে মাগরিবের সময়ে তিনি আখিরাতের পথে যাত্রা করেন। মওলানা তালাত্তুক হুসাইন বলেন, সে দিন আমি মাগরিবের আযান শুনে মাসজিদে যাই। ফিরে এসে আর তাঁকে জীবিত দেখতে পাই নাই।

انا لله وانا اليـه راجعون

শীদিপুরা গোরস্তানে পরদিন মঙ্গলবার সকাল ৯ টার সময় তাঁর পুত্র মওলানা শরীফ হুসাইনের কবরের পার্শ্বে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর মৃত্যু সংবাদ বিদ্যুৎ বেগে শহর ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র শহর শোকে অভিভূত হ'য়ে পড়ে। পর দিন সকাল ৮ টার সময় শীদিপুরা ঈদগাহে তাঁর সালাতুল জানাযা পড়া হয়। তাঁর পৌত্র মওলানা সাইয়্যিদ আবদুস সালাম ইমামত করেন। ১২ | ১৩ হাযার লোক জানাযায় শরীক হয়।

আমল বিল হাদীস তথা আহলুল হাদীস আন্দোলন।

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী তকলীদের বিরুদ্ধে তাঁর শাণিত লেখনী ধারণ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ইকদুল জীদ ও ইনসাফ প্রভৃতি মূল্যবান কিতাবাদি রচনা করে তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু সে যুগে ছাপা খানার ব্যবস্থা না থাকায় তাঁর এই প্রকার কার্য সুদূর প্রসারী হয় নাই। পক্ষান্তরে তাঁর প্রাণ সংহার কল্পে তকলীদ পন্থীর দল গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ফলে, তিনি আর অধিক দূর অগ্রসর হতে পারেন নাই। অবশ্য পরবর্তী কালে তাঁরই বংশের উজ্জ্বল রত্ন মওলানা শাহ ইসমাঈল হিন্দুস্তানের আকাশে প্রদীপ্ত ভাস্কররূপে উদিত হন। তিনি উচ্চঃস্বরে 'আমীন' বলেন এবং প্রকাশ্য ভাবে রুকূ' যাবার পূর্বে ও

রুকূ থেকে দাড়িয়ে দুই হাত উপরে ওঠান। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর রচনায় ও কাজে আমল বিল হাদীসের সত্যিকার রূপায়ন করেন। কিন্তু তিনি শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ায় এবং দিল্লী ছেড়ে সীমান্তে চলে যাওয়ায় তাঁর ঐ আরব্ধ কাজ এখানেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এর ফলে, তকলীদের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। আলিমদের আমল তাকলীদের অনুসরণেই চলতে থাকে। ফাতওয়া ইত্যাদি ব্যাপার হাদীসকে অবলম্বন না করে ফিকহ গ্রন্থই অবলম্বন করা হ'তে থাকে। দীনের এই দুর্দিনে ইলম ও আমলের প্রত্যক্ষ প্রতীক এবং হাদীসে নববীর প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা দাতা মিঞা সাহেবের ন্যায় মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর অধ্যাপনা আমল বিল হাদীসের চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ থাকায় সমগ্র পাক-ভারতে উহা এক বিপ্লব আনয়ণ করে এবং তিনি তাকলীদ বিরোধী যে অভিযান পরিচালনা করেন তা সম্পূর্ণ সাফল্য মণ্ডিত হয়। সংক্ষেপে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী যে প্রচেষ্টায় (শত্রুদের ষড়যন্ত্রের ফলে) ক্ষান্ত হয়ে পড়েন, শাহ আবদুল আযীয মহান পিতার প্রতিকূল অবস্থা লক্ষ্য করে বেঁচে থাকার নীতি অবলম্বন করেন, শাহ ইসহাক মক্কা মুয়াজ্জমায় হিজরত করেন, শাহ ইসমাঈল জিহাদে যোগদান মানসে দিল্লী ত্যাগ করেন এবং অকালে বালাকোটের প্রান্তরে শাহাদত বরণ করেন। মিঞা সাহেব তাঁদেরই অসম্পূর্ণ কার্যকে সুসম্পন্ন করেন। দিল্লীর আখবারে দারুল উলুমের ভাষায় ৮ লক্ষ লোককে তিনি আমল বিল হাদীসের দীক্ষায় দীক্ষিত করেছিলেন।

ছাত্র সংখ্যা

মিঞা সাহেবের খিদমতে বসে যাঁরা হাদীস তাফসীরের জ্ঞান অর্জন করেছেন তাঁদের সংখ্যা কত ছিল তা এতকাল পরেও নিরূপণ করা সম্ভব হয় নাই। যাইহোক, তাঁর শাগেরদানের দল শুধু হিন্দুস্তানেই নয় সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে বিস্তৃত ছিল। এখানে কেবলমাত্র বাংলা দেশের (পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলা) কতিপয় শাগেরদের নাম লিপিবদ্ধ করে এ প্রসঙ্গের উপসংহার করছি :

বর্ধমান জেলা

মাওলানা মুহাম্মদ ইব্‌ন মাওলানা জিল্লুর রহীম, মাওলানা ইসহাক, মাওলানা ইহসান কারীম, মাওলানা আবদুর রাহীম, মাওলানা ফাযলে কারীম, মাওলানা নিয়ামতুল্লা।

কলিকাতা

মাওলানা আয়নুদ্দীন (মেটিয়াবরুজ)

মুর্শিদাবাদ

মাওলানা সলীমুদ্দীন, মাওলানা আবদুল আযীয, মাওলানা নাজমুদ্দীন, মাওলানা য়া'কুব আলী, মাওলানা আবু মুহাম্মদ হিফাযতুল্লা, মাওলানা ইবরাহীম দেবকুণ্ডী।

নদীয়া

মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ইব্‌নে মাওলানা খাজা আহমাদ, মাওলানা তুরাবালী ওরফে খাকী শাহ।

রাজশাহী

মাওলানা শারী'আতুল্লাহ, মাওলানা 'ইনায়াত আলী, মাওলানা কখর, মাওলানা মুহাম্মদ ইব্‌ন

(৩২৩-এর পাতায় দেখুন)

Contents

আমপারার প্রাচীনতম বাংলা তরজমা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তানারে জওাব আর এই তারা দিলো। তোমারি ফেরেব তাবোত এ সব জানা গেলো *
সেইতো তোমার উট মারা এখন গেলো। দেলেতে তোমার গোস্বা বড়োই হইলো *
গোস্বা হৈয়া আমাদের উপরে এমন। কহিতেছো এই সকল জানিলাম এখন *
কোথায় আজাব তুমি মোদের দেখাও। জাহা পারো তাহা তুমি এবে করে লও *
তার ফিরে দিন মুখ জরোদ হইয়া গেল। সবাকার সকলের জেই জেথা ছিল *
এই হাল দেখো তারা পরামস কোর। কতেক লোকে ভেজে তানার মারিবার তরে *
ছালে নবি মছজেদে ছিলেন বসিয়া। গাএব হৈতে এক আওয়াজ লিলেন শুনিয়া *
তুমি এবে আপনার ঘরে চোলে জাও। জাইয়া দুয়ার ঘরে বন্দ কোরে দেও *
ছালে নবি এই শুনে ঘরে আপনার। জাইয়া করেন বন্দ ঘরের দুয়ার *
আসিয়া দেখিলো তারা মসজেদ ভিতর। সেথা না পাইল ছালে নবির খবর *
কহে তারা তবে ছালে এবে ঘরে গেছে। মোরাবি দুয়ার ভেঙ্গে জাবো তার কাছে *
ভাঙ্গিতে দুয়ার জবে তারা সবে জায়। জিবরিল এক পর আপন লাড়ে সে সময় *
উড়িয়া তাহাতে গেলো দুয়েতে পড়িয়া। মাথা সে সবের গেলো সংচুর হইয়া *
মারিতে আসিয়াছিল তাহারা হজরতে। তাহারাতো আপনি মরিয়া গেলো তাতে *
হইল যে রাত্রে এই সকল মাজেরা। সকাল বেলা মুখ লাল হৈল তাদের ছারা *
মুখ লাল দেখে তারা কহে তারা এতখন। ভেজিয়াছি ছালে নিকট রাত্রে একজোন *
তাহাদের খবর কিছু নাহিক মিলিল। ছালে বুঝি তাহাদের মারিয়া ফেলিলো *
তার পর এই খবর আইলো তাদের। মরিয়া পড়িয়া আছে কানাচে ছালের *
শুনে এই খবর তারা গোস্বা হইয়া। ছালে নবির কাছে সবে আইল চলিয়া *
এসে কহে তোমার এক উট গেলো মারা। তাহে তুমি এতো লোগ খুন কর মেরা *
তাহাদের বদলে এবে মারিবো তোমায়। বড়ো দুঃখ দিতেছো আমাদের সবায় *
ছালে কহেন আমি এহার না রাখি খবর। আমিতো ছিলাম রাতে বাড়ির ভিতর *
তোমার লোক এলো কবে কে মারিল তারে। কিছুবি খবর এহার না মিলিলো মোরে *
তাহারা কহিলো তোমার নাহি শুনি বাত। তোমাকে তাদের বদল মারিব নেহাত *
এই শুনে মোছলমান জেই জেথা ছিলো। সকলেতে জমা হইয়া আসিয়া পড়িল *
জেহাদ লড়াই তারা করিবার কারোন। অনেক মৌজুদ হৈয়া আইল তখন *
এই দেখ্যে কাফেরারা পরামস কোরে। নবিজিকে তারা আবার কহে এই ফিরে *
এবে তুমি আপন লোক জোনকে লইয়া। সহর থেকে জাও চোলে বাহির হইয়া *
আল্লারো হুকুম আইল ছালে নবির পরে। নাহি রহো এবে তুমি সহর ভিতরে *
জেই তোড়িক রবে নবি না আইসে আজাব। তুমি বাহির হয়ে গেলে আসিবে সেতাব *
ছালে নবি তখনি সে লোক জোন লিয়া। বাহির চলিয়া গেলো সহর ছাড়িয়া *

তেছরা দিনেতে সবার মুখ হৈল কালো। তাবতি কাফের জতো তাহারা আছিল *
তাহারা তখন কহে আমরা সকল। পাহাড়ে সান্দাই গিয়া আমরা বেলকোল *
সাহরেতে জদ্দপি আফোত এতে পড়ে। ছালামত থাকিব মোরা গিয়াত পাহাড়ে *
এই পরামোষ কোরে তাহারা সকল। খুঁদিয়া ফেলিয়া তারা পাহার বেলকোল *
এক দোয়ার দিলো রেখে কেবল জে ওহার। সান্দাইলো ফের গিয়া ভিতরে তাহার *
তাহার দরওাজা ফের বন্দ কোরে দিলো। পাহাড়েতে গিয়া খাতের জমা হৈয়া গেলো *
চৌথা দিনে জিব্রিল আসিয়া পড়িল। আর আজাব আপনার সাথে লিয়া এলো *
সেই দুয়ারের উপর আপনি বসিলো। আর তিনি কসিয়া এক আওাজ মারিল *
জখন সে আওাজ তাদের কানেতে আইল। মুখ হৈতে কলেজা সবের বাহির হইল *
জতো ছিলো সকলি আণ্ডা হৈয়া গেলো। কলেজা ছিটকিয়া সবের বাহির পড়িলো *
এক হাঁকে জান সবের তামাম হইল। কেহুবি তাদের বিচে নাহিক বাঁচিলো *
দুনিয়াতে কভু জেন নাহি এসে ছিল। নাম ও নেশান তাহাদের মিটে গেলো *

سورة البلد مكيـة وهى عشرون ايـة

* ছুরা বলদ, মকায় উত্তরিল, ২০ আএতের *

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ - وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ -

কছম কোরে কহি এই মক্কা সহরের। মানা নাহি তোরে জেহাদ এইতো দেসের *

॥ ফাএদা ॥

কোন নবির পরে নাহি জেহাদের হুকুম। মক্কা দেসের আদোব এই রাখিবে মালুম *
মহাম্মদের পরে কিন্তু হালাল হৈয়া গেলো। করিয়া জেহাদ মক্কা ফতে করে দিল *

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ -

কছম কোরে কহি আমি সকলের বাপের। সেই জে আদমের তার আর সন্তানের *

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ -

বানাইলাম এনছান মেহনতের সাতে। কাটাবে উম্মর আপন দুক্ষু মেহনতে *

ছেলে বেলা সিখে থাকে দুঃখ মেহনত। লেখা পড় কিম্বা কোন হুনুর হেকমত *
জওান হৈয়া রোজগারে করেন খিয়ান। জইফ কালে এবাদতে রহিতো নিদান *

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ -

মোনে আপোন এনছান করে এ খেয়ান। তাহার পরে বস কারো না চলে নিদান *

يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا -

কহে মাল বহুত আমি খরচ করিলাম। অনেক টাকা কড়ি আমি উড়াইয়া দিলাম *

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَاهُ اَحَدٌ -

মোনে বোজে জাহা সেই খরচ করিলো। কেহুবি তাহারে দেখা নহিক পাইলো *

॥ ফাএদা ॥

জাহা কিছু জেই করে আল্লা দেখা পায়। আল্লার হুজুরে কাম কিছু ছাপা নয় *
সাদি গমি বিচে আপন নামের কারন। আর কতো সতো কাম বেহুদায় আপন *
টাকা আর কড়ি তাবত উড়াইয়া থাকে। আর ছওাব পাইবার ভরোসাভি রাখে *

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ - وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ -

বানাইয়া দিলাম আমি দুই চক্ষু তার। গড়িয়া দিলাম তার জিব ঠোট আর *

॥ ফাএদা ॥

আল্লাতালা সবাকারে চক্ষু দান করে। সেই আপনার খোদে দেখিতে কি পারে *
জাহা কিছু জেখানেতে আছে জাহের। বেলকোল পায় দেখা তাবতি সে সারা *

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ -

আর আমি সমজাইয়া দিলাম দুই রাহা। ভাল বুরা সকলি জতেক ছিলো জাহা *
আর দুই রাহার মানে দুই জে পেস্তান। পয়দা হবার মাত্র ঢুঁড়ে লেয়ত নিদান *

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ - وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْعَقَبَةُ -

না ধরিতে পারিলে ত এক জে ঘাটিরে। কি বুজিলি সেই ঘাটি আপনো অন্তরে *

Contents

فَكُّ رَقَبَةٍ - أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ - يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ -

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ -

খালাছ কোরে দেও সেই কাহার গরদান। কিম্বা ভুকের দিনে খানা খেলান নিদান *
এগানার বিচে তাহার জদি কেহু হয়। আর ছোট বেলা ওহার বাপ মোরে জায় *
কিম্বা কোন মোহতাজে খানা সে খেলায়। ভুকের মারে গড়াগড়ি জমিনে জে জায় *

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ - أُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ٭

ফের আছে জারা ইমানওালার মাজার। আর তাকিদ কোরে থাকে ছবোর করিবার *
আর নছিহত করে রহম করিবার। তাহারাই আছে ডাহিন ওয়ালার মাজার *

॥ ফাএদা ॥

ডাহিন হাতে আমল নামা পাইবে জখন। খুসি হৈয়া বেহেস্তেতে জাইবে তখন *

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ -

আর এঙ্কার করে যারা আএত আমার। তাহারাই আছে বাম ওয়ালার মাজার *

॥ ফাএদা ॥

জাহারা বাম হাতে পাইবে লিখন। কেন্দে কেটে দোজখে সে পড়িবে তখন *
বাম হাতে আমলনামা জখন মিলিবে। তাহার কপালে দুক্ষু আদত জানিবে *
চিরোকাল ওই দুঃখ ভুগিতে হইবে। একদিন ফোরছোত নাহিক মিলিবে *

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ

জতো আছে তাহারা সেই সবাকারে। আগুনের বিচে তাহে বন্দ দেবে কোরে *

॥ ফাএদা ॥

দোজখের বিচেতে জে তাদের ভরিয়া। দরওাজা দোজোখের দিবেক আঁটিয়া *

Contents

سورة الفجر مكية وهي ثلثون اية

* ছুরা ফজর, মক্কায় উত্তরিল, ৩০ আএতের *

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْفَجْرِ ۙ وَلَيَالٍ عَشْرٍ -

কছম করিয়া এবে কহি ফজোরের। আর দস রাতের আমি কছম করি ফের *

॥ ফাএদা ॥

দস রাত অর্থাত রমজানের আখের। কিম্বা বকরাইদের দস রাত আগের *
কিম্বা ওই মোহরমের চাঁদের দস দিন। করিয়া কছম কহে রব্বেল আলমিন *

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ -

বানাইলাম জোড়া জারে কছম করি তার। আর সে একের কিরে জোড়া নাহি জার *

॥ ফাএদা ॥

মানুষ আর জানওয়ার জোড়া ২ হৈলো। চন্দ্র শুরুজের জোড়া নাহি বানাইলো *

وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ

আর কিরে আমারে মেয়ারাজের রাতের। মহম্মদ আরেরাস জরব করিলেন ছএর *

هَلْ فِیْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِیْ حِجْرٍ -

ওই সকলের কিরে সেই করিতে তা পারে। পুরা ২ বুদ্ধিতো আছে জাহার তরে *

॥ ফাএদা ॥

আল্লাতালা আকেলেতো আছে ভরা পুরা। সেইতো করিতে পারে ওই সবের কিরা *

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ -

দেখিলি নাহিক তুই কি করিল রবে। সেই জে য়াদের গোরো ছিলো তাহা সবে *

اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۙ الَّتِیْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ -

এরেম এক গোরো ছিলো তাদের বিচে জারা। ঘর বাড়ি উচু তাদের ছিলো কেমন ধারা *

না ছিলো তাহার মতো কোন দেসে আর। ঘর আর বাড়ি ছিলো কেমন বাহার *

॥ ফাএদা ॥

আদ নামে এক গোরো দুনিয়াতে ছিল। কাটিয়া পাহাড় সবে মহল বানাইলো *
রকোম ২ বেল বুটা নকসা বানাইতো। তরে ২ কাম সকল তাহাতে করিতো *
বহুত সান সৌকত জিনোত তামাম। সেরেক করিতো কিন্তু তারা জে মোদাম *
তাবোত নাফরমানির ছিল তাহাদের কাম। জোর জুলুম ছেরকসি করিত মোদাম *
তবে হুদ নবিকে আল্লা ভেজে দিলো সেথা। হুদ নবি বুজাইল বহুত গিয়া হোতা *
কিন্তু হুদ নবির বাত নাহিক শুনিলো। বরং ছেরকসি আর তাহাতে বাড়িলো *
আল্লাতালা জোরের হাওা তা পরে পাঠায়। ছয় দিন হাওা তাদের তুলে আছাড় দেয় *
সাতদিনের দিনে আল্লা জান কবোজ করে। বহুতি কেলেষ দিয়া তাহাদেরে মারে *

وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ -

আর না দেখিলি কি করিলো তোর রবে। সেই জে ছমুদ গোরো ছিল তাহে সবে *
ওয়াদ নামে দেস জেই তাহাদের ছিলো। কাটিয়া পাহাড় ঘর তারা বানাইলো *

॥ ফাএদা ॥

আল্লাতালার বে হুকুমি জখন করিল। গজব আল্লার তবে তাদেরে ধরিলো *
আসিয়া জিবরিল জদি এক হাঁক দিলো। কলেজা ফাটিয়া তারা তাহে মোরে গেলো *
আওদা হৈয়া দুই হাত জমিনেতে রেখে। জেই মতো লোকে বস্থে নেকার কোরে থাকে *
কলেজা মুখ হৈতে বাহের করে দিলো। এইরুপে তাহারাতো সবে মরে গেলো *

وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ -

আর তুই না দেখিলি কি করিল রবে। ফেরাউন বাদসা না করমানি করে জবে *

[আমাদের প্রাপ্ত পুঁথির পাতা এইখানেই সমাপ্ত]

সৈয়েদ নযীর হুসাইন

(৩১৬-এর পাতার পর)

মাওলানা কিরামাতুল্লা', মাওলানা রাহীম বখ্‌শ, মাওলানা আসগার আলী, মাওলানা মওলাই।

পাবনা জেলা

মাওলানা আহমাদ হুসাইন (ধানঘরা), মাওলানা আবদুর রাহমান ওরফে দাবীরুদ্দীন (দশসিকা)।

দিনাজপুর জেলা

মাওলানা আবদুল হাদী, মাওলানা আবদুল বাসিত, মাওলানা আবদুল হামাদ, মাওলানা আমানাতুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন, মাওলানা ঈসা, মাওলানা আবদুল মালিক, মাওলানা আবু সা'ঈদ।

রংপুর জেলা

মাওলানা আবদুল হালীম, মাওলানা যাহীরুদ্দীন, মাওলানা আতাউল্লাহ।

সিলেট জেলা

মাওলানা মুহাম্মদ তাহির, মাওলানা হাসান আলী, মাওলানা আবদুল বারী, মাওলানা মুহাম্মাদ য়া'কুব।

ময়মনসিং জেলা

মাওলানা সাইয়িদ খাজা আহমদ।

ঢাকা জেলা

মাওলানা নাসীরুদ্দীন, মাওলানা আবদুল্লাহ, মাওলানা আবদুল গফুর, মাওলানা ইব্‌রাহীম, মাওলানা হায়দার আলী।

চট্টগ্রাম জেলা

মাওলানা বাখ্‌শী আলী, মাওলানা হায়দার আলী ইসলামাবাদী, মাওলানা আসাদ আলী, মাওলানা হাসানুয্‌যামান, মাওলানা আবদুল ফাত্তাহ, মাওলানা বখশিশ আলী, মাওলানা মুনীরুদ্দীন ইব্‌নে মাওলানা হাসান আলী ইসলামাবাদী।

প্রমাণ পুঞ্জী

১। মাওলানা ফযলে হুসাইন বিহারী লিখিত আল হায়াত বা'দাল মামাত।

২। সার সাইয়িদ আহমাদ খাঁর রচনাবলী।

৩। মাওলানা জা'ফর থানেশ্বরী রচিত তাওয়ারীখে 'আজীব।

৪। মিঞা সাহেবের কতিপয় শাগেরদের নিকট থেকে শ্রুত ঘটনাবলী।

॥ অধ্যাপক মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান ॥

'জাল নাবী'

সম্প্রতি সাপ্তাহিক 'আরাফাতে' জাল নবী মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী এবং তাঁকে যিনি পর্যুদস্ত করেছিলেন সেই মহামনীষী মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী সম্পর্কে সুচিন্তিত ও তথ্যবহুল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন বন্ধুপ্রবর মাওলানা আবদুস সামাদ সাহেব এম, এম। এছাড়া আরও পত্র-পত্রিকায় এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'য়েছে।

বস্তুতঃ এই জাল নবীর উদ্ভব আজকের কোন নতুন ব্যাপার নয়। বরং এই ভণ্ড নবীদের মিথ্যা দাবীর জের চলে আসছে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সোনালী যুগ থেকেই। নাবী মুসতাফার জীবদ্দশায় এই জাল নবীরা নুবুওতের দাবী দাওয়া করার সঙ্গে সঙ্গে মেকী সূরা রচনার চেষ্টাও দেখিয়েছে। কিন্তু সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে আঁ-হযরতের শ্রেষ্ঠতম স্থায়ী মু'জিযা পবিত্র কুরআনের চিরন্তন চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে তারা যে সব সূরা অথবা বাক্য রচনা করার ধৃষ্টতা দেখায় তা সুধী জনেরা হাস্যাস্পদ বলে সেকালেই উড়িয়ে দিয়েছেন। কারণ যেদিক দিয়েই ধরা যাক না কেন, উভয়ের মাঝে ছিল আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

নিম্নে জাল নবীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হ'ল :

১। আল্-আস্ওয়াদুল্ 'আন্সী

সে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবিত থাকাকালে আরবের য়ামান প্রদেশের প্রধান নগর 'সান্'আ' শহরের অধিবাসী ছিল। তার নাম ছিল আব্হালাহ্ আহ্সান'আনীং মতান্তরে 'আব্হালাহ ; ('আয়হালাহ নয়)। তার নাম 'আব্লাহও বলা হয়। সে যুল্খিমার বা 'অবগুণ্ঠনওয়ালা' নামেও পরিচিত হ'ত। তার পিতার নাম ছিল কা'ব। ধনবল ও জনবল তার কম ছিল না। নিজের উপর অহী নাযিল হওয়ার দাবী ক'রে সে জনমনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। আর এভাবে দুর্জয় শক্তি ও প্রভূত প্রতিপত্তি অর্জন করে। ঐ সময়ে য়ামানের রাজধানী সান্'আ'তে নাবী সঃ-এর পক্ষ থেকে বাযান নামে একজন শাসনকর্তা ছিলেন। বাযানের মৃত্যু হইলে আসওয়াদ আন্সী সন্'আ আক্রমন ক'রে তা অধিকার ক'রে বসে এবং বাযানের বিধবা স্ত্রী মারযুবানাকে বিয়ে করে। এই খবর মদীনায় পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ সঃ ফীরূয নামক একজন সাহাবীকে সান্'আ পাঠান। আসওয়াদের নব পরিণীতা স্ত্রী মারযুবানার সক্রিয় সহযোগিতা লাভ ক'রে ফিরূয আসওয়াদকে হত্যা করতে সক্ষম হন। [ফাতহুল বারী অষ্টম খণ্ড ; ৭৬ পৃষ্ঠা। (১)] মিরযবানাহ নাম্নী স্ত্রীর চাচাতো ভাই ফীরূয দায়লামী গভীর নিশীথে আসওয়াদের কক্ষে কৌশলে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করেন। (তারীখ তাবারী ৩ | ২১- ও ফাতহুল বারী ৮—৬৭ পৃষ্ঠা।)

---

(১) ৭৬ পৃষ্ঠায় নয়—৬৭ পৃষ্ঠায় ইহা বর্ণিত হইয়াছে।—সম্পাদক।

ভণ্ড আসওাদ তার অনুগামীদেরকে ভেল্কি-বাযী ও জাদু বিদ্যার মাধ্যমে অলৌকিক কার্য্য-কলাপ দেখাতো। তার সঙ্গে সব সময় অবস্থান করতো দু'টো শয়তান জ্বিন। এদের একটির নাম ছিল 'সাহীক' আর অপরটির নাম ছিল 'সাকীক'। এরা সব সময় লোকদের অবস্থা সম্পর্কে তাকে ওয়াকিফহাল রাখতো। [আসওাদ 'আনসী সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ইবনুল আসীর : বিদায়াহ অন্ নিহায়াহ ৬ | ৩০৭ পৃষ্ঠা। সাহীহ বুখারী ৫১১ পৃষ্ঠায় এবং ৬২৮ পৃষ্ঠায় আল-আসওাদুল 'আন্সী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সঃ-এর হাদীস রহিয়াছে। ঐ হাদীসগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফাতহুল বারীতে যা বলা হয়েছে তাই এখানে উধৃত করা হইল।—সম্পাদক]

২। ইবনু স ইয়াদ

ইবনু সাইয়াদ মাদীনার একজন য়া'হুদী সন্তান। কেউ কেউ তাকে ইবনু সায়েদ নামেও অভিহিত করেছে। তাকে তার মা 'সাফ' বলেও ডেকেছে বলে সাহীহ মুসলিমে উল্লেখ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদিন ইবনু সাইয়াদকে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহের রাসূল?" এর জওয়াবে ইবনু সাইয়াদ বললো: আমি আপনাকে আরবের উম্মীদের নাবী বলে স্বীকার করি। পরক্ষণেই সে বলে, "আপনি কি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমি আল্লাহের রাসূল?" রাসূলুল্লাহ সঃ তা' অস্বীকার করে বলেন: আমি আল্লাহের প্রতি, তাঁর রাসূলদের প্রতি ও তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান এনেছি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সঃ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি দেখো?"

সে জওয়াবে বলে, "আমি উপর আরশ দেখি। রাসূলুল্লাহ সঃ তার ঐ জওয়াব সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "তুমি যা দেখো তা' হচ্ছে সমুদ্রের উপর স্থাপিত ইবলিসের সিংহাসন।"

ইবনু সাইয়াদ গায়েবের জ্ঞান রাখে ব'লে দাবী করতেন। তাই রাসূলুল্লাহ সঃ তাকে বলেন, "দেখো, আমি আমার মনের মধ্যে তোমার পরীক্ষার জন্য একটী কথা গোপন ক'রে রাখলাম। বল তো ঐ কথাটি কি?" সে বললো: 'দুখ'। তাতে রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন: লাঞ্ছিত হও, কাহিন বা গণকদের ভাগ্যে যা ঘটে থাকে তোমার ভাগ্যেও তাই ঘটবে। তুমি তোমার ঐ পরিণাম এড়াতে পারবে না। বলা বাহুল্য রাসূলুল্লাহ সঃ এই কথাটি মনে গোপন রেখেছিলেন, 'সেই দিনের অপেক্ষায় থাক যে দিনে আকাশ প্রকাশ্য ধুম্র (দুখান) আনয়ন করবে'—সূরাহ আদ্-দুখান : ১০।

ইবনু সাইয়াদ তার শয়তানের সাহায্যে 'দুখান' স্থলে কেবলমাত্র 'দুখ' বলতে পেরেছিল—দুখান বলতে পারে নি। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, মাদীনাতে মুসলিম অবস্থায় ইবনু সাইয়াদের মৃত্যু হয়। কিন্তু ইমাম আবু দাউদ (অফাত : ২৭৫ হিজরী) তাঁর সুনান গ্রন্থে হযরত জাবির প্রমুখাৎ রিওয়ায়ত করেন যে, ইবনু সাইয়াদ হার্‌রার যুদ্ধ হিজরী ৬ সনে উধাও হ'য়ে যায়; মাদীনায় তার মৃত্যু হয় নি।

ইবনু সাইয়াদ সম্পর্কে হযরত উমর রাঃ কসম করে বলতেন যে সেই মাসীহ দাজ্জাল; অর্থাৎ সেই পরবর্তী যুগে মাসীহ দাজ্জাল নামে আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু সে যে যথার্থই দাজ্জাল একথা য়াকীন করে বলা মুশকিল। কারণ রাসূলুল্লাহ সঃ-কে এ সম্পর্কে আল্লাহের তরফ

থেকে কোন কিছু জানানো হয় নি। তাছাড়া মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, সে মাক্কা ও মাদীনার মাটিতে কোন দিনই পা দিতে পারবে না। অথচ ইবনু সাইয়াদ মাদীনায় পয়দা হয়ে সেই মাটিতেই প্রতিপালিত হয় এবং মুসলিম অবস্থায় মাক্কা গিয়ে হজ্জক্রিয়া সমাপন করে। বস্তুতঃ ইবনু সাইয়াদ সেই প্রতিশ্রুত মাসীহ দাজ্জাল নয়। তবে একথা সত্য যে, সে দাজ্জালদের মধ্যে একজন দাজ্জাল ছিল এবং নিজে দাজ্জাল নামে অভিহিত হতে কুণ্ঠিত ছিলনা।

প্রশ্ন ওঠে, রাসূলুল্লাহ সঃ-এর যমানায় সে যখন নবুওতের দাবী করে এবং হযরত 'উমার রাঃ তাকে হত্যা করবার জন্য রাসূলুল্লাহ সঃ এর নিকট অনুমতিও চায় তখন তিনি তাকে হত্যার আদেশ দেন নাই কেন? এর জওয়াব এই যে, সে সময়ে রাসূলুল্লাহ সঃ য়াহুদীদের সাথে সন্ধি সূত্রেও আবদ্ধ ছিলেন। কাজেই তাঁকে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ক্ষান্ত থাকতে হয়েছিল। এ সব বিবরণের জন্য দেখুন সাহীহ মুসলিম, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৯৭—৮ পৃষ্ঠার হাদীসগুলি এবং সে সম্পর্কে ইমাম নাওয়াওীর টীকা।

৩। মুসাইলিমাহ—(মুসাইলামাহ নয়)। ইতিহাসে সে 'মুসাইলিমাহ আল্-কায্যাব' বা 'অত্যন্ত মিথ্যাবাদী মুসাইলিমাহ' নামে সুপরিচিত। মুসাইলিমাহ ও তার গোত্রের বহু লোক মুসলিম হয়ে মাদীনা এসেছিল।

(সাহীহ বুখারীর চার স্থানে মুসাইলিমার উল্লেখ পাওয়া যায়। (এক) 'আলামাতুন নবুওত' অধ্যায়ের শেষের দিকে ৫১১ পৃষ্ঠায়; (দুই) অফ্দু বাণী হানীফাহ অধ্যায়ে ৬২৮ পৃষ্ঠায়; (তিন) 'কিস্সাতুল আসওাদিল্ 'আনসী' অধ্যায়ে ৬২৮-৯ পৃষ্ঠায় এবং (চার) 'ইন্নামা আমরুনা লি-শাইয়িন' অধ্যায়ে ১১১১ পৃষ্ঠায়। সাহীহ বুখারীর উল্লিখিত হাদীসগুলিতে যে বিবরণ দেয়া হ'য়েছে তা এই—

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবিত থাকাকালে মুসাইলিমাহ আল-কায্যাব ইসলাম ধর্ম কবুল ক'রে তার গোত্রের বহু লোক জন সহ মাদীনাতে একবার আসে এবং হারিস-তনয়ার (বিন্তুল হারিসের) বাড়ীতে নামে। এই হারিসের এক কন্যা মুসাইলিমার বিবাহিতা স্ত্রী ছিল। পরবর্তী কালে য়ামামার যুদ্ধে মুসাইলিমাহ নিহত হ'লে তার ঐ স্ত্রীর বিয়ে হয় হারিসের এক ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ ইবনু 'আমিরের সাথে।

মুসাইলিমার মাদীনা আগমনের সংবাদ পেয়ে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তার নিকট যান। ঐ সময়ে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাতে খেজুর গাছের শাখার একটি ছড়ি ছিল এবং তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন আনসারের বিশিষ্ট বক্তা সাবিত ইবনু কাইস ইবনু শামমাস। এই সাবিতকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামেরও 'খাতীব' বলা হ'ত।

অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাথে কথাবার্তা প্রসঙ্গে মুসাইলিমাহ বলে, "আমি আপনার অনুসরণ করতে এই শর্তে রাযী আছি যে, আপনার পরে মুসলিমদের উপর সর্বময় ক্ষমতা ও প্রভুত্ব আমার হ'বে।" তাতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তুমি যদি আমার নিকট এই খেজুর শাখার টুকরাটি চাও তাও আমি তোমাকে দিব না। তুমি যদি আমার বিরোধিতা কর তা হ'লে আল্লাহ তোমাকে নিশ্চয় ধ্বংস করবেন এবং তোমার জন্য

আল্লাহের যে শাস্তি নির্ধারিত হ'য়ে রয়েছে তা তুমি কিছুতেই এড়াতে পারবে না।" তারপর তিনি আরও বলেন, "এই সাবিত থাকলো। সে তোমার সকল প্রশ্নের যথাযোগ্য জওাব দিবে" এই ব'লে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেখান থেকে প্রস্থান ক'রেন।

সাহীহ বুখারীর শারহ ফাত্তহুল বারী

উল্লিখিত চারিটি হাদীসের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীস দুটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফাত্তহুল বারী অষ্টম খণ্ডের ৬৪ ও ৬৬ পৃষ্ঠায় ভাষ্যকার নিম্ন বর্ণিত তথ্যগুলো পরিবেশন করেন

(ক) মুসাইলিমার কুলপঞ্জী : মুসাইলিমাহ ইব্নু সুমামাহ ইবনু কাবীর ইবনু হাবীব ইবনুল হারিস—বানূ হানীফা বংশোদ্ভূত ও বানূ্গানীফা গোত্রের সরদার ও নেতা—মাককাহ ও য়ামামের মাঝে অবস্থিত আল-য়ামামাহ অঞ্চলের অধিবাসী। তাহার উপনাম ছিল আবু সুমামাহ। নিজ গোত্রের লোকদের উপর মুসাইলিমার এত অধিক প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল যে, তারা তাকে 'আল্‌-য়ামামার রাহমান' উপাধিতে বিভূষিত করে।

(খ) হারিস ইবনু কুরাইযের যে কন্যার সহিত মুসাইলিমার বিয়ে হয় তার নাম ছিল 'কাইয়িসাহ' আর মুসাইলিমাহ মাদীনা এসে হারিসের যে কন্যার বাড়ীতে নামে তার নাম ছিল 'রামলাহ'। মুসাইলিমাহ যখন মাদীনা এসেছিল তখন তার স্ত্রী কাইয়িসাহ মুসাইলিমার দেশের বাড়ীতে ছিল।

(গ) মুসাইলিমাহ হিজরী দশম বর্ষে নুবুওতের দাবী করেছিল।—সম্পাদক।)

মাদীনা থেকে দেশে ফিরে গিয়ে মুসাইলিমাহ নিজেকে নাবী বলে ঘোষণা করে এবং কুরআনের অনুকরণে বাক্য রচনা শুরু ক'রে দিল।

যাই হোক নুবুওতের মিথ্যা দাবী করে কেউ যদি কুরআনের ন্যায় মু'জিযা দেখাতে পারতো তাহলে তো হক নাবী ও ভুয়া নাবীর মাঝে পার্থক্য করাই মুশকিল হ'য়ে দাঁড়াতো। তাই মুসাইলিমা যখন পবিত্র কুরআনের অনুকরণে বাক্য রচনা করে জনসমাজে প্রকাশ করল, তখন আসল থেকে নকল মূর্ত হয়ে দেখা দিল। সুধী সমাজ তো দূরের কথা, অশিক্ষিত জনসাধারণও এতদুভয়ের মাঝে রচনাগত মৌলিক পার্থক্য অনায়াসে অনুধাবন করতে সক্ষম হল। সুতরাং এই জাল নাবীরা তাদের রচনা দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রে থাকলেও সুধী সমাজের কাছে তাদের এই অপচেষ্টা কাকের ময়ূর নাচের মতই প্রতীয়মান হয়েছিল।

নিম্নের কতিপয় উদ্ধৃতি থেকেই তার রচনার কদর্য্যতা ও নিম্ন মানের ভাবধারার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে।

১। সূরা কাউসারের সাথে মুকাবিলামূলক-ভাবে মুসাইলিমাহ রচনা করলো—

انا اعطيناک العقعق' فصل لربک
وازعق' ان شانئك هو الابلق •

"নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আকআক পাখী দান করেছি। অতএব আপন প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় ও চিৎকার ধ্বনি কর। নিশ্চয়ই তোমার শত্রু কৃষ্ণকায়।

২। সূরাতুল বুরুজের প্রথম আয়াত

والسماء ذات البروج

'রাশী শ্রেণীযুক্ত আসমানের কসম', এর সাথে জুড়ে দিল—

والنساء ذات الفروج

আর যোনিবিশিষ্ট্য রমণীদের কসম ইত্যাদি।

ভণ্ড মুসাইলিমার অনুগামীরাও তাকে মিথ্যা বলেই জানতো। এতদসত্বেও নিছক একটা দলগত ব্যাপার নিয়ে তারা তার আনুগত্য স্বীকার করেছিল। তাদের একমাত্র জেদ ছিল যে, নিজস্ব পার্টি যেন বলবৎ থাকে। তারা স্পষ্টভাবে বলতো :

كذاب ربيعة احب الينا من صادق مضر :

মুযার বংশের সত্যবাদী নাবীর (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সঃ এর) চেয়ে রাবীআ বংশের মিথ্যাবাদী নাবী (অর্থাৎ মুসাইলিমাই) আমাদের নিকট অধিকতর প্রিয়।

এইতো গেল তার অনুসারীদের কথা, মুসাইলিমার নিজেরও আস্থা ছিল না তার নবুওতের প্রতি। কতকগুলো বাক্য রচনা করে সেগুলোকে সে আল্লাহের বাণী বলে প্রচার করতে শুরু করে। মুসাইলিমা ছিল অত্যন্ত সুবক্তা এবং সেই সঙ্গে ধুরন্ধর ও সুচতুরও ছিল। তার রচিত মেকী বাণীগুলোর নমুনা পরে দেয়া হচ্ছে।

যাই হোক হিজরী দশম বর্ষে নুবুওতের দাবী জানিয়ে মুসাইলিমাহ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট পত্র দেয়। ঐ পত্রে লেখা ছিল—

من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله سلام - عليك - اما بعد فانى قد اشركت في الامر وانا لنا نصف الارض ولقريش نصف الارض ولكن قريشا قوم يعتدون •

"আল্লাহর রাসুল মুসাইলিমার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহর প্রতি, আপনার প্রতি অবতীর্ণ হোক শান্তি। অতঃপর জানাই যে, আমি নুবুওত ব্যাপারে আপনার শরীক। আমি আরও জানাই যে, আমাদের জন্য অর্দ্ধেক পৃথিবী আর কুরাইশদের জন্য বাকী অর্দ্ধেক। কিন্তু এই কুরাইশেরা এমন একটি কাওম যারা সীমালঙ্ঘন করে। (সীরাত ইবনু হিশাম।) রাসুলুল্লাহ সঃ উক্ত পত্রের জওয়াবে লিখেন,

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الي مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى اما بعد فان الارض لله يورثها من عباده من يشاء والعاقبة للتقوى •

"অসীম দয়াবান মহান দাতা আল্লাহের নামে—আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে মুসাইলিমাহ মিথ্যুকের-প্রতি। যে কেহ ন্যায়ের অনুসরণ করে তার প্রতি হোক অনাবিল শান্তি। অতঃপর জানাই যে, নিশ্চয় এই পৃথিবী আল্লাহের অধিকারে রয়েছে। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান, এর উত্তরাধিকারী করেন। আর পরকালের মঙ্গল সৎকর্মশীলদের জন্যই।" —সীরাত ইবনে হিশাম।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ পত্র পেয়েও তার চৈতন্যোদয় হল'না। নুবুওতের নেশা তাকে পেয়ে বসলো। তাই সে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্য-সৃষ্টি করে অহী নামে চালাতে লাগলো।

আল্লামা ইবনুল আসীর বলেন : নাহারুর রিজাল নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সঃ-এর খিদমতে বেশ কিছু দিন অবস্থান করে কুরআন তিলাওত ও ইসলামের সনাতন শিক্ষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি হাসিল করেছিল। মুসাইলিমাহকে জব্দ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সঃ তাকে য়ামামা পাঠালেন। কিন্তু সে ছিল মুসাইলিমার চেয়েও বড় ধূর্ত। তাই মুসাইলিমার ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি ও মর্যাদা এবং তার ভক্ত ও অনুসারীদের বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখে সে তার দলে ভিড়ে গেল। এইভাবে সে মুসাইলিমার শক্তি বর্দ্ধনেই সহায়তা করলো।

দ্বাদশ হিজরীতে হযরত খালিদ ইবনু ওলীদের নেতৃত্বে য়্যামামার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে এই ভণ্ড নাবী নিহত হয়। আবু সুফ্য়ানের স্ত্রী হিন্দার হাবশী ক্রীতদাস ওাহশী ছোট হাত বর্শা নিক্ষেপ করে ভূয়া নাবীর বক্ষদেশ ভেদ করে তাকে ধরাশয়ী করে ফেলে। আর সঙ্গে সঙ্গে একজন আনসারী তার মাথায় তরবারীর আঘাত করে তার নুবুয়তের সাধ জনমের মত মিটিয়ে দেন। (সাহীহ বুখারী, ৫৮৩ পৃষ্ঠা, সম্পাদক)

আল্লাহ তা'লার কী অপার মহিমা! যে ওাহশীর হাতে মহাবীর হামায রাঃ শাহাদাৎ বরণ করেছিলেন, সেই ওাহশীই মুসলিম হয়ে ইসলামের পরম বৈরী মুসাইলিমার ঘাতক সেজে আত্মকৃত অপরাধের কাফ্ফারা আদায় করলো।

এমনি ভাবে অতি জঘন্যরূপে মুসাইলিমার জীবন অবসান ঘটলো; কিন্তু সে যে কুপ্রথার বিষ বিস্তার করে গেলো তার যের এখন পর্যন্তও মিটল না।

৪। সাজাহ বিন্তু সুঅইদ (সাজ্জাহ নয়)—
এই রমণী ইরাক সীমান্তের অধিবাসী তামীম গোত্র-উদ্ভূত ছিল। সে ছিল অত্যন্ত ধূর্ত ও বিলাসপ্রিয়। এই গোত্রটির সন্নিহিত অঞ্চলে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী বানূ তাগলিব গোত্র বাস করত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অফাতের পরে আরবে যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তার সুযোগ্য গ্রহণ ক'রে এই রমণী নুবূওতের দাবী করে বসে এবং অল্প কাল মধ্যে সে বানূ তামীম, বানূ তাগলিব, হুযাইল প্রভৃতি গোত্রের লোকদেরে নিজের বশীভূত ক'রে ফেলে। মাদীনা দখল করে মাদীনাকে তার প্রচার কেন্দ্র করবার মানসে সে মাদীনা আক্রমণে বের হয়। পথিমধ্যে বহু সাহাবী তার গতিরোধ করে। অগ্রগতি অসম্ভব দেখে সে গম্ভীর স্বরে অহীর ভান করে বললো,

عليكم باليمامة ودفوا دفيف الحمامة فانها غزوة صرامة لا يلحقكم بعدها ملامة •

"য়্যামামাহ অভিমুখে অগ্রসর হও, পায়রার ন্যায় দ্রুত ঝাপিয়ে পড়; কারণ ওটাই হবে চূড়ান্ত সংগ্রাম, যার পরে আর কোন অনুশোচনার কারণ থাকবে না।"

নাবীর উপর অহী নাযিল হ'য়ে গেছে। এখন আর যায় কোথায়? তাই তার অনুসারীরা সকলে য়্যামামার পথ ধরলো। এদিকে মুসাইলিমা কায্যাব সাজাহ য়্যামামা আক্রমণ করতে আসছে জানতে পেরে প্রমাদ গণলো। বানূ হানীফার সমস্ত লোক তার পেছনে থাকা সত্বেও সাজাহের অগণিত সৈন্যের সঙ্গে সে মুকাবিলা করতে সাহস করল না। আর সে ছিলও অতি মাত্রায় চালাক। তাই সে কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করলো এবং একটা সন্ধি সমঝোতার বার্তা সহ সাজাহের কাছে দূত পাঠালো। দূতের সঙ্গে সে মহামূল্য উপঢৌকনও পাঠালো এবং একান্ত নম্রভাবে একথাও বলে পাঠালো: "রাসূলুল্লাহর জীবদ্দশায় আমি তাঁর জন্য অর্দ্ধেক রাজত্ব ছেড়ে দিয়েছিলাম। আর বাকী অর্দ্ধেক আমার নিজের জন্য রেখেছিলাম। এখন তাঁর অফাতের পর আমিই সমস্ত আরব রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। তাই এখন তোমাকে সেই বাকী অর্দ্ধেকটা দিতে চাই। কারণ তোমার নুবুয়ত আমি মনে প্রাণে স্বীকার করি। অতএব নিভৃতে তুমি আমার শিবিরে এসে দেখা কর। আমরা উভয়ে মিলে

পয়গাম্বরী ও রাজ্য উভয়ই ভাগ করে নিবো। আর মাদীনাহ আক্রমণ সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।"

সাজাহ এ প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি জানালো। এদিকে মুসাইলিমাহ সাজাহের সহিত সাক্ষাতের জন্য একটি বিশেষ তাঁবু খাটালো এবং তাতে যত পারলো বিলাস ব্যসনের বিভিন্ন সামগ্রী, আতর গোলাপ ও নির্য্যাস সংগ্রহ করে সমগ্র পরিবেশকে সুদৃশ্য, সুশোভিত ও সুরভিত করে তুল্‌লো। মনে হলো যেন আবেগ ভরা দুটি প্রাণের মধুর মিলনের আয়োজন করা হয়েছে। পরিবেশ এমন ছিল যে, তাতে মানুষের কামোন্মাদনা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক।

তারপর তারা যখন উভয়ে মিলিত হলো তখন মুসাইলিমাহ সাজাহের কাছ থেকে জানতে চাইলো যে, তার প্রতি কোন ধরণের অহী নাযিল হয়ে থাকে। সাজাহ জওয়াব দিল : আপনিই আগে বলুন। মুসাইলিমাহ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে ভেবে যৌন আবেদনমূলক বাণী তাকে শোনালো। সে বল্‌লো, আমার নিকট এই ধরণের অহী আসে, যথা :

الم ترين الى ربك كيف فعل
بالحبلى اخرج منها نسمة تسعي
بين صفاق وحشى •

"তুমি কি দেখ নাই যে, তোমার পালনকর্তা রাব্ব গর্ভধারিণী নারীর সাথে কি আচরণ করলেন ? তিনি নারীর জরায়ু ও অন্ত্র থেকে এমন একটি জীবন্ত প্রাণ বের করলেন যা দ্রুতবেগে চলাফিরা করতে থাকে।"

ভণ্ড নারীর মুখ থেকে এই কৃত্রিম অহীর কথা শুনে সাজাহের কাম প্রবৃত্তিতে আগুন লাগলো। আবেগ ভরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলে উঠলো : আর কি কি অহী আসে বলুনতো ? মুসাইলিমা বলে চল্লো :

ان الله خلق للنساء افراجا وجعل
الرجال لهن ازواجا فيولج فيهن ايلاجا
ثم تخرجها اذا تشاء اخراجا •

নিশ্চয়ই আল্লাহ নারীদের জন্য যোনি পয়দা করলেন এবং পুরুষদেরে তাদের জীবন-সঙ্গী করলেন। অনন্তর পুরুষরা নারীদের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রবেশ করায় এবং নারীরা যখন চায় বের করে নেয়।"

কামাতুরা সাজাহ অত্যন্ত আত্মহারা ও অভিভূত হয়ে পড়লো। সুচতুর মুসাইলিমাহ সুযোগ বুঝে প্রস্তাব দিল উভয়ের নুবূওতকে একত্রিত ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে উভয়ের দাম্পত্য সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য। সাজাহ সানন্দে এ প্রস্তাব গ্রহণ করে তাকে স্বামীত্বে বরণ করলো। এর পর তিন দিন তিনি রাত তারা একত্রে অতিবাহিত করলো। তাদের ঐ বিয়ের মোহর হ'ল তাদের উভয়ের অনুগামী বা উম্মতদের জন্য এশা ও ফজরের নামাজ মাফ। (ফুতূহুল বুলদান ; বালাযুরী, মিশরী ছাপা : ১০৮ পৃষ্ঠা)।

চতুর্থ দিনে মুসাইলিমার কাছ থেকে অর্দ্ধেক রাজস্বের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সাজাহ নিজ তাঁবুতে ফিরে এলো এবং খুশী মনে শুভ পরিণয়ের বার্তাও প্রচার করলো। কিন্তু তার ভক্ত অনুগামী ও প্রতিনিধিদের অনেকেই এটাকে খুশীর পয়গাম বলে গ্রহণ করতে পারে নি।

Contents

সাজাহের ভক্ত শিষ্যরা সত্যই একদিন সম্বিৎ ফিরে পেলো। এতদিন ধরে যে ভুল তারা করে এসেছে তা তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলো। তাই তারা শেষ পর্যন্ত এই আলেয়ার পেছন থেকে সরে দাঁড়া'লো। তদুপরি মুসাইলিমার পতনে সাজাহ একেবারে অসহায় হ'য়ে পড়লো।

নিজের দুরবস্থার কথা চিন্তা ক'রে সাজাহ তার মাতুলালয় বানী তাগলিবে গিয়ে আশ্রয় নিল এবং কিছু দিন পর সুবুদ্ধির উদ্রেক হলে আবার ইসলামে দীক্ষা লাভ করে অনাবিল সুখ শান্তির নীড় খুঁজে পেল। তারপর সে বহুদিন বাঁচে এবং হযরত মু'আবিয়ার খেলাফৎ কালে তার ইন্তিকাল হয়।

স্থির চিত্তে চিন্তা করলে আমাদের আশ্চর্য্য হতে হয় যে, এই ভূয়া নাবীরা তাদের মনগড়া যে সমস্ত অহী বা আয়াতের ভাওতা দেখিয়ে জনতাকে বশীভূত করতো, সেগুলো এতদূর অকথ্য, অশ্লীল, এবং নিরর্থক হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণ কি করে সে দিকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হতো? এর পেছনে কি কোন অদৃশ্য শক্তি নিহিত ছিল? চিন্তা করলে, আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আরবীয় জনসাধারণকে ইসলামের বিরুদ্ধে উস্কানী দেবার জন্য রোমীয় ও ইরাণীদের অবিরাম প্ররোচণাই হ'চ্ছে এর অন্যতম অদৃশ্য কারণ।

ইমাম বুখারী হযরত আবু হুরাইরা প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, আঁহযরত (স) একদিন জীবিতাবস্থায় স্বপ্নে দেখলেন, তাঁকে পৃথিবীর ধন ভাণ্ডার দান করা হয়েছে এবং তাঁর দু'হাতে দুটো সোনার কাঁকন বা বলয়। এ দেখে তিনি মহা চিন্তায় পড়লেন, কারণ সোনারূপা তো তাঁর কামনার বস্তু ছিল না। তাই স্বপ্নের মধ্যেই তাঁকে ফুঁক দিতে বলা হল। অনন্তর তিনি ফুৎকার দিয়ে বলয় জোড়াকে ভেংগে ফেললেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই স্বপ্নের তাৎপর্য্য প্রসংগে বলেন: বলয় দুটো হচ্ছে সানআ ও ইয়ামামার দুই ভণ্ড নাবী; আসওয়াদ 'আনসী এবং মুসাইলমা কায্যাব। (সাহীহ বুখারী) স্বপ্নের ইংগীত এই ছিল যে, দুজনই অচিরে নিধনপ্রাপ্ত হবে। নাবী-রাসূলদের স্বপ্ন অহীর মতোই বাস্তব সত্য এবং দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। পরবর্তীকালে এই ভণ্ড নাবীদ্বয়ের নিধনপ্রাপ্তি ছিল রাসূলুল্লাহর (সঃ) সেই স্বপ্নেরই বাস্তবরূপ।

॥ মোহাম্মদ আবদুর রহমান ॥

বিশ্ব মানবতার শ্রেষ্ঠ নমুনা হযরত মুহাম্মদ (দঃ)

দুনিয়ায় বহু ধর্মনেতা, সমাজ নেতা, রাষ্ট্রনেতা, দার্শনিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, মুনি, ঋষী, মহাত্মা প্রভৃতি অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। তাদের দ্বারা মানব সমাজের অনেক কল্যাণও সাধিত হয়েছে। তাঁদের অনুপ্রেরণায় মানুষ আদর্শের রূপায়ণে ত্যাগের, কর্মে, সেবার ও সংগ্রামের পথও বেছে নিয়েছে। তাঁদের কেও কেও মূল্যবান গ্রন্থ লিখে গেছেন, কেও কেও বহু মূল্য উপদেশ বাণী ছড়িয়ে গেছেন, কেও কেও বহু অজানিত রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করে গেছেন। তাঁদের কর্মময় জীবনের ঘটনাবলী এবং চরিত্রবৈশিষ্ট্যের বিবরণীও লিপিবদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু এদের প্রত্যেকের ভিতর নানাবিধ ত্রুটী-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটি মহাপুরুষেরও সন্ধান মিলবে না যাঁর জীবন-কর্ম সর্ব ক্ষেত্রে প্রসারিত, যাঁর জীবনাদর্শ সর্বতো-ভাবে নিখুঁত, যাঁর প্রতি পদক্ষেপ অনুসরণীয়, যাঁর প্রতিটি বাক্য বরণীয়, যিনি সর্ব দেশের সর্বযুগের ও সর্বস্তরের মানুষের আদর্শরূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। তাছাড়া পৃথিবীর ইতিহাস তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এমন একটি লোক বের করা যাবে না যার জীব-নের প্রতিটি ঘটনা হুবহু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যার মুখে উচ্চারিত প্রতিটি বাণী শতাব্দীর পর শতাব্দী লক্ষ লক্ষ লোক মুখস্থ করে রেখেছে, যাঁর ব্যক্তি জীবন, রাষ্ট্রনৈতিক জীবন, প্রাইভেট জীবন এবং পাবলিক জীবনের সামান্য থেকে সামান্যতম ঘটনাও পরম আগ্রহে সংগৃহীত, অত্যন্ত হুশিয়ারীর সঙ্গে পরীক্ষিত এবং অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংরক্ষিত হয়েছে।

কিন্তু একটি মানুষ এর ব্যতিক্রম। স্বয়ং আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ তার শান্তি কামনা করেছেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁর নাম উজ্জ্বল হয়েআছে, মানুষের মুখে তাঁর প্রশংসা অহরহ গীত হচ্ছে। তিনি সাইয়েদুল মুর্সালমীন রহমতুল লিল্ আলামীন আদর্শ মানব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা (দঃ)। যে ভাষায় তিনি কথা বলেছেন, শুধু সেই ভাষাতেই সে সব সীমিত থাকে নাই, যে যুগে তিনি জীবিত ছিলেন, সেই যুগের লোকের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ রহে নাই, যে দেশে তিনি বাস করে গেছেন সেই দেশের মধ্যেই তা আটকা পড়ে থাকে নাই। তাঁর বাণী, তাঁর আচরণ এবং তাঁর অনুমোদিত কার্যাবলীর বিবরণ পৃথি-বীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, হয়ে চলেছে এবং হতে থাকবে। দেশ, যুগ, ভাষা প্রভৃতি সমস্ত সীমা-রেখার বন্ধন অতিক্রম ক'রে তাঁর গোটা জীবন, তাঁর সমুদয় বাণী, ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন সংক্রান্ত তাঁর সকল উপদেশ দৃষ্টান্ত ও আদর্শ হয়ে উঠেছে সার্বজনীন ও সার্বকালীন এবং বিশ্ব মানবতার সাধারণ সম্পদ।

আল্লার দেওয়া যমীনের উপর পরিব্যাপ্ত পানি, সর্বত্র সঞ্চালিত হাওয়া, চাঁদের বিমল জ্যোতি ও সূর্য্যের প্রদীপ্ত কিরণ যেমন সকল দেশের সকল মানুষের সাধারণ সম্পদ এবং এই সম্পদ থেকে যে কোন মানুষ উপকার গ্রহণ করতে পারে, তেমনি ভাবে রসূলুল্লার (দঃ) পূত পবিত্র, কর্মময় ও সাফল্যধন্য জীবন থেকেও বিশ্ব মানবতা কল্যাণ আহরণ ক'রে নিজেদের জীবনকে সফল ও ধন্য করে তুলতে পারে।

কুরআন মজীদে রসূলুল্লার (দঃ) এই সর্ব ব্যাপক ভূমিকা সম্পর্কে জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করা হয়েছে,

وما ارسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا •

"আমি আপনাকে সর্ব মানবতার জন্য শুভ-সংবাদবাহী ও ভয়-প্রদর্শনকারী পয়গম্বররূপে প্রেরণ করেছি।"

আল্লার রসূলকে (দঃ) কুরআনের ভাষায় বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,

قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا •

'বলুন হে রসূল! ওগো (সর্বযুগের, সর্বদেশের ও সর্বশ্রেণীর) মানবমণ্ডলী, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লার প্রেরিত পয়গম্বর।"

তিনি আল্লার নিকট থেকে প্রাপ্ত সমুদয় বাণী মানুষের নিকট পৌছিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাতে করেই তাঁর কর্তব্য শেষ হয় নাই। তিনি আল্লার বাণীকে নিজের জীবনে রূপায়িত করে মানুষের জন্য সর্বোত্তম নমূনা স্থাপন ক'রে গেছেন। কুরআন মজীদে তাই বলা হয়েছে ঃ

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة •

"রসূলুল্লার মাঝেই রয়েছে তোমাদের জন্য সুন্দরতম আদর্শ।" তাঁর জীবনকে নমুনাস্বরূপ সামনে রেখে মানুষ তাদের ইহলৌকিক জীবনকে সুন্দর ও সফল করে তুলতে পারে এবং আখিরাতের মুক্তি ও ঋদ্ধি এবং আল্লার সন্তোষ অর্জন করতে পারে। তাঁর পরিত্যক্ত জীবন বিধানই মানুষের মুক্তির একমাত্র সনদ।

আল্লাহকে ভালবাসা এবং তাঁর ভালবাসা লাভ করা মানব জীবনকে সার্থক করার একমাত্র উপায় আর সেই উপায়টি মানুষ করায়ত্ত করতে পারে একটিমাত্র পথে চ'লে। তাই আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন রসূল (দঃ) কে ঃ

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله •

"বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তবে অনুসরণ করে চল আমার, তাহলেই আল্লাহও ভালবাসবেন তোমাদেরকে।"

পৃথিবীর মানুষকে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সমাধা করতে হয়। যে ব্যক্তিকে একসময় সন্তানরূপে স্বীয় কর্তব্য পালন করতে হয়, তাকেই পরবর্তীকালে পিতা বা মাতারূপে দায়িত্ব পালন করতে হয়। জগতের মানুষকে সৈন্য অথবা সেনাধ্যক্ষ, বিচারক অথবা শাসক, কৃষক অথবা বণিক, শ্রমিক কিম্বা মালিক, প্রাচুর্যের অধিকারী অথবা দারিদ্রের দুঃখভোগী হতে হয়। মানুষের জীবনে সুখ আসে, দুঃখ আসে। মানুষকে সাধনায় লিপ্ত হতে হয়, সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়। সাফল্যে পরাজয়ে, আনন্দে শোকে সংমিশ্রিত মানুষের কর্মময় জীবন। পদে পদে তাকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়, বহু লোকের মঙ্গলার্থে তাকে আত্মসুখ বিসর্জন দিতে হয়। কর্তব্য সম্পাদনে কখনও সে অপরের সাহায্য পায়, উৎসাহ পায়; আবার অনেক সময় তাকে বাঁধার পাহাড় উল্লঙ্ঘন করতে হয়। আত্মসুখের আকাঙ্খা তাকে অনেক সময় স্বার্থপর ও নিষ্ঠুরও করে তুলে, শয়তান ও প্রবৃত্তিপরায়ণতা তাকে বিপথে ঠেলে দেয়।

সংক্ষেপে এইই হচ্ছে মানব জীবন—আর এ জীবনের জন্য প্রয়োজন রয়েছে একটি আদর্শের, একটি নমুনার—যে আদর্শ এবং নমুনা একান্ত ভাবেই হবে মানবীয়। প্রতিকূল ও অনুকূল সর্ববস্থায় যেন আমরা আমাদের মানবীয় স্বভাব প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে সেই আদর্শকে আমাদের জীবনে কার্যকরী করে তুলতে পারি।

কোথায় সেই স্বভাবসুন্দর আদর্শ, কে সেই সুন্দরতম নমুনা—কিয়ামতকাল অবধি যাকে আমরা সর্ব অবস্থায় অনুসরণ করে চলতে পারব?

মানুষের অনুসরণের যোগ্য আদর্শ তিনিই হতে পারেন যিনি রক্তে মাংসে, কামনায় বাসনায় ব্যক্তি ও

দাম্পত্য জীবনে, চিন্তায় ও ধ্যান ধারণায়, কর্মে ও সংগ্রামে, গৃহে ও বাহিরে, এবাদতখানায় এবং জিহাদের মাঠে সর্বতোভাবে মানুষের সর্বোত্তম প্রতিনিধি।

সর্বদেশের, সর্বজাতির ও সর্বযুগের জন্য এহেন আদর্শ সক্রেটিস, প্লেটো-এরিস্টোটেল হতে পারেন না, কনফিউ-কিয়াস, জরদশত, সিউলিনেরা সে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন নাই। অনৈতিহাসিক যুগের রাম, কৃষ্ণ, ভীম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি, ইতিহাসের যুগে বুদ্ধ, অশোক, বনি ইসরাইল গোত্রের প্রসিদ্ধ নবী মূসা, ঈসাও সে আদর্শ যেখে যেতে পারেন নাই। তাদের জীবনের অনেকাংশ আজ রহস্যাবৃত—অনেকাংশ নিশ্চিহ্ন এবং তাদের জীবনের বিশ্বস্ত বিবরণ থেকে জগত বঞ্চিত। মূসা আঃ তার বিস্ময়কর মোজেজার সাহায্যে মজলুম বনি ইসরাইলকে জালেম ফেরাউনের অধীনতার অক্টোপাশ থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন কিন্তু বনি ইসরাইল মোজেজার কল্যাণে বিপদে ও সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে জীবনযুদ্ধে সাফল্য অর্জনের সৎসাহস লাভ করতে পারে নাই। হযরত ঈসা আঃ তাঁর অলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ডের সাহায্যে তাঁর শিষ্যবৃন্দকে চমকিত, মুগ্ধ ও বিস্মিত করে তুলতে পেরেছিলেন কিন্তু তাদের অন্তরে বিশ্বাসের অবিচল দৃঢ়তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন নাই! সংসারের কারা প্রাচীর থেকে মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধ স্ত্রী পুত্র পরিবার ও গৃহ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বনের পথ প্রদর্শন করেছিলেন। মোক্ষলাভের জন্য হিন্দু শাস্ত্রকারগণ শেষ জীবনে বনবাসের বিধান দিয়ে গেছেন। যিশু খৃষ্ট পার্থিব আকর্ষণ এড়াবার জন্য চিরকুমারত্ব বরণ করেন এবং তাঁর অনুসারী যাজক শ্রেণীকে অবিবাহিত জীবন যাপনের উৎসাহ দিয়ে যান। এক গালে কেও চড় দিলে অন্য গাল এগিয়ে দেওয়ার অবাস্তব উপদেশও তিনি রেখে গেছেন। কিন্তু উপরোক্ত ধর্মনেতাদের অনুসারীর দাবীদারদের কেও এই সব অবাস্তব পথে চলতে পারে নাই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের অনুসারীরা ঠিক উল্টো পথই অবলম্বন ক'রে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে একটি মাত্র মহামানবকে দেখতে পাওয়া যায় যিনি সাধারণ মানুষের সাধারণ বৃত্তি নিরোধ করেন নাই, গৃহাঙ্গণে স্ত্রী পুত্র পরিবার সহ সুখ-সমৃদ্ধ জীবন উপভোগের সহজাত বাসনাকেও দলিত মথিত করেন নাই বরং সংসারের ভিতরে অবস্থান ক'রে তার বিচিত্র স্বাদ গন্ধ মাধুর্য উপভোগের মাধ্যমে জীবনকে সার্থক ও সুন্দর এবং শান্তিময় ও সুখসমৃদ্ধ করার পথ বাৎলিয়ে গেছেন। শুধু তাই নয় তিনি নিজে সেই পথে চ'লে তাতে তাঁর সুস্পষ্ট পদাঙ্ক স্থাপন করে পরপারের সুখধন্য অমরত্ব লাভের নির্ভুল পথসন্ধান দিয়ে গিয়েছেন। জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিচিত্র অভিজ্ঞতার শত সহস্র দৃষ্টান্তও তিনি রেখে গেছেন। দাম্পত্য জীবনের ক্ষুদ্রতম খুঁটি নাটি থেকে আরম্ভ ক'রে তিনি রাষ্ট্র শাসনের মৌলিক নীতি ও অনুপম আদর্শ অনাগত কালের লোকের জন্য তুলে ধরেছেন। ধর্ম প্রচারক ও সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদ, সৈন্য ও সেনানী, মজলুম ও বিজয়ী বীর, আইন প্রণেতা ও বিচারক, পিতা ও স্বামী, শিক্ষক ও ইমাম, সেবক ও প্রভু, ব্যবসায়ী ও শিল্পী প্রভৃতি জীবনের যে কোন শাখায় ও যে কোন স্তরের মানুষের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর এবং বাস্তব আদর্শ রেখে গেছেন। সেই আদর্শ সামনে রেখে তাঁর অনুসারীরা ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং সত্যের মর্যাদা রক্ষায় অকুতোভয়ে আগুনে ঝাপিয়ে পড়েছেন, সমুদ্রে ঘোড়া ছুটিয়েছেন, ব্যক্তি জীবনের সুখ সম্ভোগ বিসর্জন দিয়ে সমষ্টির কল্যাণ বয়ে এনেছেন।

সেই আদর্শকে তার খুঁটিনাটি সহ জগতের সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের কল্যাণার্থে আল্লাহ সংরক্ষিত রেখেছেন। সেই আদর্শ মানবের জীবনের কোন একটি দিক এমন নেই যা মানুষের কাছে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। এমন কি প্রস্রাব ও পায়খানা গমনের পদ্ধতি, সৌচকার্য্যের নিয়ম, স্ত্রী সহবাসের ন্যায় ব্যক্তি জীবনের গোপনতম কার্য এবং সহবাসোত্তর গোসল আর নারীদের হায়েজ নেফাসকালে পরিশুদ্ধ থাকার

ও পরিক্ষুত হওয়ার নিয়ম কানূনও প্রকাশ করতে কুণ্ঠা-বোধ করা হয় নাই। আজ পর্যন্ত তাঁর সমুদয় কথা ও আচরণ অবিকল সংরক্ষিত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।

রসূলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন—আমার কাছ থেকে কথায় ও আচরণে যা কিছু তোমরা পাও তার একটি কথাও গোপন রেখোনা, সব প্রকাশ করে দাও, নিজ গণ্ডীতেই তা সীমাবদ্ধ রেখোনা, যতটা সম্ভব তা প্রচার কর, লোকদের শুনাও এবং অনুসরণ করার উৎসাহ দাও। যদি আমরা কোন আদর্শ, কোন দৃষ্টান্ত, কোন কার্যবিধি মানব সমাজ থেকে লুপ্ত হয়ে যায় তার পুনঃপ্রচলনে সচেষ্ট হও। যারা এ কাজে প্রবৃত্ত হবে তারা অশেষ পুণ্য লাভে ধন্য হবে।

উপসংহারে একজন বিশিষ্ট লেখকের সুরে সুর মিলিয়ে বলিতে চাই, "আপনি জীবনের যে অবস্থারই সম্মুখীন হউন, আপনি যে কোন সমস্যা সমাধানের ও উৎকৃষ্ট ফলিত জীবনাদর্শের প্রয়োজন বোধ করেন, আপনি হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর পবিত্র কর্ম-জীবন থেকে উৎকৃষ্ট পথ নির্দেশ লাভ করতে পারেন। যদি আপনি সন্তানের পিতা হন, তা হলে জয়নব, রোকাইয়া, কুলসুম ও ফাতিমার স্নেহশীল পিতাকে দেখুন, যদি আপনি স্বামী হন তা হলে খদীজা আয়িশা প্রভৃতির দায়িত্ববান ও সহৃদয় স্বামীকে লক্ষ্য করুন, যদি আপনাকে অত্যাচার উৎপীড়নে স্বীয় মত প্রকাশে বিরত থাকতে বাধ্য করা হয় তা হ'লে মক্কা শরীফে আবদুল মুত্তালিবের নাতীর অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করুন। আর যদি আপনি স্বয়ং কোন দলের নেতা হন বা প্রধান শাসক হন তা হলে মদীনার পবিত্র নেতার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করুন। যদি আপনি কোন সেনাবাহিনীর সেনানায়ক হন, তা হলে বদর ও খায়বরের সেনাপতিকে দেখুন। যদি আপনি দেশ বিজয়ী হন, তা হলে মক্কার বিজয়ী বীরের প্রতি অবলোকন করুন। আর যদি পরাজয় বরণ করেন তা হ'লে ওহদের যুদ্ধে হযরতকে দেখুন। আপনাকে যদি মুন্সেফ বা জজের কার্য নির্বাহ করতে হয় তা হ'লে মসজিদে নববীতে ন্যায়-বিচারক হযরতের আদর্শ দেখুন। যদি দারিদ্র ও অভাবে আপনার দুরবস্থা হয় তা হ'লে খন্দকের যুদ্ধ ও জয়নবের কথা চিন্তা করুন, যদি আপনি ধনৈশ্বর্য লাভ করেন, তা হ'লে মসজিদে নববীতে রসূলুল্লার (দঃ) সম্মুখে স্বর্ণ মুদ্রার স্তূপের কথা স্মরণ করুন। যদি আপনি কোন সম্রাটের সাথে পত্রালাপ করতে চান তা হ'লে হোদায়বিয়ার সন্ধির পরবর্তী রসূল জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আর যদি আপনি কোন দেশের প্রতিনিধির সাথে কোন গুরুতর বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতে চান তা হ'লে নবম হিজরীতে বিভিন্ন প্রতিনিধিদের মধ্যে রসূলে কারীমকে দেখুন আর নিজেদের পথনির্দেশ লাভ করুন।"

মোট কথা জীবন সমস্যায় যখনই আপনার প্রয়োজন বোধ হয় হজরতের বাস্তব কর্মজীবন থেকে শিক্ষা লাভ করুন। এ এমন এক জীবন যা মানুষের জন্য এক অমৃত সরোবর স্বরূপ, আর মানুষ এখান থেকেই নিখুঁত জীবনের নিখুঁত আদর্শ লাভ করতে পারে। *

---

* বিগত ১৮ই মে—জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজের বার্ষিক সীরাতুন্নবী জলসায় লেখক কর্তৃক পঠিত।

Contents

[মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী]

মুক্তির বার্তাবাহক বিশ্ব-নবী মোস্তফা (দঃ)

বিপুলা এই বসুন্ধরা! কতই সা সুন্দর! কতই না রস, রূপ ও সৌরভে ভরপুর! ইহার বায়ুর হিল্লোলে, পাখীর কূজনে, স্রোতের কলতানে সুমধুর সঙ্গীত লহরী। শিশুর মুখে, প্রস্ফুটিত কুসুমের বুকে, উষার আকাশে সৌন্দর্য্যের সুষমা! বর্ষার কল্লোলে, নারীর যৌবনে রসের কি সমারোহ! বস্তুতঃ আকাশ ও পৃথিবীর সৃজনে, দিবস ও যামিনীর বিবর্তনে, মানুষের দেহের বর্ণ আর ভাষায় বৈচিত্র্যে উদ্ভিদের প্রত্যেক পাতায় জলদের গায়, প্রবালের দেহে, বুদবুদের বুকে আর অণুপরমাণুর শরীরে কতই না সৌন্দর্য্য ও আনন্দের ডালা সজ্জিত রহিয়াছে।

কিন্তু সৌন্দর্য্য আর আনন্দের রস উপভোগ করিতে হইলে চাই শ্রবণ আর দর্শনের ইন্দ্রিয়! যে অন্ধ আর বধির, সে সৃষ্টির এই রসের ছটা আর আনন্দের হাটের এই রোল শুনিতে আর দেখিতে পাইবে কেমন করিয়া? আবার উপভোগ করার জন্য কেবল চক্ষুকর্ণই যথেষ্ট হয় না, পীড়িত ও দুঃস্থ মানুষের চক্ষু কর্ণ যতই প্রখর হউক না কেন, আলোকের দীপ্তি আর আনন্দের রোল তাহার রুগ্ন চক্ষুকে আরও ব্যথিত, তাহার দেহ ও মনকে আরও ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। মানুষের দুঃখ আর পীড়া কেবল তার জড়দেহেই সীমাবদ্ধ নয়। সুখ আর দুঃখ, আনন্দ আর অবসাদ, হর্ষ আর বিষাদ, সৌন্দর্য্যবোধ আর তাহার পরিতৃপ্তি, সৌন্দর্য বোধে অক্ষমতা আর উহাতে বিরক্তি এই দুই পরস্পর বিরোধী ভাব উৎসারিত হয় মূলতঃ মানুষের মানসলোক হইতে। হৃদয়ের বাতি যখন নিভিয়া যায়, সূর্য্যের আলো তখন মানুষের জীবনকে আলোকিত করিতে পারে না। প্রাণের আনন্দ যখন মরিয়া যায় তখন বিপুল বিশ্বের আনন্দ-রোল মানুষকে উল্লসিত করিয়া তুলিতে সক্ষম হয় না। পীড়িত তখন স্বাস্থ্য লাভের আশায়, দুঃখিত জন সুখ আর শান্তির সন্ধানে অস্থির হইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে। তাহারা কৃত্রিম আনন্দের হাট সাজাইতে চেষ্টা করে, কৃত্রিম সুখের লালসায় নিতানূতন প্রমোদস্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়। অযুত মনে করিয়া আকণ্ঠ গরল পানে মত্ত হইয়া উঠে। কিন্তু মানসলোক যখন উষর মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, তখন মানুষের জীবনোদ্যানে সুখ আর আনন্দের পুষ্প মঞ্জুরিত হইবে কিরূপে? কৃত্রিম সুখ আর ভোগবিলাসের দুর্বার আকাঙ্খার ফলে দুনিয়ায় নামিয়া আসে তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাড়াকাড়ি আর হিংসার শ্রেণী সংগ্রাম। মানুষের পুত্ররা তখন সর্পের মতই হয় বিষধর আর ক্রূর ব্যাঘ্রের মতই হইয়া উঠে রক্তলোলুপ আর জীঘাংসু। শতসহস্র প্রকার সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা, নগ্না ও অর্ধনগ্না বারাঙ্গনাদের বিলোল কটাক্ষ, স্তূপীকৃত বিলাসসামগ্রী, ধনভাণ্ডার ও প্রমোদভবনের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও স্বভাবসুন্দর, উজ্জ্বল রূপ-রস ও সৌরভে পরিপূর্ণ দুনিয়ার বুক তখন কদর্যতা ও অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া উঠে, স্পর্ধিত 'সবার উপরে বড়' মানুষ পুরীষের চক্ষু কর্ণহীন কৃমিকীটে পরিণত হইয়া যায়।

পীড়িত মানবের এই যে দুর্ভোগ, ইহার নিরসনকল্পে ইতিহাসের অজ্ঞাত যুগ হইতে পাশাপাশিভাবে দ্বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে: একটি ঐশী ব্যবস্থা আর অপরটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় যুগে যুগে সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প আর সভ্যতা ও কৃষ্টির নব নব পটভূমিকা সৃষ্টি করা হইয়াছে আর এই সাধ্য সাধনা বিরামহীন গতিতে আজও অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। মানুষের আবাসভূমির সম্প্রসারণ আর উর্দ্ধলোক হইতে ক্ষুধার্ত মানবের জন্য জীবনের নূতন উপাদান চয়ন করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের আধুনিক পুষ্পরথ চন্দ্রলোকের অভিযানেও যাত্রা শুরু করিয়া দিয়াছে, আর সম্প্রতি উহাতে নাকি একটি রথের অগ্রভাগ অবতরণও করিয়াছে। যদি ইহা সত্য হয়, তাহাতে মানুষের দাম্ভিকতা আর

একশ্রেণী কর্তৃক অপরাপর শ্রেণীগুলিকে ক্রীতদাসে পরিণত করার সুযোগ-সুবিধা আরও একধাপ অগ্রসর হইবে বটে, কিন্তু মানব বংশের বর্তমান দুঃদৃষ্টের সত্যকার প্রতিকার ইহাতে কিছুই হইবে না, চন্দ্রলোক বিজয়ের এই অভিযানের সূচনাতেই পৃথিবীর দুইটি দাম্ভিক মানব শ্রেণী পরস্পর মারমুখী হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে 'শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলী' দেখিতে পাওয়া গেলেও প্রত্যেকের অস্ত্রাগার আর প্রেক্ষাগারে মৃত্যুবাণ আর বিষপাত্রের পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছে। অতীতের সকলপ্রকার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ন্যূনাধিক এইরূপ পরিণতিই যে ঘটিয়াছে ইউরোপের বিজ্ঞানোত্তর যুগের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য! মধ্যপ্রাচ্য এমন কি স্বয়ং আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা পর্যন্ত এই বিষবৃক্ষের যে ফল ভক্ষণ করিয়াছে তাহার আস্বাদ তাহারা এখনও বিস্মৃত হয় নাই। বৈজ্ঞানিক জীবন ব্যবস্থার যে ব্যর্থতা—তাহার মূলে রহিয়াছে তাহার একদেশদর্শী বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। একটি মাছি পর্যন্ত সৃষ্টি করিতে না পারিলেও বস্তুবাদী বিজ্ঞান মানব জীবনের সর্বেসর্বা হইয়া বসার দাবীদার বনিয়া গিয়াছে।

বস্তুবিজ্ঞানের আবশ্যকতা কেহই অস্বীকার করে নাই। মানব জীবনের রহস্য, উহার বিবর্তন ও বিকাশের নিগূঢ় তাৎপর্য্য জড়বিজ্ঞানের আওতার বাহিরে। সুতরাং পৃথিবীর প্রকৃত সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে উহার সার্বভৌম প্রাধান্য স্বীকার্য নয়। ইহার জন্য সৃষ্টির যিনি জনক আর নিয়ন্তা, যিনি বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং মানুষের জীবনের স্রষ্টা, মানব জীবন ও উহার নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে মানুষকে সেই ঐশী বিধানেরই মুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে। সূর্য্যের আলোক, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, আকাশের বৃষ্টি ও বায়ুর প্রবাহ যেমন মানবের জন্য আবশ্যক, ঐশী হেদায়েতও ঠিক ততটাই অপরিহার্য্য। এই ঐশী জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়াই মানুষ মৃত্যুঞ্জয়ী হয়। জড়বিজ্ঞানের পরিকল্পিত মরুলা, মাটি আর আবর্জনার পরিবর্তে সে জ্যোতির্ময় অনন্ত জীবনের অধিকার লাভ করে। ইহার কল্যাণেই দুনিয়ার বুকে প্রকৃত সুখ আর শান্তি ফিরিয়া আসে, দুঃস্থ ও পীড়িত মানুষ ব্যাধি ও সন্তাপের কবলমুক্ত হইয়া আনন্দমুখর জগতে আলোক ও সৌন্দর্য্যের সাগরে অবগাহন করার সুযোগ পায়, তাহার অন্ধত্ব ও বধিরতা ঘুচিয়া যায়। তাহার নিরস কঠোর প্রাণ, প্রেম, দয়া, শৌর্য্য ও বীরত্বে মহিমামণ্ডিত হইয়া উঠে।

সৃষ্টির সূচনা হইতে জীবনধারণের অন্যান্য ব্যবস্থার মত মানব-সন্তানের হস্তে এই ঐশী বিধান সমর্পণ করার প্রাকৃতিক নিয়মের কখনও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কিন্তু সক্রেটিস প্লেটো আর আরিষ্টটলের সময় পর্যন্ত বিজ্ঞান ছিল প্রধানতঃ দর্শনভিত্তিক। পরীক্ষা ও নিরীক্ষামূলক বিজ্ঞান তখনও দার্শনিকতার স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। সুতরাং সে যুগ পর্যন্ত যে সকল নবী ও রসূলের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, বহু ঈশ্বরবাদী বা নিরীশ্বরবাদী দার্শনিকদের অনুরূপ না হইলেও তাহাদের পরিকল্পিত জীবন ব্যবস্থার সুর তখন যেমন ছিল দার্শনিক তেমনি তাহার প্রসারও ছিল দল আর গোত্রবিশেষে সীমাবদ্ধ।

দার্শনিক বিজ্ঞানের তিরোভাব আর যান্ত্রিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের যুগসন্ধিক্ষণে দুঃখ দুর্দ্দশাপীড়িত, অত্যাচার শৃঙ্খলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনাথ মানব জাতির মুক্তির জন্য একজন আধুনিক অধিনায়কের শুভাগমন কল্পে আকাশের প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্ক আর বসুন্ধরার সমস্ত অণুপরমাণু অধীর উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা করিতেছিল। ঈসা মসীহের পর তখন ৫শত ৭১ বৎসর উত্তীর্ণ প্রায়। ঈসরাঈলের সন্তানরা ঐশীবিধানের প্রতিষ্ঠাতার গৌরবান্বিত আসন হারাইয়া অভিশপ্ত ও পরাধীন জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। গ্রীসের পতনের পর রোমক সভ্যতায় বস্তুবাদ, নিরীশ্বরবাদ ও বহু ঈশ্বরবাদ স্থানাধিকার করিয়া বসিয়াছিল। ভারত ও মিসরের গগনস্পর্শী সভ্যতার সৌধ ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছিল, শঙ্কর পূর্ব বেদান্ত ধর্মের অবসান ঘটাইয়া যে বৌদ্ধধর্ম ভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, ধর্মের সমুদয় পবিত্রতাকে হারাইয়া তখন উহা দুর্নীতি, শোষণ ও লাম্পট্যের বাহনে পরিণত হইয়াছিল। পারস্যে যরদশ্তী ধর্মের পরিণতি স্বরূপ সমানাধিকারবাদ মাতৃ ও কন্যা বিবাহে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, পৃথিবী জুড়িয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ আর এক জাতি কর্তৃক অপর জাতিকে ক্রীতদাসে পরিণত করার

তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল, নীতি-নৈতিকতা, স্নেহমমতা ও ন্যায়-বিচারের সমুদয় বিধিবিধান পরিত্যক্ত হইয়াছিল, মানুষ মুক্তির আলোকের আশায় ঘন ঘন আকাশের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত করিতেছিল. ঠিক এই সময়ে ৫৭১ খৃষ্টাব্দে নববসন্তের সমাগমে রবিউল আউয়ালের দ্বিতীয় সপ্তাহের সোমবারে রজনীর অবসানে ধ্বংসোম্মুখ ধরণীর রক্ষয়িতা, অন্ধের চক্ষুদাতা, কুসংস্কারের ছিন্নকারী, রাজতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র, গোত্রতন্ত্র ও ভৌগোলিক রাষ্ট্রতন্ত্রের উচ্ছেদকারী, স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির সংযোজক—মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) আরবের বনী হাশিম গোত্রে আবদুল মোত্তালিবের বংশে আমেনার ক্রোড়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

রসূলুল্লার (দঃ) কর্মজীবন তাঁর জন্মের ৪০ বৎসর পর হইতে আরম্ভ হয়। তিনি ধর্মকে উহার পুরাতন দার্শনিক পটভূমিকা হইতে অপসারিত করিয়া দর্শন, বিজ্ঞান ও ভক্তিবাদের সহিত সমন্বিত করেন। উহাকে মতবাদ আর সার্বিক জীবনের মণিকোঠা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের হিরণ্ময় সিংহাসনে সমারূঢ় করেন। পুরাতন বর্ণ, ভাষা ও ভৌগোলিক ভেদরেখা মুছিয়া ফেলিয়া আলী, বেলাল, আবুবকর ও খদিজা সম্বলিত অখণ্ড মানবত্বের সমাজ গঠিত করেন এবং ভেদবুদ্ধির নিবৃত্তি কল্পেই নবুওতের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। সাধুতা ও নীতিনৈতিকতার মান উপাসনালয় হইতে ব্যবসা কেন্দ্র পর্য্যন্ত অবারিত ও প্রসারিত করিয়া দেন। ন্যায়বিচার, সাম্য ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন এবং পুঞ্জীভূত ধনের প্রসার ও বণ্টন ব্যবস্থিত করেন। নারী ও ক্রীতদাসের সমানাধিকার ঘোষণা করেন এবং বিশুদ্ধ ও উন্নত জীবন যাপন দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ মুক্ত করেন। জ্ঞানলাভ ও শিক্ষা অর্জনের নির্দেশ তাহার প্রতি অবতীর্ণ কোরআনের প্রথম শব্দ। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নিরীশ্বরবাদের পরিবর্তে আল্লার নামে তাহাকে সৃষ্টির প্রভু ও স্রষ্টার স্বীকৃতি দিয়াই জ্ঞান বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় অগ্রসর হইতে হইবে বলিয়া এই নির্দেশকে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। [আরাফাত: ২য় বর্ষ ৪৭ সংখ্যা]

হযরতের পবিত্র জীবন দিগন্তপ্রসারী ও অনন্তমুখী, তাঁহার জীবনের সহিত অন্য কোন মানব জীবনের যথার্থ তুলনা হয় না। যাহারা রুশো, ভল্টেয়ার, সক্রেটীস, রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের নামের তালিকায় একনিঃশ্বাসে মুহাম্মদ মুস্তাফার (দঃ) নাম আওড়াইতে অভ্যস্ত সত্যই তাহারা মূর্খ ও কৃপার পাত্র! ইবরাহীম, মূসা, ঈসা, মানি ও যরদশত প্রমুখ বিশ্ববরেণ্যদের পবিত্র জীবনও নবী মুহাম্মদের (দঃ) আদর্শ জীবনের সহিত তুলনীয় হওয়ার যোগ্য নহে। সত্য বটে, মানুষের অধ্যাত্ম ও লৌকিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইহাদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন বিরাট দান রহিয়াছে। কিন্তু জড় ও চৈতন্যের কৃত্রিম ভেদরেখা অপসারিত করিয়া মানুষের সামগ্রিক জীবনের জন্য শ্রেষ্ঠতম আদর্শ একমাত্র রসূলুল্লাহ (দঃ) দুনিয়াকে দান করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন আধ্যাত্মিক মহাগুরু, নীতি নৈতিকতার আদর্শ শিক্ষক, মহাদার্শনিক, তেমনি ছিলেন কুশাগ্রবুদ্ধিসম্পন্ন রাষ্ট্রনীতি বিশারদ ও এমন এক আদর্শরাষ্ট্রের জন্মদাতা, প্রতিষ্ঠাতা ও অধিনায়ক যাহার তুলনা পৃথিবীতে নাই। তিনি ছিলেন স্বয়ং অতুলনীয় যোদ্ধা ও প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতি, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন নূতন অর্থবিজ্ঞানের উদ্ভাবক, প্রবর্তক ও রূপায়ক। স্বাধীনতার সনদদাতা, আইনজ্ঞ, আইনের রচয়িতা আর উহার বলবৎকারী। তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক, দীনবন্ধু, সাম্য ও সম্প্রীতির অগ্রদূত, পরোপকারী এবং মধুভাষী, উদার, স্নেহপ্রবণ ও প্রশান্ত অথচ অনলবর্ষী বাগ্মী। তাঁহার সাহিত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম অমূল্য সম্পদ। তাঁহার ভাষণের সহিত আজ পর্যন্ত কেহই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহসী হয় নাই। ত্যাগ-তপস্যা, কৃচ্ছ্র-সাধনা, ক্ষমা ও বৈরাগ্যের যে মহান আদর্শ তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভবপর নহে। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন অতিথিপরায়ণ গৃহস্থ, স্নেহময় পিতা, প্রিয়তম সুহৃদ, উত্তম প্রতিবেশী, গৃহস্থালীর নিত্যনৈমিত্তিক কার্যের সহচর ও চির প্রেমময় স্বামী। ইবরাহীম খলিলুল্লাহ বা শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় অলীক কারণে শুধু কলহ ও অপবাদের ভয়ে নবী মুহাম্মদ (দঃ)

সতী সাধ্বী জননী আয়েশাকে মা হাজিরা ও সীতার মত বনবাসে দেন নাই, পক্ষান্তরে নারীত্ব ও মাতৃত্বের মর্য্যাদা প্রতিপন্ন করিয়া তিনি নিন্দুক ও পরশ্রীকাতরদের চীৎকার স্তব্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহারা সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নীতিকথা ও হিতোপদেশ মানুষকে শুনাইয়া থাকেন, তাহাদের বাণী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা অবাস্তব এবং জনতার অননুসরণীয়। পক্ষান্তরে যাহারা মানুষের অধ্যাত্ম দাবী-দাওয়াকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কেবল তাহার জড়দেহের ক্ষুন্নিবৃত্তি ও সম্ভোগের উপায় উদ্ভাবনে জীবনটাকাটাইয়া দিয়াছেন তাহারা বিশ্বের গোটা মানব সমাজকে স্রেফ পশুতে পরিণত করিয়াছেন, মনুষ্যত্বের মহত্ব ও গৌরব তাহাদের হাতে হর-হামেশা লাঞ্ছনাই ভোগ করিয়া চলিয়াছে। জড় ও চৈতন্যের এই অসামঞ্জস্য যিনি অপসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনিই যে বিশ্বমানবের নেতৃত্বের একমাত্র অধিকারী এরূপ দাবী করা কি অন্যায়? নবী মুহাম্মদ (দঃ) যে মুহূর্তে সৃষ্টিকর্ত্তার ইবাদতে ইমামত করিতেন তাহার পর মুহূর্ত্তই পরিচালিত করিতেন রণক্ষেত্রে সেনাবাহিনী। তিনি যুগপৎভাবে অন্তরলোককে সুরভিত ও সুষমামণ্ডিত এবং বিশ্বপ্রভুর প্রেমালোকে উদ্ভাসিত আর সমাজ ব্যবস্থাকে শান্তি ও ঋদ্ধির বাস্তবরূপ দিয়া সমুন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

রসূলুল্লার (দঃ) মহৎ জীবনের এই যে বিচিত্র ও সর্বতোমুখী বিকাশ স্থান ও কালের দূরত্ব তাহাকে ম্লান করিতে পারে নাই। চিরঞ্জীব ও সদা জাগ্রত সীমাহীন উৎস হইতে তিনি মানব জাতির জন্য জীবনের অমৃত আহরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই রসূলুল্লার (দঃ) জীবনাদর্শ সর্বযুগীয় মানবের উপযোগী এবং জীবনের সকল স্তরেই তুল্যভাবে প্রযোজ্য। বর্তমান দুনিয়ার নিপীড়িত জাতিগুলির জন্য রসূলুল্লার (দঃ) মহৎ জীবনেই আরোগ্যের সুধা মওজুদ রহিয়াছে। তাই তাঁহার মহৎ জীবনের প্রত্যেকটি দিক যথাযথভাবে অবধান করা আবশ্যক, আর শুধু বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে না, মানব সমাজে তাঁহার মহিমময় জীবনাদর্শকে বাস্তবতার রূপদান করাই মুসলিম জাতির অভ্যুদয়ের উদ্দেশ্য। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রসূলুল্লার (দঃ) জীবন জীবন্ত ও মূর্তিমান কোরআন। কোরআনই তাঁহার পূতঃ জীবনালেখ্য। রসূলের (দঃ) আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া কোরআনের অনুসরণের দাবী অলীক ও অসত্য। সুতরাং কোরআনকে জীবিত করিতে হইলে তাহার জীবন্ত প্রতীকের অনুসরণ ও অনুকরণ অপরিহার্য। জাতিকে সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইলে বাস্তব আদর্শের প্রয়োজন। শুধু গতানুগতিক ও উদ্দেশ্যহীন জন্মোৎসব পালনের আড়ম্বরের পরিবর্তে ইয়াওমুন্নবীকে এই আদর্শের স্বীকৃতি ও সক্রিয়তার সহায়ক করিয়া তুলিতে পারিলেই ইহার আয়োজন সার্থক হইবে। শুধু মিঠাই মণ্ডা খাইয়া, আগরবাতি জ্বালাইয়া এবং কাওয়ালীর গৎ ভাঁজিয়া এই অসাধ্য কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর হইবে না, ইহার জন্য চাই কঠোর সাধনা, বিপুল অধ্যবসায় এবং রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি অকুণ্ঠ ও অনাবিল শ্রদ্ধা।

মাদ্রাজের সীরত কমিটীর উদ্যোগে আল্লামা সুলায়মান নদভী এবং আল্লামা শাইখ মুহাম্মদ ইকবাল এই মহান কার্য্যে আংশিকভাবে ব্রতী হইয়াছিলেন। পাক বাংলায় এরূপ উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানের কি একান্তই অভাব?

[আরাফাত : ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা]

॥ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ॥

মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী স্মরণে

আজ ১৩৭৬ বাংলা সালের ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন। ৯ বৎসর পূর্বে ১৩৬৭ সালের এই ২১শে জ্যৈষ্ঠ তথা ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠ জুন তারীখে তর্জুমানুল হাদীসের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হযরতুল আল্লামা মওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী এই নশ্বর জীবনের বন্ধন ছিন্ন করিয়া অবিনশ্বর লোকে গমন করেন।

তাঁহার মহাপ্রয়াণ এবং আজিকার দিবসের মধ্যে ব্যবধান পূর্ণ ৯টি বৎসরের। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে — দেখিতে দেখিতে কেমন ভাবে এক এক করিয়া ৯টি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল! মনে হয় এই সেদিন তাঁহার পিতৃভূমি নূরুলহুদা গ্রামে করতোয়া নদীর ধারে তদীয় বুযুর্গ পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কবরের পার্শ্বে নিজহাতে তাঁহাকে শেষ শয্যায় শায়িত করিলাম।

বেদনাদায়ক হইলেও ইহা অতীব সত্য যে, এই সুদীর্ঘ ৯ বৎসরে—৪১৮৫টি অতিক্রান্ত দিবসে আমরা খুব কমই যথার্থভাবে তাঁহার কথা স্মরণ করিয়াছি। আরাফাত এবং তর্জুমানের পৃষ্ঠায় আমরা মাত্র দুই এক জনে তাঁহার জীবনীর উপর কিছু কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিয়া দুই একটি প্রবন্ধ লিখিয়াই আমাদের কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের কুত্রাপি তাঁহার ত্যাগপূত কর্মময় মহৎ জীবনী এবং তাঁহার অবিস্মরণীয় অবদানের কথা স্মরণ করিয়া কোন সেমিনার, কোন সম্মেলন, কোন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই। আমাদের নিজস্ব দুইটি পত্র-পত্রিকা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক কিম্বা মাসিক পত্র পত্রিকায় তাঁহার সাংবাদিকতা, সাহিত্যিকতা, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁহার অগ্রভূমিকা, বাঙ্গালী মুসলমানের ধর্মীয় চেতনা ও কর্তব্যবোধ জাগরণে তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন সাধনা এবং অন্যান্য কর্মতৎপরতা ও অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করিয়া কোন লেখক আজ পর্যন্ত কোন লেখনী চালনা করেন নাই!

অথচ কে না জানে স্বীয় দেশকে তিনি তাঁহার জ্ঞান উন্মেষের পর হইতেই মনে-প্রাণে ভালবাসিতে থাকেন, দেশের অধীনতার জিঞ্জির ছিন্ন করার জন্য তিনি আযাদী সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ জন্য পুনঃ পুনঃ জেল-জুলুম বরদাশত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। দেশের আপামর জনসাধারণের কথা তিনি হৃদয়ের সমস্ত দরদ দিয়া ভাবিতেন, কৃষক প্রজার শোষণ-জুলুম বন্ধ করার এবং তাহাদের অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য পরিচালিত আন্দোলনে সামনের কাতারে তিনি নিজেকে দাঁড় করাইয়াছিলেন। সর্বোপরী তিনি ইসলামকে ভালবাসিতেন। ইসলামের বাণী প্রচারে এবং উহার প্রতিষ্ঠাদানের জন্দো জিহাদে অংশ গ্রহণ করিতে গিয়া তিনি আত্ম-সুখ ও জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা বিসর্জন দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার গোটা জীবনকেই এজন্য ওয়াক্‌ফ করিয়া দিয়াছিলেন।

ইসলামের দুই মৌল গ্রন্থ কুরআন ও হাদীসকে তিনি মনে-প্রাণে, ধ্যান-ধারণায়, চিন্তায়-সাধনায় ও আচরণে ব্যবহারে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ ও বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কুরআন মজীদের বিভিন্ন নামের মধ্যে একটি নাম হইতেছে 'হাদীস'। রসূলুল্লাহ (দঃ) এর মুখ নিঃসৃত বাণী, তাঁহার আচরণ এবং তাঁহার অনুমোদিত কথা ও কার্যের নামও হাদীস। তিনি ছিলেন এই 'হাদীসের' ধারক, বাহক ও একনিষ্ঠ প্রচারক—আহলে-হাদীস। সুষ্ঠু উপায়ে ইহার প্রচার এবং মুসলিম জীবনে ইহার প্রতিষ্ঠাদানের সাধনাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধানতম ব্রত। শেষ জীবনের তথা তাঁহার ৬০ বছরের জীবন কালের শেষ পঞ্চমাংশের দিবসের চিন্তা ও রাত্রির স্বপ্ন ছিল ইহাই।

এই মহৎ ব্রত পালনে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আল্লামা মরহুম তাঁহার কর্মতৎপরতার অম্লান স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। সুগভীর পাণ্ডিত্বের অধিকারী এই অনন্য

সাধারণ প্রতিভাধর পুরুষ একদিকে যেমন ছিলেন শক্তিশালী লেখনী চালনায় অতি দক্ষ ও সিদ্ধহস্ত, তেমনি তেজোগর্ভ ভাষণ দানে অতুল্য কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁহার কুরআনের তেলাওয়াতে যে ভাব-ব্যঞ্জনা বিচ্ছুরিত ও সুর লহরী হিল্লোলিত হইয়া উঠিত তাহা সোজা শ্রবণকারীর কাণের ভিতর দিয়া হৃদয়ের মর্মদেশে পৌঁছিয়া যাইত। তিনি তাঁহার ভাষণে ও খুৎবায় কুরআনের তত্ব ও হাদীসের মর্মবাণীকে যেভাবে শ্রোতৃবর্গের মনের দেয়ালে গাঁথিয়া দিতে পারিতেন এমন আর একটি লোককে সমগ্র দেশে খুজিয়া বাহির করা যাইবে না।

তিনি চাহিয়াছিলেন, বাংলা দেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানের বুক হইতে শির্ক ও বিদআতের কালিমা বিদূরিত করিয়া এখানকার ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে কলুষ মুক্ত করিতে। তিনি চাহিয়াছিলেন তওহীদ ও সুন্নার প্রোজ্জ্বল দীপালীর সাহায্যে বাংলার প্রতিটি ঘরকে আলোকিত করিতে। এজন্য তিনি প্রাক-পাকিস্তান যুগে বঙ্গাসামের প্রতিটি অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়াছেন, সভা সম্মেলনে ভাষণ দিয়াছেন এবং অঞ্চল বিশেষে দিনের পর দিন সমাজে প্রচলিত অনাচার ও কুসংস্কার দূর করিয়া সংশোধন ও সংগঠনমূলক কাজে হাত দিয়াছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই রাষ্ট্রকে সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য তিনি তাঁহার দেহ ও মনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরামহীন চেষ্টা চালাইয়া গিয়াছেন।

হীনমন্যতায় আক্রান্ত বঙ্গাসামের বাংলা ভাষা-ভাষী আহলে-হাদীস জনমণ্ডলীকে তিনি তাঁহাদের নির্ভেজাল আদর্শ এবং গৌরবদীপ্ত অতীতের সহিত পরিচিত করাইয়া তাঁহাদের ভগ্ন হৃদয়ে বলিষ্ঠ আশার সঞ্চার করিয়াছেন। জীবনের শেষ দশকে তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মহত্তম আদর্শ সকলের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন, ধর্মীয় শিক্ষার নব ব্যবস্থা এবং জামা'আতী সংগঠনের একটি শক্ত বুনিয়াদও তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার জীবন ব্যপী সাধনার অমৃত ফল স্বরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অবদান তিনি রাখিয়া গিয়াছেন সেজন্য পূর্বপাকিস্তানের সমগ্র মুসলিম সমাজ সাধারণ ভাবে আর আহলে-হাদীস জামা'আত বিশেষভাবে তাঁহার নিকট ঋণী। এই ঋণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ একান্ত কর্তব্য।

তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং ঋণ পরিশোধের কয়েকটি উপায় রহিয়াছে।

প্রথম, তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত, সাধনাসিদ্ধ ও কর্মময় জীবনী এবং তাঁহার অতুল্য অবদান সম্পর্কে সর্বত্র মাঝে মাঝে (জন্ম ও মৃত্যু দিবস এড়াইয়া) আলোচনা সভার আয়োজন অথবা সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করা।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকগুলির পুনর্মুদ্রণ এবং অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, পত্রিকায় প্রকাশিত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রবন্ধরাজি, মসলামাসায়েলের জওয়াব এবং অন্যান্য রচনাবলীর প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থাবলম্বন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার সুরা ফাতিহার অমূল্য তফসীরের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলে উহার পৃষ্ঠা সংখ্যা হইবে প্রায় এক হাজার এবং সে গ্রন্থটি হইবে বাংলা ভাষায় ধর্মীয় সাহিত্যের এক অতুল্য সম্পদ, অনন্য অবদান ও অমূল্য সংযোজন।

তৃতীয়তঃ, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং তাঁহার স্মৃতিকে উজ্জ্বল ও অম্লান রাখার জন্য তাঁহার স্থায়ী কীর্তি—পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে-হাদীস, আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, আরাফাত, তর্জুমান, মাদ্‌রাসাতুল হাদীস প্রভৃতির যথাযথ সংরক্ষণ এবং উত্তরোত্তর উন্নয়ন সাধন।

চতুর্থতঃ, তাঁহার কর্মবহুল জীবনের একটি দীর্ঘ এবং প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন।

এই কর্তব্যগুলি সম্পাদন করার জন্য সচেষ্ট হওয়া আমাদের নিজেদের কল্যাণে ও নিজেদের গরজেই একান্ত প্রয়োজন। তিনি এখন যে লোকের বাসিন্দা সেখানে আমাদের আলোচনা এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন হয়ত পৌঁছিবেনা কিন্তু এতদ্বারা তাঁহার নিকট আমাদের ঋণের বোঝা কিছুটা হালকা হইবে, আমরা নিজেরা উপকৃত হইব এবং আমাদের পরবর্তী বংশধরগণ আমাদের এই কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারা লাভবান হইবে।

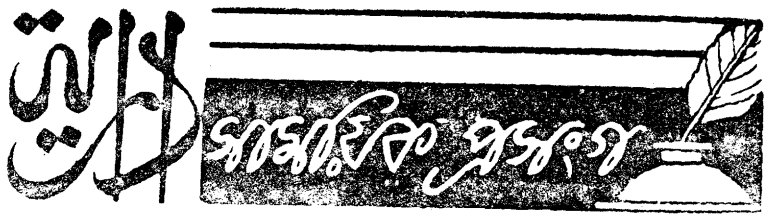

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্ম দিবস উৎসব

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের জন্ম-দিবস উৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি সমগ্র পাকিস্তানে এক দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয় এবং সেই দিনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁহার জন্মদিবস বিভিন্ন ভাবে পালিত হয়। এই উৎসব পালন ব্যাপারে মুসলিম সমাজে যে মতভেদ দেখা যায়—এ সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝিই হইতেছে ইহার মূল কারণ। যাঁহারা এই প্রকার উৎসবের বিরোধী মত পোষণ করেন তাঁহারা ইহাকে ধর্মীয় উৎসব রূপে গণ্য করেন বলিয়াই এইরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু সত্য সত্যই কি ইহা ধর্মীয় উৎসব? আমার মনে হয় ইহা 'ধর্মাচার' অপেক্ষা 'দেশাচার' ও 'কালাচারেরই' অধিকতর নিকটবর্তী। বস্তুতঃ, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জীবদ্দশাতে এই প্রকার কোন উৎসব পালিত হয় নাই; সাহাবী, তাবি'ঈ, বা তাবা'তাবি'ঈদের যুগেও পালিত হয় নাই, এমন কি হযরতের অফাতের পরে পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যেও এই প্রকার কোন উৎসব পালিত হয় নাই। ইসলামী শারী'আতে 'জন্মোৎসব' বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্বই নাই।

বর্তমানে পৃথিবীর সকল জাতি নিজ নিজ ধর্ম প্রবর্তক ও জাতির মহাজনদের উদ্দেশ্যে সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য তাঁহাদের জন্মোৎসব পালন করিয়া থাকে। এ ধরণের কোন উৎসবই কোনও ধর্মের অঙ্গরূপে ধরা হয় না। কাজেই ইহাকে নিছক 'কালাচার' আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত হয় না।

তারপর, মুসলিম জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই উৎসবের 'কালাচার' হওয়া সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়। প্রত্যেক মুসলিম প্রত্যহ সকাল হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্যন্ত তাহার প্রত্যেক কার্যে পদে পদে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে অনুসরণ করিয়া চলে অথবা অনুসরণ করিবার চেষ্টা করে। মুসলিমের সারা দিবারাত্রিই আল্লাহ তা'আলার স্মরণে ও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের স্মৃতিরক্ষার্থে কাটিয়া যায়। কাজেই বৎসরের একটি দিবসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্মদিবস উদযাপনের বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। প্রত্যেক সপ্তাহে ছুটির দিন-টিতে অন্ততঃ ২।৩ ঘণ্টা এইজন্য বরাদ্দ করা হইলে মহানবীর প্রতি কতকটা যোগ্য শ্রদ্ধা প্রকাশ হইতে পারে। এই কারণেই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ইহা একটি 'কালাচার' মাত্র। ধর্মপ্রবর্তকের জীবনের সহিত সংযোজিত হওয়ার কারণে ইহাতে ধর্মের যে পোঁচ লাগে তাহা একান্তই বহিরাগত ('আরিযী); মৌলিক (যাতী) নয়।

আলোক-সজ্জা

আলোকসজ্জাকে 'ইসরাফ' বলা চলে না। ইহা সম্পূর্ণরূপে তাবযীর। আর তাবযীরকারীকে কুর-আনে আল্লার অবাধ্য শায়তানের ভাই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—সূরাহ বানী ইসরাঈল ঃ ২৭। বিবাহ-শাদীতেই হউক, আর রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানেই হউক অথবা ধর্মীয় উৎসবেই হউক, কোন অবস্থাতেই আলোক-

সজ্জার সমর্থন ইসলাম করে না। তবুও মুসলিম যদি আলোকসজ্জা করে তবে তাকে কি বলিতে হয় তাহা আল্লাহ তা'আলাই বলিয়া দিয়াছেন।

ইসলাম ও দেশ—দীন ও দুনয়া

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মের স্থান সর্বপ্রথম; আর সবই হইতেছে তাহার পরে। ইসলাম ধর্ম হইতেছে প্রত্যেক মানুষের জন্মগত স্বভাব। এই স্বভাব দিয়াই আল্লাহ মানুষকে সৃজন করেন—সূরাহ আর রূম ঃ ৩০। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন ঃ "প্রত্যেক শিশুই ইসলাম স্বভাব পাইয়া জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর তাহার পিতামাতা তাহাকে য়াহুদী, খৃষ্টান, অগ্নি-উপাসক প্রভৃতি বানাইয়া থাকে"—আল্-বুখারী ও মুসলিম। কাজেই কোন মুসলিমের পক্ষে এ কথা বলা চলিবে না যে, সে প্রথম বাঙ্গালী তারপর সে মুসলিম। এইরূপ উক্তি যে ব্যক্তি করে এবং ঐরূপ বিশ্বাসও রাখে তাহাকে কোনক্রমেই মুসলিম বলিয়া গণ্য করা যায় না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বলে, 'আগে ভাত, তারপর নামায-রোযা' তাহাকে মুসলিম বলিয়া গণ্য করা যায় না। প্রকৃত মুসলিম ও মুমিন সেই ব্যক্তি, যে নিজের দীন ইসলাম রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে তাহার জান-মাল সব কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। শুধু ইসলামী নাম ধারণ করিলেই মুসলিম হওয়া যায় না। মুসলিম হওয়ার জন্য ইসলামী আকায়িদ ও বিশ্বাস থাকা অপরিহার্য্য।

বাংলা ভাষায় নাম রাখা

পূর্ব পাকিস্তানে, আল্লার শুকর, প্রায় সকল মুসলিম পরিবারে—আকীকা করিয়াই হউক আর না করিয়াই হউক—ছেলেমেয়েদের ইসলামী নাম রাখা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ইসলামী নাম নির্বাচনে কোন কোন পরিবার খাঁটি আরবী ইসলামী নামকে বিশেষ গুরুত্ব দেন না। তাঁদের অনেকেই অর্থহীন আরবী নাম বা পারস্যের অগ্নি উপাসক সম্রাটদের নামে নাম রাখিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর অসংখ্য নামের মধ্যে কয়েকটি নমুনাস্বরূপ দেওয়া হইল। যথা, রহীমুদ্দীন, পনীরুদ্দীন, গামীরুদ্দীন, পানাউল্লাহ, মিনুচেহের, জামশেদ ইত্যাদি।

আর এক দল বাঙ্গালী মুসলিম আরবী ইসলামী নাম রাখার সঙ্গে সঙ্গে একটি বাংলা নামও রাখেন এবং আরবী ইসলামী নামে না ডাকিয়া ঐ বাংলা নামে ডাকিয়া থাকেন! যথা, পারুল, গোলাপ, আতর, পান্না, রবি, বেদানা, আঙ্গুর, কদম, কবরী ইত্যাদি। আবার তৃতীয় এক দল ফারসী, উর্দূতে নাম রাখা বেশী পসন্দ করিয়া সিতারা, নীলুফার, নারগিস ইত্যাদি নাম রাখিয়া থাকেন।

আবার চতুর্থ এক দল এই নাম রাখা ব্যাপারে আরবী ফারসী বাংলা সব কিছু বাদ দিয়া চীন, জাপান, জার্মান ও ইউরোপের মহাজনদের নামে মূল নামই রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাই সর্বাধিক মারাত্মক ব্যাপার। এই সব নামের মধ্যে শেলী, রুবী অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে কোন কোন মুসলিম তাঁহাদের ছেলের নাম 'মাওসেতুং'ও রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

নামের গুরুত্ব

এক দল লোক আছেন যাঁরা নামের প্রতি মোটেই কোন গুরুত্ব দিতে চান না। তাঁরা বলেন, 'গোলাপকে যে নামেই ডাক না কেন সুগন্ধি দান করিবে।' কিন্তু ইহা গগনচারীদের শূন্যগর্ভ উক্তি মাত্র। কারণ উহা যদি সত্য হইত তবে নাম-বাছাইয়ের এত ঘটা কেন? কেনই বা মাওসেতুং নাম রাখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা হয়? নাম রাখা সম্পর্কে প্রকৃত সত্য এই যে, 'ছেলে-মেয়ে ঐ নামে পরিচিত মহাজনের ন্যায় গুণী, জ্ঞানী ও প্রসিদ্ধ হউক' এই আকাংখা ও

বাসনা লইয়া তাহাদের নামকরণ করা হইয়া থাকে। আমাদের পুত্র হযরত মুহাম্মদ সঃ-এর ন্যায় জ্ঞানী গুণী হউক, আমদের কন্যা হযরত ফাতিমার ন্যায় সতী-সাধ্বী, গুণবতী হউক এই কামনা লইয়াই আমাদের ছেলেমেয়ের ঐরূপ নাম রাখিয়া থাকি। আল্লার একান্ত ভক্ত, অসীম দয়াবানের একান্ত বাধ্য হউক এই উদ্দেশ্য ও আকাংখা লইয়াই আবদুল্লাহ, আবদুর রাহমান ইত্যাদি নাম রাখা হইয়া থাকে।

নামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম হইতেছে আল্লাহের নামের সহিত অথবা তাঁহার কোন গুণবাচক নামের সহিত সংযুক্ত করিয়া নাম রাখা। যথা, আবদুল্লাহ, আবদুর রাহীম, আবদুল বাসিত, আবদুর রাযযাক, অথবা উবায়দুল্লাহ, উবায়দুল্-কারীম অথবা 'আতা-উল্লাহ, ফাযলুর রাহমান ইত্যাদি নাম রাখা। ছেলেদের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের নাম হইতেছে কোন নাবী বা রাসূলের অথবা তাহাদের আল্লাহভক্ত পুত্রদের নামে নাম রাখা। যথা, মুহাম্মাদ, আহমাদ, সুলাইমান, নূহ, মূসা, ঈসা, হারূন, যাকারীয়া, কাসিম, তাহির, তাইয়িব, বিন্‌যামীন ইত্যাদি নাম রাখা।

মেয়েদের সর্বশ্রেষ্ঠ নাম হইবে আল্লাহ বা তাঁহার গুণের সহিত 'আমাত' (বাঁদী) শব্দ যোগ করিয়া। যথা, আমাতুল্লাহ, আমাতুর্-রাহমান, আমাতুল কারীম ইত্যাদি। তাহাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের নাম হইতেছে নাবী রাসূলদের মাতা, কন্যাদের নামে নাম রাখা। যথা, আমিনাহ, সাফূরাহ, সারিরাহ, হাজিরাহ, রাহীল, খাদীজাহ, আয়িশাহ, সাওদাহ, সফীয়াহ, যায়নাব, রুকাইয়া, উম্মু-কুলসুম, ফাতিমা ইত্যাদি।

ফাখরুদ্দীন, শামসুদ্দীন, নাসীরুদ্দীন, শামসুল ইসলাম, আমীনুল ইসলাম, এই ধরণের শব্দগুলি প্রকৃতপক্ষে নাম নয়—এইগুলি হইতেছে উপাধি বিশেষ। অনুরূপভাবে শামসুন্নাহার, নুরুন্নিসা, নুরুন্-নাহার প্রভৃতিও উপাধিবিশেষ বলিয়া এই ধরণের পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নামগুলিকে তৃতীয় পর্যায়ের নাম বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

আমাদের দেশে পুরুষ লোকের নাম অনেকটা সীমার মধ্যে আছে কিন্তু স্ত্রীলোকদের উদ্ভট নামের সংখ্যা কম নয়। যথা, কামারুন্নাহার (দিবাভাগের চন্দ্র), আন্‌ওয়ারা (আরবীতে 'আন্‌ওয়ার' শব্দ আছে—কিন্তু উহার স্ত্রীলিংগ আন্‌ওয়ারা নয়)। স্ত্রীলোকদের 'সাজিদাহ,' 'সাবিরাহ' 'মুস্‌তাকীমাহ' প্রভৃতি নামগুলিও তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

ছেলেমেয়েদের নাম রাখা ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

জমাঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৯

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

যিলা ঢাকা

জানুয়ারী মাস

অফিসে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। কাকরান জামাত হইতে মারফত মোহাঃ ওমেদ আলী মাতব্বর পোঃ ধামরাই ফিৎরা ৫৲ ২। কাকরান জামাত হইতে মারফত হাজী মোহাঃ ইউসোফ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১০৲ ৩। কাকরান জামাত হইতে মারফত মোঃ হাফেজ উদ্দিন মিঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ৪। মোহাঃ আবদুল করিম মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৫। কাকরান জামাত হইতে মারফত ডাঃ হাবিবুর রহমান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৪৲ ৬। কাকরান জামাত হইতে মারফত হজরত আলী বেপারী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১০৲ ৭। মৌঃ আবদুন নূর কালীগঞ্জ চিকনির ঝাড় পোঃ কালীগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ৮। মোহাঃ আবদুল মালেক গ্রাম নূতনবাড়ি পোঃ পাঁচরুখী যাকাত ৩'৭৫ ফিৎরা ১৮'২৫ ৯। মোহাঃ মঈন উদ্দিন গ্রাম নগর হাওলা পোঃ মওনা ফিৎরা ৪৲ ১০। আলহাজ মৌঃ মিজানুর রহমান মতিঝিল কলোনী ফিৎরা ২৲ ১১। ত্রিমহিনী জামাতে আহলে হাদীস মারফত আবুল হাশিম বেপারী পোঃ রূপগঞ্জ কুরবানী ৩৮৲ ১২] মোহাঃ রোস্তম আলী খান সাং মাউসাইদ পোঃ আজমপুর ফিৎরা ৬৲ ১৩। মৌঃ মোহাঃ আসরাফুদ্দিন ভূইয়া সাং উজামপুর পোঃ আজমপুর ফিৎরা ২০৲ ১৪। মৌঃ মোহাঃ আলতাফ হোসেন খান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২০৲ ১৫। আবদুস সামাদ ভূইয়া সাং নয়াখোলা পোঃ আজমপুর ফিৎরা ২৫৲ ১৬। মোহাঃ আলীমুদ্দিন মৃধা সাং উজামপুর ফিৎরা ২৲ ১৭। মোহাঃ হেলালউদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ১৮। মোহাঃ ফজর আলী বেপারী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ১৯। আবদুল আলী বেপারী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ২০। মোহাঃ আমিজ উদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ২১। কাযী মোহাঃ ওয়াকিল উদ্দিন সাং চান্দপাড়া পোঃ আজমপুর ফিৎরা ৫'২৫ ২২। হাজী আহমদ আলী ভূইয়া সাং মাউসাইদ পোঃ আজিমপুর ফিৎরা ৩৲ ২৩। মুন্সী আবদুস সামাদ মোল্লা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ২৪। মুন্সী মোহাঃ কফিলউদ্দিন সাং করাইহাটি পোঃ নাগরী ফিৎরা ৫৲ ২৫। মোহাঃ কফিলউদ্দিন বেপারী সাং উজামপুর পোঃ আজমপুর ফিৎরা ২৲ ২৬। হাজী মোহাঃ এলাহী বখশ সাং মেহেরপাড়া পোঃ পাচদোনা যাকাত ৫০৲ ২৭। মোহাঃ নাজেম উদ্দিন মুন্সী সাং বারতোপা পোঃ মাওনা ফিৎরা ৫৲ ২৮। হেফাজুদ্দিন আহমদ সাং নোয়াগাঁও পোঃ বিরাবো ফিৎরা ১০৲ ২৯। (ক) মৌঃ মোহাঃ আমীনুর রহমান ১১৯ নং সেগুন বাগিচা যাকাত ১০৲ ২৯। (খ) কুনাবাড়ী জামাতে আহলে হাদীস হইতে মারফত মওঃ আবদুল হাকীম বিরাবো ফিৎরা ১০৲।

আদায় মারফত মওলানা আবুল কাসেম রহমানী

৩০। মৌঃ ডাক্তার মাহফুজুর রহমান সাং কাখোরা পোঃ গাছা ফিৎরা ১০৲ ৩১। মোহাঃ ছিদ্দিক মোল্লা সাং সোণ্ডা (শরীফপুর) পোঃ ঐ ফিৎরা ২৲ ৩২। মুন্সী মোহাঃ ফরিয়াদ আলী সাং চান্দ পাড়া পোঃ গাছা ফিৎরা ১০৲।

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ সায়াদাতুল্লাহ মাষ্টার সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই

৩৩। ডাঃ মোহাঃ আছর উদ্দিন সাং তেতুলিয়া পোঃ ধামরাই কুরআন ৩৲ ৩৪। মোহাঃ ওয়ায়েজ উদ্দিন মৃধা সাং ইকুরিয়া পোঃ ঐ যাকাত ৫৲ ৩৫। মোহাঃ মহিউদ্দীন মাঝি ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৩৬। মুন্সী মোহাঃ হুকুম আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৩৭। মোহাঃ রমযান আলী বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ৩৮। মোহাঃ ইসমাঈল হোসেন ঠিকানা ঐ যাকাত ৩৲ ৩৯। মোহাঃ জরিপ হোসেন বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ৪০। হাজী আবদুল কুদ্দুস ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ৪১। আবদুল আলী বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৪২। মোহাঃ আবুল বশীর বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৩৲ ৪৩। মোহাঃ ওয়ায়েজ উদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৪৪। মোহাঃ যিয়াউদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৪৫। ইকুরিয়া দক্ষিণপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ১০৲ ৪৬। মোহাঃ আবুল হোসেন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ৪৭। মোহাঃ শামছুল হক সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই যাকাত ৩৲ ৪৮। হাজী মোহাঃ কলিমুদ্দিন সাং তেঁতুলিয়া পোঃ ধামরাই যাকাত ১০৲ ৪৯। হাজীপুর জামাত হইতে মারফত হাজী মোহাঃ হাকীম আলী ধামরাই ফিৎরা ২০৲ ৫০। হাজী মোহাঃ ওয়ায়েজুদ্দিন ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই যাকাত ৫৲ ৫১। ইকুরিয়া মধ্যপাড়া জামাত হইতে হাজী মোহাঃ হাবিবুল্লাহ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ৫২। হাজী মোহাঃ তাজ উদ্দিন ঠিকানা ঐ যাকাত ৬০৲ ৫৩। মোহাঃ মাহফুযুর রহমান ঠিকানা ঐ যাকাত ৩০৲ ৫৪। মৌঃ মোহাঃ সায়াদাতুল্লাহ ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৫৫। মোহাঃ হযরত আলী বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৪৲ ৫৬। আবদুর রহমান বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৫৭। মোহাঃ ছিদ্দিক হোসেন বেপারী ঠিকান ঐ যাকাত ৫৲ ৫৮। মোহাঃ মনছুরুর রহমান বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৪৲ ৫৯। মোহাঃ রেনক আলী বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৩৲ ৬০। আবদুল খালেক বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৬১। ইকুরিয়া পশ্চিম পাড়া আহলে হাদীস জামাত হইতে হাজী মোহাঃ তাজ উদ্দিন ফিৎরা ৮০।৭৫ ৬২। হাজী মোহাঃ আবদুল গণি সাং তেঁতুলিয়া পোঃ ধামরাই যাকাত ৫৲ ৬৩। হাজী মোহাঃ মাজম আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৬৪। মোহাঃ দেয়ানতুল্লাহ বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৬৫। মোঃ রোস্তম আলী মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ১৲ ৬৬। মোহাঃ সবদর আলী বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ২০৲ ৬৭। মোহাঃ সিরাজুল ইসলাম ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ৬৮। হাজী মোহাঃ আবদুল মান্নান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৩৲ ৬৯। মোহাঃ নূর বখশ মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ১৲ ৭০। মোহাঃ ইমামুদ্দিন মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ৪৲ ৭১। আবদুল বারী ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ৭২। মোহাঃ জমির উদ্দিন বেপারী সাং তেঁতুলিয়া পোঃ ধামরাই যাকাত ৬৲ ৭৩। হাজী মোহাঃ সাবেত আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ৩০৲ ৭৪। মোহাঃ মিয়াজ উদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৪৲ ৭৫। লাল মোহাম্মদ বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৪৲ ৭৬। ইকুরিয়া পূর্বপাড়া জামাত হইতে মোহাঃ আজিজুল হক ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৩০৲ ৭৭। মোহাঃ আজিজুল হক ঠিকানা ঐ নিজ যাকাত ১০৲ ৭৮ মোহাঃ আমানুল্লাহ বেপারী সাং তেঁতুলিয়া পোঃ ধামরাই যাকাত ১'৫০।

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ এব্রাহিম সাহেব নারায়ণগঞ্জ

৭৯। হাজী মোহাঃ ইদরিস টান বাজার নারায়ণগঞ্জ যাকাত ৫০৲ ৮০। মোহাঃ জাকির ৭নং জিয়াকত আলী খান এভিনিউ নারায়ণগঞ্জ যাকাত ১০০৲ ৮১। হাজী মোহাঃ রফিউদ্দিন ভূঞা কে, সি, নাগ রোড নারায়ণগঞ্জ যাকাত ১০০৲ ৮২। হাজী মোহাঃ ওমর ও, কে, ব্রাদার্স এস, এম সালেহ রোড নারায়ণগঞ্জ যাকাত ২৫০৲ ৮৩। রোকনউদ্দিন আহমাদ কে, বি, সাহা রোড নারায়ণগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ৮৪। ডাক্তার মোহাঃ রেজাউর রহমান শাহিন হোমিও হল ঠিকানা ঐ যাকাত ২০৲ ৮৫। মৌঃ মোহাঃ রোকনউদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ৮৬। এম, এস সরাফতুল্লাহ ১৪নং আরামবাগ ঢাকা ফিৎরা ৫৲ ৮৭। মোহাঃ রফিকুল ইসলাম বি ৩২-এইস ৬ মতিঝিল এ জি পি কলোনী ফিৎরা ৫৲ ৮৮। নবাব আহমাদ পাঁচগাঁও পোঃ আড়াই হাজার ফিৎরা ৫৲ ৮৯। মোহাঃ এব্রাহিম হোসেন বি, এ, ৩৯নং নওয়াব সলিমুল্লাহ রোড নারায়ণগঞ্জ যাকাত ১২৫৲ অন্যান্য ২০৲ ৯০। মৌঃ মোহাঃ এসহাক ঠিকানা ঐ যাকাত ১২৫৲।

যিলা ময়মনসিংহ

আদায় মারফত মৌলানা আবদুল কাদের সলফী কুকুরিয়ার চর, ময়মনসিংহ

১। আলহাজ মোহাঃ কমরুদ্দিন মোল্লা সাং কুকুরিয়ার চর জামাত পোঃ খাস শাহজানি ফিৎরা ১৩৪'৪০ ২। হাজী মোসলেম উদ্দিন মোল্লা ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৩। (ক) মোহাঃ ইমান আলী মোল্লা সাং স্থলচর পোঃ স্থল যাকাত ১০৲ ৩। (খ) মৌঃ হাবীবুল্লাহ ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৪। আবদুল করিম মোল্লা ঠিকানা ঐ এককালীন দান ১০৲।

আফিসে ও মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

৫। মোহাঃ সাইফুল ইসলাম মিঞা গ্রাম ভাতকুড়া পোঃ মহেরা, টাঙ্গাইল ফিৎরা ৫'৫০ ৬। মোহাঃ পিয়ার আলী সাং বন্দর কাওয়ালজানী পোঃ আটঘড়িয়া ফিৎরা ১০৲ ৭। কাজী সাবের উদ্দিন আহামদ কাজির শিমলা পোঃ চোরখাই ফিৎরা ৫৲ ৮। মৌঃ মোহাঃ আবদুর রশিদ বেহালা বাড়ী জামাত হইতে পোঃ বল্লা বাজার ফিৎরা ৫৬'৬৬ ৯। মুন্‌শী মোহাঃ নজির হোসেন সাং ও পোঃ মেরুয়াঘোনা ফিৎরা ৫৲ ১০। মোহাঃ আইনুল হক সরকার সাং ঘোড়াদপ পোঃ ভরুয়াখালী ফিৎরা ১০৲ ১১। মুন্‌শী মোহাঃ আবু সাঈদ সাং নাহালী পোঃ হাবলা ফিৎরা ৩৲ ১২। ডাঃ মোহাঃ আবুল হোসেন সাং কালিয়ান পোঃ কাউলজানী ফিৎরা ১০৲ ১৩। মৌঃ আবদুল মতীন বি, এ, বি টি সুপাঃ পি, টি ইনষ্টিটিউট টাঙ্গাইল ফিৎরা ৫৲ ১৪। জামাতের পক্ষে মওলানা আবদুল মান্নান আনসারী সাং দরানীপাড়া পোঃ খলিয়াজানি টাঙ্গাইল ফিৎরা ৫৲ কুরবানী ৪৲ ১৫। মওলানা আবদুল মান্নান আনসারী সাং দরানীপাড়া পোঃ খলিয়াজানি ফিৎরা ৪৲।

আদায় মারফত মওঃ আবদুল মজিদ সাহেব মুবাল্লিগ ময়মনসিংহ জিলা জমঈয়তে আহলে হাদীস

১৬। আবদুস সবুর আখন্দ সাং চর হরীপুর কুরবানী ২৲ ১৭। মৌঃ আবদুল হালীম ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১৮। হাজী মোহাঃ জোনাব আলী শরিফপুর ফিৎরা ১৲ ১৯। ডাঃ আবদুল কাদের শরিফপুর এককালীন ১৲ ২০। চণ্ডিমুণ্ডপ ঈদগাহ হইতে আদায় মারফত মোহাম্মদ আলী ১৯'৮৩ ২১। আবদুল মজিদ চণ্ডিমুণ্ডপ ফিৎরা ১৲ ২২। মানিকজান বিবি ও মোহাঃ হাসেন আলী এককালীন ২৲ ২৩। আবদুল জব্বার মুন্‌শী মলাজানী ফিৎরা ৫৲ ২৪। আবদুল ওয়াহেদ মলাজানি এককালীন ১৲ ২৫। আবদুল হাকীম ও মোহাঃ আলতাফ আলী মলাজানি এককালীন ১'৫০ ২৬। মোহাঃ ইয়াছিন আলী মণ্ডল এককালীন ১৲ ২৭। জামিলা খাতুন

মলাজানি এককালীন ১৲ ২৮। মোহাঃ মাভুউল্লাহ মণ্ডল মলাজানী এককালীন ১৲ ২৯। মোহাঃ তালেব আলী মণ্ডল এককালীন ১৲ ৩০। হাজী মোহাঃ মিজানুর রহমান বন্দবিতলিয়া ফিৎরা ৫৲ ৩১। মুন্শী মোহাঃ নওয়াব আলী চণ্ডিমণ্ডপ ফিৎরা ১৫৲ ৩২। চক শ্যাম রামপুর জামাত হইতে মারফত মোহাঃ হায়দার হোসেন কুরবানী ১০৲ ৩৩। মণ্ডঃ আবদুল জব্বার তেঁতুলিয়া কুরবানী ৩৲ ৩৪। মুন্শী নেজাম উদ্দিন টাঙ্গাইল ফিৎরা ৩৲ ৩৫। মোহাঃ আঃ খালেক ও মোহাঃ জোয়াদ আলী ফিৎরা ২৲ ৩৬। মোহাঃ নঈম উদ্দিন মণ্ডল রাঙ্গামাটিয়া ফিৎরা ১৲ ৩৭। মোহাঃ শরিঅতুল্লাহ মণ্ডল মলাজানি ফিৎরা ৫'৫০ ৩৮। মোহাঃ ফয়েজ আলী গনেশপুর অন্যান্য ১৲ ৩৯। মোহাঃ সোলায়মান ফিৎরা ১৲ ৪০। মুন্সী মোহাঃ বাহার আলী চণ্ডিমুণ্ডপ পাড়া এককালীন ১২৲ ৪১। মোহাঃ রিয়াজ উদ্দিন চণ্ডিমুণ্ডপ কাচারী পাড়া এককালীন ১'২৫ ৪২। মোহাঃ আমীর উদ্দিন মণ্ডল চণ্ডিমুণ্ডপ এলচার পাড়া ফিৎরা ১৲ ৪৩। মোহাঃ সমর আলী মণ্ডল ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ৪৪। মৌঃ [illegible] আবদুস সবুর সাং দুল্লা এককালীন ১০৲ ৪৫। মৌলবী মোহাম্মদ হাসান সরকার গয়েশপুর ফিৎরা ১০৲ ৪৬। মোহাম্মদ বছিরউদ্দিন মুন্সী গয়েশ পুর ফিৎরা৫৲ ৪৭। মোহাম্মদ জরিফউদ্দিন সরকার নলকুড়ী জামাত হইতে ফিৎরা ৫৲ ৪৮। মোহাম্মদ নওয়াব আলী মাষ্টার মাদার পুর বড় জামাত ফিৎরা ২৲ ৪৯। মোহাম্মদ কলিমউদ্দিন সরকার ফিৎরা ১৲ ৫০। মোহাম্মদ মতিউল্লাহ মুন্সী ঘোড়াদপ ফিৎরা ৪৲ ৫১। মুন্শী মোহাম্মদ নজির হোসেন ফিৎরা ২৲ ৫২। মোহাম্মদ রজবআলী সরকার চিথলিয়া এককালীন ১৫৲ ৫৩। মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী সরকার ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ৫৪। মুন্সী মোহাম্মদ শরিফ উদ্দিন ইদিলপুর ফিৎরা ৩১৲ ৫৫। মোহাম্মদ উসনাম গণী সরকার গোড়াদপ ফিৎরা ১০৲ ৫৬। হাজী মোহাঃ ইয়াকুব আলী সেখবাড়ি ফিৎরা ১১'২৫।

—ক্রমশঃ

Contents

আরাফাত সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের
শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খণ্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ, গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490

Regd No. DA--1250

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শীর

অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মনীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারব্রূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.